স্মৃতি-বিস্মৃতিতে

হরিনাথ দে

Harinath De in memory and oblivion

স্মৃতি-বিস্মৃতিতে হরিনাথ দে

Harinath De in Memory and Oblivion

স্মৃতি-বিস্মৃতিতে হরিনাথ দে

Harinath De in Memory and Oblivion

First published on February 21, 2024
by
Brainware University
398, Ramkrishnapur Road, Barasat, Kolkata – 700125

স্মৃতি-বিস্মৃতিতে হরিনাথ দে
Harinath De in Memory and Oblivion

Edited & Compiled by:
Bandana Basu
University Librarian, Brainware University

Copyright: 2024 Brainware University

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.

e-ISBN – **978-81-963514-8-9**
Price – Rs. 600/-
(Rupees Six Hundred only)

This book is a compilation of articles contributed by the authors. The authors will be sole responsible for the data, opinion and remarks expressed in the concerned articles. Brainware University has no responsibility for the persistence or accuracy of rules for external or third-party websites referred to in this publication, and does not guarantee that any content on such websites is, or will remain, accurate or appropriate.

Cover page Design by
Department of Promotions, Brainware University

Electronically composed and prepared
by
Brainware University Library

ভূমিকা

যাঁকে নিয়ে আজকের এই ভূমিকা লিখন, তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা তো দূরের কথা, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করা ছাড়া, কোনো কিছু লেখার ধৃষ্টতা আমার নেই। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা এবং ভাষার জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হয়েছিল মাত্র ৩৪ বছরে। এই ব্যাক্তিত্ব আর কেউ নয়, তিনি হলেন আচার্য হরিনাথ দে। তাঁকে নিয়ে ভূমিকা লেখার গুরুভার আমার উপর, তাই গতানুগতিক নিয়মে তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করছি মাত্র।

সময়টা ছিল ১৮ শতকের একেবারে শেষ, ১৮৭৭ সালের ১২ই অগাস্ট তাঁর জন্ম হয়েছিল, জীবনাবসান হয়েছিল ১৯১১ সালের ৩০সে অগাস্ট। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ৩৪ বছরে তিনি ছিলেন এক বিতর্কিত পুরুষ। তাঁর পান্ডিত্য আমাদের মুগ্ধ করে। ৩৪ বছরে ৩৬ টি ভাষায় জ্ঞান (যদিও ৩৪ না ৩৬ এটি নিয়ে বিতর্ক আছে), ১৪ টি ভাষায় এম. এ., অসংখ প্রবন্ধ ও বই রচনা, অনুবাদ, ভাষার জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিলো। ১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সর্বপ্রথম বাঙালি গ্রন্থাগারিক। তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

উদারচেতা হরিনাথ আমাদের অনুপ্রাণিত করে, অপরের প্রয়োজনে তাঁর এগিয়ে আসা, তাঁর ত্যাগ আমাদের সম্মোহিত করে। আবার ভাষার প্রতি তার ভালোবাসা আমাদের আকৃষ্ট করে।

হরিনাথ দে'র মৃত্যুতে ড. এ. এ. সুহরাবর্দি বলেছেন যে, কোনো মহারাজা মারা গেলে একজন মহারাজা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন । হরিনাথ মারা গেছেন কিন্তু কে আছেন তার স্থলাভিষিক্ত হবেন! একথা সেদিন যেভাবে সত্যি ছিল সেভাবেই আজও সত্যি এবং হয়তো ভবিষতেও তাই। কারণ হরিনাথ দে এক এবং অদ্বিতীয়।

ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে হরিনাথ দে- র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "স্মৃতি-বিস্মৃতিতে হরিনাথ দে"-এই বইটির লেখকেরা খুব নিপুন লেখায় আচার্য হরিনাথ দে-র জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। যদিও হরিনাথ দে- কে নিয়ে আমাদের চিন্তাধারা এবং তার কৃতিত্বের অনুসন্ধান শুরু করেছি আমরা বহু আগে থেকেই। কারণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে

হরিনাথ দে একেবারেই অপরিচিত একটি নাম এবং বিগত দিনের মানুষেরা এই নামটি প্রায় ভুলতে বসেছে, সেকারণেই এই বইটির নামকরণ করা হয়েছে "স্মৃতি বিস্মৃতিতে হরিনাথ দে"। ২০২০ সাল থেকেই ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হরিনাথ দে-র জীবন কাহিনী ও তাঁর অপরিসীম পান্ডিত্যের বিষয়ে আলোচনার জন্যে বিভিন্ন লেকচার ও ওয়েবিনারের আয়োজন করে আসছে।

এই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বিগত ২০২০ সালের ২১শে অগাস্ট আমাদের গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে একটি লাইভ ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠান এখনও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে উপলব্ধ। উক্ত অনুষ্ঠানে ডঃ অসিতাভ দাস মহাশয় (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ডঃ পার্থসারথী দাস মহাশয় (সহকারী গ্রন্থাগার ও তথ্য আধিকারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা) উপস্থিত ছিলেন। হরিনাথ দে সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান আলোচনা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। আমরা হরিনাথ দে কে আবার নতুন করে জেনেছি। তাঁদের বক্তব্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে হরিনাথ দে-কে নিয়ে এই প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে। আমরা তাঁদের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞ কারণ তাঁরা এই প্রকাশিত বইটিতেও তাঁদের মূল্যবান লেখনীতে হরিনাথকে উপস্থাপিত করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় (গ্রন্থাগারিক, ডঃ বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর ও প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ অনামিকা দাস (সহকারী অধ্যাপিকা, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ডঃ স্বগুণা দত্ত মহাশয়ার কাছে (সহকারী গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) তাঁদের উজ্জ্বল লেখনীর মাধ্যমে হরিনাথ দে কে আমাদের সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গ্রন্থাগার সহকর্মীকে, এই প্রকাশনাতে তারা তাদের মতো করে হরিনাথ দে কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

আমাদের বিশ্বাস এই উদ্যোগগুলির মাধ্যমে হরিনাথ দে - কে আমরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের সামনে কিছুটা হলেও তুলে ধরতে সক্ষম হবো । আমাদের তরফ থেকে এই বইটির প্রকাশও আচার্য্য হরিনাথ দে-র প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।
ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এটি প্রথম প্রকাশনা, তাই ভুল ত্রুটি মার্জনীয়।

বন্দনা বসু
গ্রন্থাগারিক , কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়
বারাসাত

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to thank our Honourable Chancellor Mr. Phalguni Mookhopadhayay for encouraging us to publish a book on such a legendary personality Professor Harinath De. It was our great honour that our Honourable Vice Chancellor Prof. Dr. Sankar Gangopadhyay has always extended his hands of cooperation. We would like to thank our Honourable Registrar of our University Ms. Mahua Pal for her immense support. It is our great privilege that Dr. Asitabha Das, Former University Librarian, Kalyani University; Dr. Partha Sarathi Das, Library & Information Officer, National Library, Ministry of Culture, Government of India; Dr. Anamika Das Assistant Professor of Library and Information Science, NSOU, Kolkata; Dr. Subal Chandra Biswas, Librarian, Dr. B. C. Roy Engineering College, Durgapur and former professor, DLIS, Burdwan University; and Dr. Swaguna Dutta, Asst. Librarian, Central Library, Jadavpur University, Kolkata, contributed their articles on Professor Harinath De. At the same time, we would like to thanks to all of our library staff for their contribution in this book.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় আচার্য্য ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়কে, যিনি আমাদের মহান ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক হরিনাথ দে-এর উপর এই বইটি প্রকাশ করতে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়কে, যিনি সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। আমরা মাননীয়

রেজিস্ট্রারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তার অপরিসীম সহযোগিতার জন্য। আমরা কৃতজ্ঞ যে ডঃ অসিতভা দাস (প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের), ডঃ পার্থ সারথি দাস (গ্রন্থাগার ও তথ্য কর্মকর্তা, জাতীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার), ড. সুবল চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় (গ্রন্থাগারিক, ড. বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর ও প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ অনামিকা দাস (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক, এন.এস.ও.ইউ, কলকাতা) এবং ডঃ স্বগুণা দত্ত (সহকারী গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)মহাশয়ার কাছে এই বইটিতে তাঁদের অবদানের জন্য। একই সাথে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের লাইব্রেরি কর্মীদের এই বইটিতে তাদের অবদানের জন্য ।

সূচিপত্র

ভাষার আকাশে ধ্রুবতারা হরিনাথ দে 1
ডঃ অসিতাভ দাশ

ভাষাগত বৈচিত্র্য, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, এবং গ্রন্থাগার কর্মী – একটি সাহিত্য পর্যালোচনা 10
ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস

জাতীয় গ্রন্থাগারের 'হরিনাথ দে সংগ্রহ' – একটি স্বর্ণখনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 34
ডঃ পার্থসারথী দাস, ডঃ স্বগুণা দত্ত

শিশু হরিনাথ থেকে আচার্য্য হরিনাথ দে ও মা এলোকেশী দেবীঃ একটি প্রতিবেদন 54
অন্বেষা বর্মন

দে ভবনের স্মৃতিতে হরিনাথ দে 66
কৌশিক দাস

শিক্ষক হরিনাথ দে 75
স্বপ্না বাগ

গ্রন্থাগারিক হরিনাথ দে, তাঁর রচনাসম্ভার এবং অমূল্য সংগ্রহ 83
মৌসুমী আদক, চৈতী ঘোষ

হরিনাথ দে ও লর্ড কার্জন 107
বিপ্লব কুমার চন্দ্র

হরিনাথ দের স্মৃতি বিজড়িত বাহির মির্জাপুর রোড : হরিনাথ দে রোডের ইতিবৃত্ত 110
সায়ন ব্যানার্জী

স্মৃতির অন্তরালে হরিনাথ দে ও তাঁর সৃষ্টি : একটি ডিজিটাল আর্কাইভের প্রস্তাবনা 116
সুব্রত ঘোষ, মৌমিতা পাল, সুজন বন্ধু চক্রবর্ত্তী

Harinath De: A Selective Bibliography on a Timeless legend 144
Dr. Partha Sarathi Das

Harinath De: A Linguistic Maestro's Enigma and the Secrets of Polyglot Language Mastery 174
Dr. Anamika Das

The Neglected Linguist: Uncovering the Multilingual Legacy of Harinath De 192
Sayan Sarkar

A Short Memoir of Harinath De Through the Lens of Published News Clippings 206
Poulami Talukder

Unveiling the Essence of Harinath De: A Comprehensive Human Portrait 212
Partha Sarkar, Rafiqul Ali

Harinath De: A Short Bio-Sketch of a Forgotten Librarian 229
Bandana Basu

ভাষার আকাশে ধ্রুবতারা হরিনাথ দে

অসিতাভ দাশ
প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

এলোকেশী দেবী নামে এক মহিলা ১৮৭৮ সালে তাঁর সন্তানকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য তার স্বামীর কর্মস্থানে যাওয়া। তখনকার দিনে দেশের সর্বত্র রেলগাড়ির অবাধ চলাচল ছিল না কলকাতা থেকে রায়পুর পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ পথ একাদিক্রমে গরুর গাড়িতে অতিক্রম করতে হতো। পথ ঘাটের অবস্থা তখনও খুব উন্নত না থাকায় ঠেলাগাড়ির আকৃতি বিশিষ্ট ছই দেওয়া শকটে কোনোরকমে দূর দেশে পাড়ি দিতে হতো। এলোকেশী দেবী তাঁর এক বছরের সন্তানকে নিয়ে তার আইনজীবী স্বামীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।

এই এক বছরের সন্তানের নাম হরিনাথ দে যিনি ভবিষ্যতে ভাষা জগতের বিস্ময়কর প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। জানা যায় হরিনাথকে নিয়ে মা এলোকেশী দেবীর সকল যাত্রার সঙ্গী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা, বিশ্বনাথ দত্ত ওই সময় কর্ম উপলক্ষে কিছুকাল রায়পুরে ছিলেন। ১৮৭৭ সালে ১২ই আগস্ট ২৪ পরগনা জেলার আড়িয়াদহ গ্রামে হরিনাথের জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হরিনাথের বাবা রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর মধ্যপ্রদেশের একজন বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন।

হরিনাথের শৈশব রায়পুরে অতিবাহিত হয়, পাঁচ বছর বয়সে তাঁর একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল ফলে তাঁর বাঁচার কোন সুযোগ ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। মায়ের কাছে তাঁর শিক্ষারম্ভ। মাথায় এলোকেশী দেবী একজন শিক্ষিত মহিলা হিসেবে গণ্য

হতেন। তিনি হিন্দি, মারাঠি, ইংরেজি ভাষা জানতেন। ব্যাংকের চিঠিপত্র তিনি নিজে লিখতেন। হরিনাথের ভাষাজ্ঞান অনুমান করা হয় মায়ের ভাষাগত নৈপুণ্যে তাঁর মধ্যে প্রোথিত হয়েছিল।

মায়ের কাছেই হরিনাথের হাতে খড়ি হয়েছিল। শোনা যায় সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম করার সময় তাঁর মা হরিনাথ কে বাংলা বর্ণমালার এক একটি করে অক্ষরগুলিকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলে অক্ষরগুলোকে চেনার পর এক টুকরো কাঠ কয়লা দিয়ে সারা বাড়ির মেঝে ও দেয়ালে সমস্ত অক্ষরগুলো লিখতে শুরু করেন। একদিন এই বাংলা অক্ষরগুলো চেনা হয়ে গিয়েছিল। অনুমান করা যায় হরিনাথের ভাষা প্রতিভার স্ফূরণ তখন থেকেই শুরু হয়েছিল।

রায়পুরের মিশন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা। ওই সময় তিনি বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে খুব সাফল্য লাভ না করলেও ছেলেবেলাতে ইংরেজি বাইবেলের এক হিন্দি তরজমা শুরু করেন। এফ.এ পরীক্ষায় সাফল্যের পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন।

১৮৯৬ সালে হরিনাথ এই কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় ল্যাটিন ও ইংরেজি অনার্সে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও চতুর্থ হন। ১৮৯৬ সালে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাটিনে এম.এ দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এই পরীক্ষায় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৮৯৭ সালে ২৩ শে জানুয়ারি হরিনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নে ইতালির কাব্য সাহিত্যের সেরা ফসল দান্তে আলিগিএরি ওপর এক গবেষণ গবেষণাপত্র পাঠ করেন ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে হরিনাথ ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন এবং এই বছরের ১৫ ই নভেম্বর এক বিশেষ ব্যবস্থায় ক্রাইস্ট কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রিকে এম .এ পরীক্ষা দেন ও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।১৮৯৮ সালে হরিনাথ ভারত সরকার প্রদত্ত স্কলারশিপ লাভ

করেন বাবার মনোবাসনা পূরণ করার জন্য হরিনাথ আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি। কিন্তু দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিয়ে সাফল্য লাভ করেন এবং তিনি সিংহলে যৌথ শাসন শাসনকর্তার পথ লাভ করেন কিন্তু তিনি ওই পদে যোগদান করেননি।

১৯০১ সালে হরিনাথ কেমব্রিজের দুরূহ পরীক্ষা মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ক্রাইস্ট কলেজে ছাত্রাবস্থায় অনেক আকাঙ্খিত সব পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৮৯৯ সালে তিনি ক্রাইস্ট কলেজের সিনিয়র স্কলার নির্বাচিত হন। ১৯০১ সালে হরিনাথ ইংরেজি সাহিত্যে নৈপুণ্যের জন্য স্কীট পুরস্কার লাভ করেন।

মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করার পর হরিনাথ ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি তাড়াতাড়ি স্বদেশে ফিরে দেশে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপক এর অভাব পূরণ করতে চাইলেন। ১৯০১ সালের ১ ডিসেম্বর আই. ই.এস (ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস)হয়ে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ঢাকা কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে এই নিয়োগ সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে হয়। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালীন ১৯০৪ সালে একবার লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে যান। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নানা কারণে কুখ্যাত হলেও তিনি একজন যথার্থ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। হরিনাথ সেই সময় ইবন বতুতার ‘বাংলাদেশের বিবরণ’ ও হাফিজের সুলতান গয়াসুদ্দিনের উদ্দেশ্যে একটি গীতিকবিতা (মূল আরবি ও পারসিক রচনাসহ) ইংরেজিতে অনুবাদ করে কার্জন কে উপহার দিয়েছিলেন। এই অনুবাদ পত্রের উৎসর্গপত্রটি ল্যাটিনে লেখেন।

ঢাকায় থাকার সময় ওখানকার নবাব সালিম উল্লাহ খান, ম্যাজিস্ট্রেট জে.টি রাংকিন অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ, অধ্যাপক

সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র প্রমুখ সুধী ব্যাক্তিদের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি হরিনাথ কলকাতা প্রেসিডেন্ট কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। প্রসঙ্গত: বলা যায় ১৯০১ সালে লন্ডনস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি বলতেন কলেজের অধ্যাপনা তার ভালো লাগেনা। ১৯০৬ সালে হরিনাথ দ্বিতীয়বার ইউরোপে যান। বর্ধমানের মহারাজা বিজয় কৃষ্ণ মহতাব ইউরোপে যাওয়ার সময় ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় একজন দক্ষ দোভাষীর তার প্রয়োজন হয়। মহারাজার অনুরোধে ইংরেজ সরকার হরিনাথকে এই কাজের দায়িত্ব দেন। ইউরোপ থেকে ফেরার পর হরিনাথ হুগলি কলেজের স্থানাপন্ন অধ্যক্ষের পদ ১৯০৬ সালের ৪ই নভেম্বর লাভ করেন।

ভারতের প্রধানতম গ্রন্থাগার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির প্রথম গ্রন্থাকারিক ছিলেন জন ম্যাকফারলেন। ১৯০২ সালে এই পদ লাভ করার পূর্বে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহকারী গ্রন্থাকারিক ছিলেন। ১৯০৬ সালে তাঁর আকস্মিক জীবনাবসানে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাকারিক পদ শূন্য হয়। হরিনাথের অধ্যাপনা পথ তার মনোমত না হওয়ায় এই বছরের ১৯০৬ সালের ২৪ সে ডিসেম্বর হরিনাথ এই পদলাভের আশায় আবেদন করেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর আবেদনপত্র মনোনীত হয়। ১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি এই পদে নিযুক্ত হন। তাঁর এই পদলাভের কথা শুনে ইংল্যান্ড থেকে লর্ড কার্জন হরিনাথকে এক অভিনন্দনপত্রে জানান "you are the right man in the right place."

গ্রন্থাগারিক হওয়ার বছরে হরিনাথ আরবি ভাষাতে ডিগ্রী অফ অনার পরীক্ষা দেন। তিনি এই পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ভারত সরকারের ৫০০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এই পরীক্ষা যথেষ্ট কঠিন ছিল। ভাষা বিজ্ঞানের পরিচয় জানার পদ্ধতি ছিল মোক্তাবিহীন

আরবি লেখা পড়তে দেওয়া। আরবি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন মোক্তা ছাড়া আরবি পড়া কত কঠিন।

এই সময় হরিনাথ বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্মতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালের ১৭ই এপ্রিল হরিনাথ কলকাতা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। আগ্রার তাজমহল সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মানুষের আগ্রহের সীমা নেই। ১৯০৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটিতে হরিনাথ "The Builders of the Taj" নামে এক উল্লেখযোগ্য গবেষণা পত্র পাঠ করেন।The Hindustan Review-তে ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত যদুনাথ সরকারের লেখা একটি মূল্যবান রচনা হরিনাথকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করে। পরবর্তীকালে হরিনাথের এক বন্ধু তাকে দুইটি পারসিক ও একটি উর্দু পান্ডুলিপি দেখান যাতে মমতাজের জীবন ও তাজমহল সম্পর্কে অনেক তথ্য অনেক তথ্য ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পান্ডুলিপি গুলোর উপর ভিত্তি করে ও নানা জানা-অজানা তথ্যকে একত্রিত করে গবেষণামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে তাজমহল সম্পর্কে এক চির উপেক্ষিত দিক আলোকপাত করেন।

বিশেষ করে এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি ছিল তাজমহল নির্মাণের মেহনতী মানুষ সম্পর্কে তাদের ভূমিকা। তাজ নির্মাণে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরদের সংখ্যা তাদের কর্মরত দিনের হিসাব, মজুরি এইসব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের বিবরণ হরিনাথের রচনায় পাওয়া যায়। তাজমহল নির্মাণের নানাবিধ উপকরণ সম্বন্ধে তথ্যাদি এখানে পাওয়া যায়। যেমন তাজমহলের গায়ে যেসব জহরত খোদাই করা আছে, তাদের নাম, ওজন ইত্যাদির এক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী আমরা দেখতে পাই। হরিনাথের এই গবেষণাপত্রটি থেকে আমরা জানতে পারি তাজমহল তৈরি করতে ৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০২৬ টাকা ৭ আনা খরচ পড়েছিল।

কিন্তু সব সময় জীবন একভাবে চলে না। হরিনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। হরিনাথের চারিত্রিক দিক আলোচনা করলে দেখা যাবে

তাঁর মহানুভবতার কথা শোনা যায় একবার তাঁর কাছে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সাহায্যের আশায় আসেন। তার অত টাকা নিজের কাছে নেই কিন্তু তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে ওইদিনই তাঁর বেতন বাবদ ১২ শত টাকার চেক পেয়েছেন। তিনি নিজের কথা চিন্তা না করে ওই ভদ্রলোকের হাতে চেকটি তুলে দেন। এইরকম অনেকবার চিন্তা না করে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বিপদগ্রস্ত মানুষের হাতে টাকা তুলে দিয়েছেন। ব্যক্তি বিশেষে টাকা দান করা ছাড়াও অনেক সভাসমিতিতে ও ছাত্রদের যথেষ্ট দান করতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাক্ষেত্রে পরম পুরোধা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একদা হরিনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু নানাবিধ কারণে হরিনাথের উপর আশুতোষ রুষ্ট হয়ে পড়েন। হরিনাথ ও বিরোধের বিচিত্র কারণ আজও নির্ণিত হয়নি। যদিও এটা অস্বীকার করা যায় না হরিনাথের অনেক অপরিণত ও সংযমহীন দিক ছিল। এই ব্যাপারে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা ভাষাচার্য হরিনাথ দে (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে দেখতে পাই "হরিনাথ যখন গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়কেই তাঁর কর্মকেন্দ্র করে দেশের শিক্ষাবিস্তারের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর এই শিক্ষাবিস্তারের প্রকল্প বিদেশি শাসকশ্রেণী সুনজরে দেখেননি। এবং শিক্ষা বিস্তারে রোধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টিতও ছিলেন। সিনেট ও সিন্ডিকেটে প্রভুস্বার্থের প্রবল বাধা অতিক্রম করে, অনেকসময় সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে আশুতোষকে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মক সভাসমিতিতে সেজন্য তিনি চাইতে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। শুধু বিরোধিতা নয় কেউ সমর্থন না করলেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তার স্বভাবেও যোদ্ধাসুলভ এই মনোভাব ছিল।

হরিনাথ সিনেট ও সিন্ডিকেটের এক বিশিষ্ট সদস্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তখন তাঁর যে আসন তাতে কোন প্রস্তাবে তার সমর্থন করা না করার গুরুত্ব অনেকখানি। তিনি অনেক সময় আশুতোষের পক্ষে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু প্রত্যেক মিটিংয়ে সরকারি দলের বিরুদ্ধে আশুতোষের পক্ষে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি Covenanted Service -র সরকারি চাকুরে। সরকারের মুখপাত্রের বিপক্ষে আশুতোষের জোটের মধ্যে তিনি কি করে সর্বদা যান? কিন্তু আশুতোষ তাঁর অসুবিধার কথা বুঝতে চাইতেন না। তাছাড়া এমন কোন প্রসঙ্গ আসত যা ঠিক আদর্শগত নয়, দলগত ব্যাপার। হরিনাথের স্বাধীনচেতা স্বভাব প্রত্যেক বিষয়ে আশুতোষকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারত না। হরিনাথের একান্ত অনুগত না হওয়া, কর্তৃত্বপরায়ণ আশুতোষের কাজে অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হলো।

তাঁর বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ- হরিনাথের সম্মাননায় কাতর কয়েকটি নিন্দুকের অবিশ্রান্ত মন্তব্য। হরিনাথের প্রতি হিংসার্ত ও আশুতোষের স্তাবক কয়েকজন হীনমন্য লোক হরিনাথ সম্পর্কে অসন্তুষ্ট মতিগতির সুযোগ বুঝে তার কাছে হরিনাথের নামে কুৎসা প্রচার করতেন এবং আশুতোষ সেসব কথায় কর্ণপাত ও বিশ্বাস করত।

শুনলে ঘৃণার উদ্বেগ হবে, হরিনাথের চরিত্র নিয়ে এমন ইতর রটনা করত তারা। তিনি থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন এবং কখনো কখনো গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল প্রমুখের নাটক দেখতে যেতেন। তারা প্রচার করতেন অমুক বিখ্যাত অভিনেত্রী তাঁর রক্ষিতা। আশুতোষ এই সমস্ত কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করে নেওয়ার আগে, নিরপেক্ষ সূত্রে অপবাদের সত্যতা বিচার করতেন না।

ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির গভর্নিং বডির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন আশুতোষ। সেই পদাধিকারের সুযোগ হরিনাথকে অপদস্ত করার উপায় সন্ধান করতে লাগলেন তিনি। সে কাজ কঠিন হলো না।

হরিনাথ দু-একটি অযোগ্য অসৎ লোককে লাইব্রেরিতে চাকরি দিয়েছিলেন। তাদের অভাব ও অনটনের কথা শুনে হরিনার চাকরিতে নিয়োগ করেছিলেন, তারাই গোপনে শত্রু পক্ষে যোগ দিয়ে হরিনাথের বিরুদ্ধাচারণ করতে লাগলেন।

১৯১১ সালে ১৫ই আগস্ট হরিনাথ হঠাৎ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। তিন চার দিন পর তিনি হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ লে: কর্নেল জে.টি ক্যালভার্ট, ড: নীলরতন সরকার, ডক্টর প্রাণধন বসু, ডক্টর হরিনাথ ঘোষ প্রমুখ চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ১৫-১৬ দিন নির্মম ব্যাধির আক্রমণের কাছে পরাস্ত হয়ে ৩০ শে আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি থেকে আকস্মিক হরিনাথের অপসারণ অনেকে মনে করেন আশুতোষের অসন্তুষ্টি অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু দেখা যায় আশুতোষ এক সময় প্রচন্ড গুণগ্রাহী ছিলেন। হরিনাথ ও আশুতোষ এর মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের সংবাদ শোনা যায় কিন্তু কোনটা সত্যিই জানা যায় না।

আজীবন বিদ্যানুরাগী হরিনাথের জীবনের একটি প্রধান শখ ছিল পুস্তক সংগ্রহ। শুধু পুস্তক সংগ্রহ করে থেমে থাকতেন না। অনেক সুহৃদজনকে মূল্যবান সব পুস্তক উপহার দিতেন। কলকাতার পুরনো বইয়ের দোকান থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের নামকরা পুস্তকের দোকানগুলি তাঁকে পুস্তক সরবরাহ করতো। তিনি কলকাতার পুরনো বইয়ের দোকানগুলিতে পুস্তক সংগ্রহের জন্য নিজেই ঘুরে বেড়াতেন। এইভাবে পুরনো বইয়ের দোকানে খোঁজ করার সময় একটি বইয়ের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস এর লেখা একটি চিঠি আবিষ্কার করেন। তিনি এই চিঠিখানা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে উপহার দিয়েছিলেন। কেমব্রিজ থেকে ফেরার সময় হরিনাথ বহু মূল্যবান গ্রন্থ নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড থেকে ফেরার সময় বহু বই সঙ্গে এনেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর মহামূল্য পুস্তক সংগ্রহশালা সামান্য মূল্যে বিক্রি হয়ে যায়।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে আরবি ভাষার ব্যাকরণ, তিব্বতি ভাষার অভিধান এবং তিনটি ভাষার উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন। বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে তিনি 'নির্বাণব্যাখ্যানিশাস্ত্রম এবং লঙ্কাবতরসূত্র' সম্পাদনা করেছিলেন। ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রথম পথিকৃৎ ইউরোপের ২০টি ও ভারতবর্ষের ১৪ টি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন-

"আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা,
আজ শ্মশানে পড়ছে ঝরে উল্কাতরল জ্বালার মালা
যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা
যাচ্ছে পুড়ে, নতুন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।"

মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ভাষাজ্ঞানের ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা হরিনাথ দে সমাজের প্রতি নীরব অভিমানে এই জগত থেকে বিদায় নিলেন।

ভাষাগত বৈচিত্র্য, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, এবং গ্রন্থাগার কর্মী - একটি সাহিত্য পর্যালোচনা

ডঃ সুবল চন্দ্র বিশ্বাস

গ্রন্থাগারিক, ডঃ বি. সি. রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর – ৭১৩২০৬, পশ্চিমবঙ্গ

(প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

E-mail: scbiswas_56@yahoo.co.in

সংক্ষিপ্তসার : *ভাষা হল যোগাযোগের একটি মাধ্যম যা তথ্য, ধারণা এবং অনুভূতিকে এক ব্যক্তি থেকে অন্যের কাছে স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। ভাষা ব্যবহার করে, মানুষ তাদের জ্ঞান বিকাশ করতে পারে এবং কোনকিছু সম্পর্কে জানতে পারে। একাধিক ভাষায় যোগাযোগ করার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে যারা বেশিরভাগই একক বা দ্বি-ভাষী। এই গ্রহে হাজার হাজার ভাষা ব্যবহার করা হয়, সেখানে এমন কিছু সমাজ আছে যাদের অধিবাসীরা একাধিক ভাষা ব্যবহার করে। এই গবেষণাপত্রটিতে গ্রন্থাগারসমূহে একটি বিশেষ ধরণের ভাষার অনুশীলন হিসাবে বহুভাষিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্পর্কে কথোপকথনে এর সক্রিয় বিবেচনার জন্য যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুভাষিক জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ একাধিক ভাষার অস্তিত্ব এবং ব্যবহার গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রাসঙ্গিক, এবং গ্রন্থাগারগুলি তাদের পরিবেশে বহুভাষিকতাকে যে পরিমাণে গ্রহণ করে তা প্রভাবিত করবে কিভাবে বহুভাষিক জনগোষ্ঠী গ্রন্থাগারের সংগ্রহসমূহ অভিগম এবং ব্যবহার করবে। গবেষণাপত্রটিতে গ্রন্থাগারগুলিতে বহুভাষিকতা সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এই সাহিত্যকে একত্রিত করার উপায় হিসাবে, গ্রন্থাগারের বহুভাষিকতার পরিধি বর্ণনা করতে এবং বহুভাষিক সমর্থনকে উৎসাহিত করার উপায় হিসাবে অভিগম্যতা এবং বৈচিত্র্যের সবিশেষ ভাষাগত ধারণার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, এতে তথ্যের অভিগম্যতার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অন্বেষণ করা হয়েছে।*

মুখ্যশব্দ : ভাষাগত বৈচিত্র্য, বহুভাষিকতা, গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারে অভিগম্যতা, সাহিত্য পর্যালোচনা

Abstract: *Language is a means of communication that is used to transfer information, ideas, and feelings from one person to*

another. By using language, people can develop their knowledge and know about something. Persons having the ability to communicate in more than one language have an edge over others who are mostly mono or bi-lingual. Thousands of languages are used on this planet including some societies where people use more than one language. This paper focuses on multilingualism as a particular kind of language practice in libraries and argues for its active consideration in conversations about library service. The existence and usage of multiple languages are increasingly relevant to libraries given the rise of multilingual populations and globalization processes in many regions, and the extent to which libraries accommodate multilingualism in their environments will affect how multilingual populations access and use library resources. The paper reviews the literature on multilingualism in libraries and suggests specifically linguistic conceptualizations of access and diversity as ways to unify this literature, describe the extent of library multilingualism, and encourage multilingual support. In particular, it explores the role of linguistically diverse staff as a means of mediating access to information.

Keywords: *Linguistic diversity, Multilingualism, Libraries, Library and Information Science, Library staff, Library access, Literature review.*

প্রস্তাবনা

মানুষ সামাজিক প্রাণী। তাই মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে বাস করে। অপরের সাথে ভাব বিনিময় করার মাধ্যমই হ'ল ভাষা। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ভাষা মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম। ভাষাবিদরা একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. "মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

২. "... মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।" (সুকুমার সেন)

৩. "মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি-সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা।" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ১৯৬টি দেশে ৭১১৭টি ভাষায় কথা বলা হয়। (Languages of the world, 2023) বিশ্বের অন্যতম একটি ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় দেশ হিসাবে আমাদের দেশ ভারতেও মোট ৭৮০টি ভাষা আছে, যা কিনা সংখ্যার বিচারে বিশ্বে দ্বিতীয় (প্রথম, পাপুয়া নিউগিনি)[ক]। ভারতীয় বহুভাষিকতার জন্ম অতি প্রাচীনকালে, যখন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে অভিবাসনের ফলে জাতিগত গোষ্ঠী এবং জাতি সমূহ একে অপরের সংস্পর্শে আসে। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং সামাজিক পুনর্গঠন হয়তো এর বৃদ্ধিতে কিছু অবদান রেখেছে, তবুও প্রাচীনতম নথিবদ্ধ ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ভারতে বহুভাষিকতা মূলত চারটি ভাষা পরিবারের (ইন্দো-আরিয়ান, দ্রাবিড়িয়ান, অস্ট্রোএশিয়াটিক এবং সাইনো-টিবেটান) মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফল। বহু ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি, এবং ধর্মের সহাবস্থান ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলকথা। (Sharma, 2001)

মানুষের যোগাযোগের বেশির ভাগটার মাধ্যম হিসাবে ভাষা যেমন সামাজিক অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য, তেমনই আবার তা ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা, স্নায়ুবিজ্ঞান, ও দর্শনের মতো ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের বিষয়। বাস্তবে ভাষা মানুষকে অবহিতকরণ, বিনোদন, শিক্ষণ, এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ বা

বর্জনের কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে আকার দেয় এবং শক্তি গতিবিদ্যাকে[খ] (power dynamics) প্রভাবিত করে। সেইসব সংগঠন যারা ভাষাগত সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং তৎসংক্রান্ত মিথস্ক্রিয়াকে (interaction) আতিথেয়তা প্রদান করে, তাদের মধ্যে গ্রন্থাগারসমূহে একটি অত্যন্ত ভাষাগত পরিসর বিরাজমান, যেখানকার ভাষা নীতি এবং ব্যবহার জনগণের তথ্যের প্রয়োজন পূরণকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

নিবন্ধের উদ্দেশ্য

সমগ্র বিশ্বে যেমন কয়েক সহস্র ভাষা প্রচলিত আছে, তেমনই বেশ কিছু সমাজের বা অঞ্চলের অধিবাসীরা একাধিক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, বেলজিয়াম, কানাডা, আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ক্যামেরুন, ইত্যাদি দেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত দুটি ভাষা হওয়ার কারণে সেখানকার অধিবাসীদের উভয় ভাষাতেই রপ্ত হতে হয়। একটি সূত্র অনুসারে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ নাগরিক কমপক্ষে দুইটি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত। (Urvoy, 2023) আবার সমাজে কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা দুইয়ের বেশি ভাষা ব্যবহারে দক্ষ। ভাষা ব্যবহারের দক্ষতার নিরিখে আমরা মানুষকে একভাষী (monolingual), দ্বিভাষী (bilingual), বা বহুভাষী (monolingual) বলে চিহ্নিত করে থাকি। তবে এই শ্রেণি বিভাজনের বাইরেও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সচেতনভাবে অনেকগুলি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। তাঁদেরকে আমরা বহুভাষাবিদ (polyglot) বলে থাকি। বহুভাষাবিদ হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করেছেন। যদিও 'বহুভাষাবিদ' শব্দটি 'বহুভাষী'র প্রতিশব্দ, তবুও এটি এমন একজন ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়েছে যিনি শখ হিসাবে অতিরিক্ত ভাষা শিখেছেন। বহুভাষাবিদ ভাষা শেখার জন্য ভাষা শেখেন। বিপরীতে, বহুভাষী শব্দটি সাধারণত এমন একজন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যিনি দুটির বেশি ভাষা বলেন এবং

দৈনন্দিন জীবনে সেগুলি ব্যবহার করেন। উইকিপিডিয়ার একটি নিবন্ধে বিশ্বের বেশ কিছু বহুভাষাবিদের তালিকা এবং সক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। (List of polyglots, 2023) সেখানে বেশ কয়েকজন ভারতীয়ের নাম উল্লেখ আছে, যেমন শ্রী অরবিন্দ, লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিমহা রাও, চলচ্চিত্রাভিনেতা কমল হাসান, গায়ক পি. বি. শ্রীনিবাস, ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেখানে অনুপস্থিত প্রখ্যাত বহুভাষাবিদ আচার্য হরিনাথ দে'র নাম। অথচ, এই উইকিপিডিয়াতেই Harinath De শীর্ষক নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে "Harinath De (12 August 1877— 30 August 1911) was an Indian historian, scholar and a polyglot, who later became the first Indian librarian of the National Library of India (then Imperial Library) from 1907 to 1911. In a life span of thirty four years, he learned 34 languages." (Harinath De, 2023) নিবন্ধের ডানপার্শ্বে বক্সের মধ্যে আচার্য হরিনাথ দে'র পেশা হিসাবে বলা হয়েছে – শিক্ষাবিদ, গ্রন্থাগারিক, এবং বহুভাষাবিদ। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে শিক্ষাবিদ এবং বহুভাষাবিদ রূপে তাঁর অবদান সম্পর্কে কিছু তথ্য থাকলেও, গ্রন্থাগারিকরূপে তাঁর অবদান মাত্র এই একটি বাক্যেই সীমিত -- "He was appointed the second librarian and first Indian librarian of the Imperial Library, after the death of John Macfarlane, who was previously Assistant Librarian of the British Museum, London, who was the first librarian of the newly merged Imperial Library." এমনকী, ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইটেও গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হরিনাথ দে'র সম্পর্কে বরাদ্দ একটি মাত্র বাক্য – "After his (John Macfarlane) death, the polyglot scholar Harinath De took over the charge of the library."

(National Library of India, 2022) পরাধীন ভারতে জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় এবং প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিকরূপে হরিনাথ দে'র নির্বাচন নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এটা তাঁর মেধা, পাণ্ডিত্য, গ্রহণযোগ্যতা, এবং কর্মকুশলতার পরিচায়ক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর এই কাজের বিশেষ খতিয়ান পাওয়া যায় না। হয়তো জাতীয় গ্রন্থাগারের পুরনো ফাইল ও নথিতে বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে গচ্ছিত ব্যক্তিগত দিনলিপিসহ অন্যান্য কাগজপত্রে তাঁর কাজের বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। যাইহোক, আচার্য হরিনাথ দে'র মতো একজন অসামান্য পণ্ডিত মানুষ যে জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন, তা সকল গ্রন্থাগার পেশাজীবি মানুষের কাছে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। আমি আমার এই নিবন্ধটি এই প্রাতস্মরণীয় মানুষটিকে উৎসর্গ করলাম।

বর্তমান নিবন্ধে গ্রন্থাগারে বহুভাষিকতাকে (multilingualism) এক বিশেষ ধরনের ভাষা প্রয়োগ উদ্যোগরূপে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত কথোপকথনে এর সক্রিয় বিবেচনার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদের মতো বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশে তো বটেই, এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুভাষিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এবং বিশ্বায়নের বৃদ্ধির ফলে একাধিক ভাষার অস্তিত্ব এবং ব্যবহার গ্রন্থাগারগুলিতে আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। গ্রন্থাগারগুলি তাদের পরিসরে বহুভাষিকতাকে কতখানি স্থান দেবে, তার উপর নির্ভর করবে বহুভাষী জনগণ কর্তৃক গ্রন্থাগার সম্পদের অভিগম্যতা (access) এবং ব্যবহার। এই নিবন্ধে গ্রন্থাগারে বহুভাষিকতা, ভাষাগত ধারণায়নের অভিগম্যতা ও বৈচিত্র্য এই সাহিত্যকে কীভাবে একীভূত করবে সে ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান, গ্রন্থাগারে বহুভাষিকতার ব্যাপ্তির বিবরণ, এবং

বহুভাষিক সহায়তাকে উৎসাহদান সম্পর্কিত সাহিত্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বহুভাষিকতা কী?

বহুভাষিকতা বলতে দুইয়ের বেশি ভাষার দক্ষ প্রয়োগের ক্ষমতাকে বোঝায়। কোন একজন ব্যক্তি দুই বা তার বেশি ভাষায় কথা বলতে ও বুঝতে সক্ষম হলে সেই ঘটনাকে বহুভাষিকতা বলে। ঐ ব্যক্তিটিকে বহুভাষী বলে। বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ বহুভাষী। বিশ্বায়ন আর বৈশ্বয়িক সাংস্কৃতির প্রয়োজনে বহুভাষিকতা ক্রমেই একটি সামাজিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে বহুভাষিকতা সম্পর্কিত সাহিত্যের অধিকাংশটাই কোন একটি প্রদত্ত ভাষায় অভিগম্যতার উপর ব্যক্ত বা অন্তর্নিহিত আলোকপাত বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অভিগম্যতাকে লক্ষ্য করে বহুভাষিক কাজকর্মের বিভিন্ন রূপ আলোচিত হয়েছে, যেমন চ্যাট (chat) অনুলয় পরিষেবা (Cichanowicz & Chen, 2004), ডিজিটাল গ্রন্থাগার (Clough, & Eleta, 2010; Vassilakaki & Garoufallou, 2013; Wu & Chen, 2022), তথ্য উদ্ধার (Valentine, 2008; Nzomo, Ajiferuke, Vaughan, & McKenzie, 2016; Kushwah & Singh, 2022), সূচিকরণ (Riva, 2022), পাঠক উপদেশক পরিষেবা (Hall-Ellis, 2008; Bolick, 2015), এবং সংগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে (Dilevko & Dali, 2002; Musgrave et al., 2019)। এই সকল প্রবন্ধে ভাষাকে অভিগম্যতার পথে একটি অন্তরায় রূপে গণ্য করা হলেও, তা খুব একটা পদ্ধতিগতভাবে করা হয়নি, এবং বহুভাষিকতাও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল না। 'বহুভাষিকতা'র উল্লেখ থাকলেও, প্রায়শই তাকে 'বহুসাংস্কৃতিক' (e.g. Smallwood & Becnel, 2013) এবং 'অভিবাসী'র (e.g. Cuban, 2007) ন্যায় শীর্ষকের অধীনে রাখা

হয়েছে। যেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হলেও, ভাষার গতিবিদ্যার আলোচনায় কিন্তু তা অবিশ্লেষিত থেকে যেতে পারে। সাধারণভাবে, এইসব সাহিত্যে গ্রন্থাগার পরিষেবার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বহুভাষিকতার ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়ার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যে সকল গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছে ইংরেজি একটি অতিরিক্ত ভাষা, তাদের সঙ্গে কাজকর্মভিত্তিক যোগাযোগ সংক্রান্ত আলোচনাসমূহের (e.g. Bordonaro, 2013; Carlyle, 2013) চেয়ে উপরোক্ত সংকীর্ণ আলোকপাত এবং এই প্রবন্ধগুলির একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্নতা, খুব একটা দূরে নেই।

এই ধরনের ভাগগুলি একটি পটভূমিকে প্রতিফলিত করে, যাকে অ্যান্ডারসন (Andersen, 2008) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে প্রভাবশালী "কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনাগত আলোচনা" (technical and managerial discourse) বলে বর্ণনা করেছেন। এই আলোচনার বস্তুগত দৃষ্টিকোণ যা একটি প্রপঞ্চকে (phenomena) বর্ণনা এবং পরিমাপ করে, সমস্যার সমাধান করার কলাকৌশল এবং পদ্ধতির যোগান দেয়, কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের বৃহত্তর প্রসঙ্গ এবং বিষয়ের সাথে সংযোগ করতে ব্যর্থ হয়, সেটিকে অ্যান্ডারসন বর্ণনা করেছেন। ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে এই সংযোগ বিচ্ছিন্নতার অর্থ হলো বহুভাষিক কাজের বিবরণ এবং কেস স্টাডির উপর বেশি, এবং ভাষা মতাদর্শ বা গ্রন্থাগারে শক্তি কাঠামোর উপর তুলনামূলকভাবে কম সময় ব্যয় করা। যদিও, উপরিল্লিখিত লেখকদের অনেকেই প্রধানত ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি এবং ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা মেটানো নিয়ে কাজ করেছেন। 'তাঁরা যা চান, তাই দিন,' এইজাতীয় বহুভাষিক পরিষেবা দেওয়ার পন্থা গ্রন্থাগারে নব্যউদারবাদী মতাদর্শেরই প্রতিধ্বনি করে। (Buschman, 2003, 2012) এমনকি পাঠকের একমাত্র ব্যক্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও, ভাষার প্রতিবন্ধকতার কারণে

ব্যবহারকারী এবং অব্যবহারকারী উভয়েই যেমন তাদের চাহিদা এবং প্রয়োজন ব্যক্ত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, ঠিক একইভাবে সাংগঠনিক সামর্থ্যের অভাবে গ্রন্থাগারও তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে বাধার মুখোমুখি হতে পারে। যদিও, এটাও সত্যি যে ভাষা অভিগম্যতার সমস্যার সাথে ক্ষমতা, প্রভাব, এবং মতাদর্শের বিস্তারিত কাঠামো (যা কিনা নব্যউদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে অবিশ্লেষিত থেকে গেছে) সুগভীরভাবে যুক্ত। (Henninger, 2020) এই কারণে, উপরোক্ত ব্যবহারিক বিবরণ এবং কার্যাবলিকে, গ্রন্থাগারে বহুভাষিকতার বিস্তৃত বিবেচনার ভিত্তিতে পরিপূরিত এবং সুবিবেচিত হতে হবে। এইজাতীয় বিবেচনা ব্যতিরেকে 'কেবলমাত্র-ইংরেজি' মতাদর্শের ন্যায় পদ্ধতিগত প্রপঞ্চ এবং ভাষাজনিত বৈষম্যের (e.g. Skutnabb-Kangas, Phillipson, & Rannut, 1995; Lippi-Green, 2012; Wiley, 2014) প্রভাব গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে অনামা এবং অলক্ষিত থেকে যাবে।

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ভাষাগত অভিগম্যতা সংক্রান্ত রচনাসমূহকে একদিকে একে অপরের সাথে এবং অপরদিকে বিস্তারিত মতাদর্শ ও প্রসঙ্গের সাথে ভাষাগত বৈচিত্র্যের ধারণার মাধ্যমে একত্রিত করা যেতে পারে। পিলার (Piller, 2016) প্রথমে ভাষাগত বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে, "ভাষাগত পার্থক্য যা কিনা সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক।" আবার তিনি বলেছেন "যে অনন্য উপায়ে আমরা প্রত্যেকে আমাদের হাতে থাকা ভাষাগত সম্পদসমূহকে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করি।" এটা করতে গিয়ে পিলার বৈচিত্র্য বলতে শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষার সমাহার যাদের সীমানা অস্পষ্ট বা যথেচ্ছ, এবং ভাষা গোষ্ঠীসমূহ তথা ভাষাসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য বোঝায় এইজাতীয় অতিসরলীকরণ পরিত্যাগ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর আমেরিকান ইংরেজির মিডল্যান্ডস উপভাষা এবং আফ্রিকান-আমেরিকান ইংরেজি, উভয়েই ইংরেজি ভাষার প্রকারভেদ হলেও একে অপরের থেকে যথেষ্ট বিশেষাধিকার প্রাপ্ত।

ভাষাগত বৈচিত্র্য গ্রন্থাগার অভিগম্যতার ক্ষেত্রে এই কারণেই প্রাসঙ্গিক যে একটি প্রদত্ত ভাষায় তথ্য পেতে গেলে তথ্যান্বেষণ প্রক্রিয়ার কোন এক পর্যায়ে উক্ত ভাষার দক্ষতা প্রয়োজন। যখন বিভিন্ন ভাষা বা ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন পথ থাকে, তখন আমাদের সেই পরিবেশে উপস্থিত ভাষাগুলির বৈচিত্র্যকে গণ্য করা উচিত। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই কাজটি তার পরিষেবা এলাকায় হাজির ভাষাসমূহের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিফলনকে বোঝায়। এটা সুস্পষ্ট যে ভাষাগত প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত থাকলে তা অভিগম্যতার পথে অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে। যেমন, একজন ব্যক্তি যার প্রথম কথ্য ভাষা স্প্যানিশ, তিনি স্প্যানিশ ভাষার ডিভিডি (DVD) খুঁজে পেতে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন অথবা সেটি গ্রন্থাগারে আছে এই তথ্য তাঁর জানা থাকলেও গ্রন্থাগার কর্মী, প্রদর্শক চিহ্ন (signage), বা গ্রন্থাগার সূচির ন্যায় মধ্যস্থতাকারীসমূহ যদি স্প্যানিশ ভাষা বর্জিত হয়। সমাজে একাধিক ভাষা এবং তাদের প্রয়োগ উপস্থিত থাকলেও, জাতি, লিঙ্গ, এবং জাতীয়তার ন্যায় ধারণাসমূহের সাপেক্ষে ভাষাকে সাধারণভাবে একটি পার্থক্য সৃষ্টিকারী বৈচিত্র্যরূপে দেখা হয় না।

সত্যি কথা বলতে কী, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ভাষা এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কিত রচনা খুবই কম এবং বিরল। কুপার (Cooper, 2008) ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি মূল অংশ রূপে গ্রহণ করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড প্রদেশে তার চর্চার উদ্দেশ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বর্ণনা দিয়েছেন। রেজনোওস্কি (Reznowski, 2009) ভাষাগত বৈচিত্র্যকে রক্ষা এবং লালনপালন করার লড়াইয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে একজন সক্রিয় অংশীদারের রূপ দিয়েছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র-ইংরেজি মতাদর্শের বিরুদ্ধে গ্রন্থাগারগুলির কাজ করা উচিত বলে মতপ্রকাশ করেছেন। পাগানেল্লি এবং হিউস্টন (Paganelli and Houston, 2013) এবং লাই (Ly, 2018) নির্দিষ্ট বহুভাষিক সংগ্রহসমূহের তুলনায় সেইসকল ভাষার সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সাংখ্যিক

বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করেছেন এবং প্রদত্ত সংগ্রহসমূহে তাদের ব্যবহারকারীদের ভাষার স্বল্পপ্রতিনিধিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। উপরোক্ত সবকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভাষাগত বৈচিত্র্যের সাথে পণ্য ও পরিষেবার (বিশেষত গ্রন্থাগার সংগ্রহের) অভিগম্যতা ঘনিষ্টভাবে জড়িত।

গ্রন্থাগার পেশাজীবি সংগঠনগুলির সুপারিশসমূহেও বহুভাষিকতার সাথে অভিগম্যতা এবং বৈচিত্র্যের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। যেমন আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েশান (American Library Association, 2004)-এর মতে, সমাভিগম্যতার (equal access) নীতিসমূহ এই পরামর্শই দেয় যে যদি গ্রন্থাগার ইংরেজিতে পরিষেবা প্রদান করে এবং তার পরিষেব্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্য ভাষাভাষী মানুষ থাকে, তাহলে সেইসকল ভাষাতেও পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এএলএ (ALA)-র রেফারেন্স এন্ড ইউজার সার্ভিস অ্যাসোশিয়েশান (RUSA) (American Library Association, 2007) ব্যবকারকারীদের তাদের পছন্দের ভাষায় পরিষেবা প্রদানের বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন এবং বহুভাষিকতাকে গ্রন্থাগার পরিষেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে গণ্য করতে বলেছেন। যদিও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গের চেয়ে মূল্যায়ন এবং দক্ষতার ভাষায় বেশি গুরুত্ব প্রদত্ত হয়েছে, তবুও রুসা'র নির্দেশিকাতে গ্রন্থাগারে ভাষার সমস্যার নিয়মমাফিক অনুসন্ধান করার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগার পরিষেবার কথাও বলা হয়েছে। এএলএ'র নির্দেশিকার পরিপূরক ইফলা/ইউনেস্কো ম্যানিফেস্টো (IFLA & UNESCO, 2012)-তেও সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগার ব্যবহার ও অভিগম্যতা দেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপটে দেওয়া পরিষেবার ক্ষেত্রে সবধরনের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে পরিষেবা প্রদানের সংস্থান থাকা উচিত এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা যোগানের লক্ষ্য বিশেষ রূপে

সীমিত-সুবিধা উপভোগকারী সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত গোষ্ঠীগুলি হওয়া উচিত।" সুতরাং, বহুভাষিকতাকে সমর্থন করা যেখানে এটি বিদ্যমান সেখানে সমাভিগম্যতা নিশ্চিত করার একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, জলবায়ুগত, জাতিগত, এবং ধার্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৈচিত্র্যময় দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। মার্কিন জনগণনা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়িতে ইংরেজি ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬.৭ কোটি। ইংরেজি ব্যতীত প্রধান চারটি ভাষা হলো স্প্যানিশ, চীনা, ভিয়েতনামী, এবং তাগালোগ (অস্ট্রোনেশীয় ভাষা)। যেসব গ্রন্থাগার কর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠান, গ্রন্থাদির সংগ্রহ, এবং সমৃদ্ধকরণ সুযোগের মাধ্যমে বহুভাষিক পৃষ্ঠপোষকদের পরিষেবা প্রদান করে থাকেন তাঁদের সহায়তা করার জন্য এএলএ একটি সাম্প্রতিক নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। (American Library Association, 2021) এতে বহুভাষী মানুষদের সাথে যুক্ত হওয়ার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং জনগ্রন্থাগারে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষায় কথা বলা মানুষদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য দশ দফা সুপারিশ করা হয়েছে -- যথা, দ্বিভাষিক গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ করা, প্রত্যেকটি ব্যক্তির সাথে তার পছন্দের ভাষায় কথা বলা, জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষাকে সকল পরিষেবার মাধ্যম করা, যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রাপ্ত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও অনুষ্ঠানগুলিকে উদ্‌যাপন করা, ইত্যাদি।

যদিও, এইসব আহ্বানের কতখানি প্রভাব হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। বৈচিত্র্য বিষয়ক নিবন্ধ, সম্মেলনের অধিবেশন, এবং আলোচনার ব্যাপকতাকে একটি উৎসাহব্যঞ্জক চিহ্ন হিসাবে নেওয়া যেতে পারে, তবে এই ধরনের ক্ষেত্রে ভাষা প্রায়শই উল্লেখ করা হয় না। মনে হচ্ছে ভাষা এবং বৈচিত্র্যের আলোচনাগুলি মূলত পৃথক, পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া প্রেক্ষাপটে ঘটেছে। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সাহিত্যে বৈচিত্র্যের

আলোচনাগুলি খুব কমই ভাষাকে তাদের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এবং ভাষার আলোচনাগুলি খুব কমই বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই দুটি ধারণাকে একসাথে বিবেচনা করা দুটি প্রধান কারণে সহায়ক হবে -- যদি বহুভাষিক জন পরিষেবা এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্রিয়াকলাপগুলিকে ভাষাগত অভিগম্যতার ছত্রছায়ায় একত্রিত করা যায় এবং একটি মূল্য হিসাবে ভাষাগত বৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, তবে গ্রন্থাগারগুলি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এই পৃথক পরিষেবাগুলি আরও ভাল ভাবে তৈরি করতে পারে এবং এই পরিষেবাগুলির জন্য সম্পদ বরাদ্দের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে। এছাড়াও, বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রতিনিধিত্ব করা যেখানে এটি বিদ্যমান এবং অভিগম্যতার বাধাগুলি হ্রাস করা তাদের নিজস্ব অধিকারে সার্থক পদক্ষেপ। ভাষাগত অভিগম্যতা এবং বৈচিত্র্যের বেশিরভাগ আলোচনায় অনুপস্থিত একটি উপাদান হল কর্মীদের ভূমিকা এবং কর্মীদের ভাষা সম্পর্কিত দক্ষতা। নিশ্চিতভাবে, অভিগম্যতা এবং বৈচিত্র্যকে সমর্থন করার সমস্ত উপায়ের ক্ষেত্রে অন্য ভাষায় কর্মীদের দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। অনেক গ্রন্থাগার অন্যান্য বহুভাষিক সম্পদ, যেমন তাদের সংগ্রহ, ওয়েবসাইট, প্রদর্শক চিহ্ন, এবং সূচিকরণের মাধ্যমে অভিগম্যতা প্রদানে চমৎকার কাজ করে। যাইহোক, যদিও এই ধরনের পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ, গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন কিন্তু সর্বোপরি। কর্মীরা নিছক প্রযুক্তিগত মাধ্যমের চেয়েও ভাষাগত অভিগম্যতাকে বেশি সমর্থন করে। অভিগম্যতা আংশিকভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং ভাষা অনুলয় পরিষেবা, নির্দেশনা, পাঠকদের পরামর্শ এবং গল্প-বলার আসরের মতো পরিষেবাগুলির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্বারা প্রদত্ত মানবিক মিথস্ক্রিয়া এবং মধ্যস্থতা গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি মৌলিক অংশ হিসাবে রয়ে গেছে, সেহেতু কর্মীদের গুরুত্বকে ছোট করা যাবে না। যদি কর্মীরা একটি গ্রন্থাগারের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়, তবে

তাদের সকল পৃষ্ঠপোষকদের ক্ষেত্রেই তা হওয়া উচিত, শুধুমাত্র প্রভাবশালী ভাষায় সাবলীল ব্যক্তিদের জন্য নয়।

তা সত্ত্বেও, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সাহিত্য শুধুমাত্র কখনও কখনও কর্মীদের ভাষাগত অভিগম্যতা প্রদানের অংশ হিসাবে সামনে নিয়ে আসে, এবং এটি ভাষাগত বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে খুব কমই করে। পেশাগত গ্রন্থাগার সংগঠনগুলিও কর্মীদের ভাষা দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছে। বহুভাষিক সংগ্রহ এবং পরিষেবা সংক্রান্ত এএলএ-র নির্দেশিকা (American Library Association, 2007) বলেছে যে "সীমিত ইংরেজি দক্ষতা সম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকদের যে সকল কর্মীরা পরিষেবা প্রদান করেন, কার্যকর পরিষেবা প্রদানের জন্য তাদের বহুভাষিক হতে হবে," এবং ইফলা এবং ইউনেস্কো (IFLA & UNESCO, 2012) বলেছে যে "একটি বহুসাংস্কৃতিক গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে উদ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হওয়া উচিত।" যাইহোক, এই আবেদনগুলির ফলশ্রুতিতে গ্রন্থাগারে বহুভাষিক কর্মীদের বৃদ্ধি হয়েছে কিনা তা জানা যায় নি। যদিও কুপার (Cooper, 2008), রেজনোওস্কি (Reznowski, 2009), এবং লাই (Ly, 2018) ভাষাগত বৈচিত্র্য বাড়ানোর কৌশলগুলি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেই কৌশলগুলি পালনে কর্মীদের ভূমিকা কী হবে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি। পরিবর্তে গ্রন্থাগারের মুদ্রিত এবং ভার্চুয়াল সংগ্রহের মাধ্যমে তা ঘটছে বলে দাবী করা হয়েছিল। বহুভাষিক সহায়তার মূল হিসাবে গ্রন্থাগার সংগ্রহের উপর এই আলোকপাতটি অব্যাহতই ছিল, এমনকি সেখানে কর্মীদেরও উল্লেখ করা হয়েছিল। দিলেভকো এবং দালি (Dilevko & Dali, 2002) কানাডার অনেক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেই বহুভাষিক সংগ্রহ বিকাশের একটি বাধা হিসাবে কর্মীদের ভাষার দক্ষতার অভাবকে চিহ্নিত করেছেন। যদিও তাঁরা গ্রন্থাগার কর্মীদের ভাষা দক্ষতার প্রশিক্ষণ এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষায় বহুভাষিক বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ

করেছেন, বহুভাষিক সংগ্রহকে সমর্থন করার অন্তিম লক্ষ্যে দেওয়া অনেক পরামর্শের মধ্যে এই দুটিও ছিল। এইভাবে, তাঁদের জোর ছিল মূলত সংগ্রহের উপর যেখানে কর্মীরা একটি প্রভাবী উপাদান মাত্র, কর্মীদের মধ্যে এবং নিজেদের মধ্যে নয়। যাইহোক, তাঁরা "বহুভাষিকতার প্রিজমের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের কাজের প্রতিটি দিক দেখার প্রতিশ্রুতির" আহ্বান জানিয়েছেন, যার মধ্যে কর্মীদের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। বহুভাষিক চ্যাট অনুলয় পরিষেবা সম্পর্কে চিকানোউইজ ও চেন (Cichanowicz & Chen, 2004)-এর আলোচনা একটি বৈচিত্র্যের সমস্যা হিসাবে কর্মীদের ভাষার দক্ষতা তৈরি করার জন্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এটি শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টিকে স্পর্শ করেছে। শেষ পর্যন্ত, একমাত্র সমীক্ষা যাতে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভাষার দক্ষতা সম্বোধন করা এবং অনুসন্ধান করা হয়েছে তা হলো হল-এলিসের (Hall-Ellis, 2007) গ্রন্থাগারে প্রাযুক্তিক পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মীদের সমীক্ষা। তারপরেও, এটি ভাষাকে কেবলমাত্র সূচিকরণ কাজের জন্য তার কার্যকরী উপযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছে, পরিবেশিত জনসংখ্যার নিরিখে নয়। রিভা (Riva, 2022)-র মতে সূচিকরণ বিষয়ের বৃহত্তর আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অন্তর্ভুক্তির দিকে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও, একটি ক্ষেত্র কিন্তু অনমনীয়ভাবে তার পরিধির বাইরে রয়ে গেছে। সেটি হলো বর্ণনামূলক সূচিকরণের ভাষা এবং বিষয় অভিগম্যতার ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারকারীদের স্বচ্ছ অভিগম্যতা প্রদান করা। একটি পঞ্জীয় নথিতে (bibliographic record) অনেকগুলি ভাষা-নির্ভর উপাদান থাকে। এটি অনিবার্য হতে পারে, কিন্তু সূচি তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় ব্যবহারকারীর অনুসন্ধানে তা অন্তরায় হওয়া উচিত নয়। অন্যথায় ভাষার বাধা দূর করার কাজটি পুরোপুরি ব্যবহারকারীর উপর চাপানো হয়ে যায়। যদিও বহুভাষিক মেটাডেটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক পদ্ধতি আজও অধরা, তবে পঞ্জীয় তথ্য অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যা

করার ক্ষেত্রে ভাষার প্রতিবন্ধকতা কম করার জন্য বেশ কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। বহুভাষিক তথ্য পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা ভারতের মতো দেশগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে আমাদের মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগের জন্য একাধিক লিপি এবং অনেক ভাষা রয়েছে।

২০১২ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত ৭৮তম ইফলা সম্মেলনে ভারতের পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাতিয়ালা) গ্রন্থাগারে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষায় তথ্য ও সাহিত্যের অন্বেষনকারীদের গ্রন্থাগার কর্মীরা কীভাবে পরিষেবা প্রদান করেন তা দেখানো হয়েছে। (Kaur & Kaur, 2012) এরজন্য অনুলয় পরিষেবা বিভাগ এবং সাধারণ পুস্তক বিভাগের কর্মীদের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, ভারতকে তার বৈচিত্র্যময় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে বহুসাংস্কৃতিক এবং বহুভাষিক সংগ্রহের বিকাশের জন্য অবশ্যই একগুচ্ছ মানক (standard) ও নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। এইরকমই অপর একটি নিবন্ধে (Choudary, Suseela, & Uma, n.d.), ভারতীয় পরিবেশে বহুভাষিক উপাত্তকোশ (database) তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অ-রোমান লিপির বহুভাষিক প্রক্রিয়াকরণ এবং পঞ্জীয় উপাত্তকোশ প্রক্রিয়াকরণ উভয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন মানক এবং উদ্যোগগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য অভিগম্যতার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার এবং ইনফ্লিবনেটের (Inflibnet) সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, গ্রন্থাগার এবং তথ্য ব্যবস্থার জন্য উপযোগী বহুভাষিক সফট্-অয়ারের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে তালপাতার পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লিপিবদ্ধ করা হতো। এই জ্ঞান প্রেরণ করার মাধ্যম রূপে প্রধানত ব্রাহ্মী, দেবনাগরী, গ্রন্থা, তেলুগু, ইত্যাদি লিপিতে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হতো। নরেনথিরন এবং রভিচন্দ্রন (Narenthiran &

Ravichandran, 2016) তাঁদের প্রবন্ধটি তামিলনাড়ুর পাঁচটি পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন যাদের সংগ্রহে ভাল সংখ্যক এইজাতীয় পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তাঁরা মূলত এই গ্রন্থাগারগুলির বহুভাষিক/বহুলিপিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের সূচিকরণ এবং ডিজিটালাইজেশনর সমস্যা এবং সেগুলির সমাধানে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। অতি সম্প্রতি কুশবাহ ও সিং (Kushwah & Singh, 2022) তাঁদের গবেষণাপত্রে ভারতীয় বহুভাষিক এবং বহুলিপিক পঞ্জীয় তথ্য পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্য এবং জ্ঞানের পুনরুদ্ধার, ব্যবস্থাপনা, এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য বহুভাষিক ইন্টারফেস (interface) তৈরি করতে পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তদুপরি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফট্অয়ার (Library Management Software)-এ সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং গ্রন্থাগার সূচিতে পঞ্জীয় নথির প্রাপ্যতা আছে কিনা তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাঁদের মতে ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি গ্রন্থাগার পেশাদারদের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পদের অভিগম্যতা এবং পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য একটি বহুভাষিক পরিবেশের বিকাশ অপরিহার্য।

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সাহিত্যে বহুভাষিকতার বর্তমান আলোচনায় অনেক বিষয় অনালোচিত থেকে গেছে। বৈচিত্র্য এবং প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলির সাথে ভাষার সমন্বয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের সাহিত্যের ঘাটতি নির্দেশ করে যে ভাষাগত বৈচিত্র্য হয় কোন সমস্যায় নয় বা তাকে সমস্যা হিসাবে দেখা হয় না, তবে এটি অস্পষ্ট যে কোনটি সঠিক। একই সময়ে, উপাখ্যানমূলক প্রমাণ এবং বহুভাষিক পরিষেবা সংক্রান্ত কেস স্টাডির প্রচলন থেকে বোঝা যায় যে অনেক গ্রন্থাগারই কোনো না কোনোভাবে বহুভাষিক পৃষ্ঠপোষকদের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করে। ক্রিজ এবং ব্ল্যাকলেজ (Creese & Blackledge, 2019) তাঁদের নিবন্ধে ভাষা শেখার পরিসর হিসাবে একটি নগর গ্রন্থাগারের তথ্য

সরবরাহ ডেস্কের ভূমিকা অন্বেষণ করেছেন। তাঁরা দেখতে পান যে, গ্রন্থাগার সম্পদ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া ছাড়াও, তথ্য সরবরাহ ডেস্কগুলি থেকে বিভিন্ন ভাষার টুকিটাকি শেখানো এবং শেখা হয়। এই ধরনের ভাষা শিক্ষাদান এবং শেখার পর্বের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং স্বাগত মিথস্ক্রিয়া, যা শুধুমাত্র নিয়মমাফিক লেনদেনের তথ্যের থেকে অনেক বেশি।

গ্রন্থাগারগুলি বহুভাষিক সমর্থনের আহ্বানের উত্তর দেয় কি না এবং ভাষার ক্ষেত্রে পেশাগতভাবে স্বীকৃত মূল্যবোধের সাথে অভিব্যক্ত মূল্যবোধ কীভাবে মানানসই হয় তাও দেখতে হবে। অবশেষে, গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে ভাষাগত প্রতিনিধিত্ব কতটা বিদ্যমান তা অনেকাংশেই আমাদের অজানা। তুলনাগুলি দেখিয়েছে যে জাতি এবং লিঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হলে, গ্রন্থাগারিকরা সাধারণ জনসংখ্যা বা অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীদের মতোও বৈচিত্র্যময় নয় (Lance, 2005; American Library Association, 2012; Bourg, 2014)। তবে ভাষার ক্ষেত্রেও তারা একইভাবে প্রতিনিধিত্বহীন কিনা তাও অজ্ঞাত।

উপসংহার

এই নিবন্ধে গ্রন্থাগারে ভাষাকে অভিগম্যতা এবং বৈচিত্র্যের বিস্তৃত পটভূমির সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে আমাদের অভিপ্রায় অন্যান্য ধরনের বৈচিত্র্য এবং অভিগম্যতার গুরুত্ব হ্রাস করা নয়, বরং বিবেচনার যোগ্য অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে তার সাথে ভাষা এবং কর্মী-নিয়োগকে যোগ করা। গ্রন্থাগারগুলি বহুভাষিকতাকে ততোটাই সমর্থন করতে পারে যতোটা বহুভাষিকতা তাদের পরিষেব্য জনসংখ্যার মধ্যে উপস্থিত। গ্রন্থাগার পরিষেবায় অভিগম্যতার একটি উপাদান হিসাবে ভাষার এই ধরনের সচেতন এবং পদ্ধতিগত বিবেচনা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, অ-ব্যবহারকারী এবং কর্মীদের সম্মুখস্থ ভাষাগত সমস্যাগুলির প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে সক্রিয় সমর্থন করবে।

এটি গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের বর্তমান সক্ষমতাগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং তাদের আরও পরিবর্তন করা উচিত কিনা তা বিবেচনা করার জন্য একটি সূচনা বিন্দু রূপে প্রতিভাত হবে। পরিশেষে, এটি ভাষা নির্বিশেষে সকলের জন্য আরও ভাল অভিগম্যতার যোগান দেবে। তাই গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষক এবং কর্মীদের ভাষাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্মিথ (Smith, 2018)-এর পরামর্শ হলো বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকগণ এবং সুবিধাভোগী নিয়ন্ত্রকদের (যারা বৃহত্তর জাতিগত সাক্ষরতার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ভাষাগত বৈচিত্র্যকে যুক্ত করার অন্তর্নিহিত মূল্য বুঝতে অক্ষম) মধ্যে বাধাগুলি ভেঙে দিয়ে প্রান্তিক পৃষ্ঠপোষকদের জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে আরও স্বাগত করা প্রয়োজন। এটি গ্রন্থাগার পরিষেবাগুলির চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার কোনও প্রস্তাব নয়, পরিবর্তে অন্যদের ভাষা এবং অভিজ্ঞতা যোগের মাধ্যমে সেগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করা।

টীকা

ক) আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক ভারতে যেসব ভাষায় কথা বলা হয়, সেই সম্পর্কে আমাদের বিদ্যমান জ্ঞানকে হালনাগাদ করার জন্য ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে পিপল'স লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া (People's Linguistic Survey of India, 2022) নামে একটি ভাষাগত সমীক্ষা শুরু করা হয়। ৩৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবক, ২০০০ জন ভাষা বিশেষজ্ঞ, সামাজিক ইতিহাসবিদ, এবং ভাষা রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশান সেন্টার (বরোদা) নামক একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মীবৃন্দ মিলে সমীক্ষাটি সম্পন্ন করেন। ৩৫০০০ পৃষ্ঠার এই সমীক্ষার ফলাফল মোট ৫০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

খ) শক্তি গতিবিদ্যা একটি প্রতিষ্ঠানের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়। যখন আমরা শক্তি গতিবিদ্যা সম্পর্কে কথা বলি, তখন আমরা সাধারণত আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব বিতরণের উপায় এবং তা কীভাবে মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে সেই সম্পর্কে কথা বলি। যাইহোক, শক্তি গতিবিদ্যা একটি প্রতিষ্ঠানে শক্তি প্রয়োগ করার অনানুষ্ঠানিক (informal)

উপায়গুলিকেও উল্লেখ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ নেটওয়ার্কিং-এ ভালো হলে তার হয়তো অনেক অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতা থাকতে পারে, এমনকি যদি তার কর্তৃত্বের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নাও থাকে। (Power dynamics, 2022)

তথ্যসূত্র

American Library Association (2004). Core values of librarianship. Retrieved from http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/statementspols/corevalues

American Library Association (2007). Guidelines for the development and promotion of multilingual collections and service. Retrieved from http://www.ala.org/rusa/resources/guidelines/ guidemultilingual

American Library Association (2012). Diversity counts. Retrieved from http://www.ala.org/ offices/diversity/diversitycounts/divcounts

American Library Association (2021). Engaging multilingual communities and english language learners in U.S. libraries. Retrieved from https://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/Engaging%20Multilingual%20Communities%20and%20English%20Language%20Learners%20in%20U.S.%20Libraries%20%20Toolkit_1.pdf

Andersen, J. (2008). Information criticism: Where is it? In A. M. Lewis (Ed.) *Questioning library neutrality: Essays from Progressive Librarian* (pp. 97-108). Duluth, MN: Library Juice Press.

Bolick, J. (2015). Librarian, literature, and locality: Addressing language barriers through readers' advisory. *North Carolina Libraries*, 73(1), 2-11.

Bourg, C. (2014). The unbearable whiteness of librarianship. Retrieved from https://chrisbourg.wordpress.com/2014/03/03/the-unbearable-whiteness-of-librarianship/

Buschman, J. (2003). *Dismantling the public sphere: Situating and sustaining librarianship in the age of the new public philosophy*. Westport, CT: Libraries Unlimited.

Buschman, J. (2012). *Libraries, classrooms, and the interests of democracy: Marking the limits of neoliberalism*. Lanham, MD: Scarecrow Press

Carlyle, C. (2013). Practicalities: Serving English as a second language library users. *Feliciter*, 59(3), 18-20.

Choudary, V. R., Suseela, V. J., & Uma, V. (n.d.) Need for multilingual database in Indian library and information systems. Retrieved from https://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/1944/2191/1/ Need%20For%20Multilingual%20Database%20in%20Indian%20Library%20and%20Information%20Systems.pdf

Cichanowicz, E.M., & Chen, N. (2004). Planning for multilingual chat reference service in a suburban public library system. *The Reference Librarian*, 41(85), 115-126. doi:10.1300/J120v41n85_09

Clough, P., & Eleta, I. (2010). Investigating language skills and field of knowledge on multilingual information access in digital libraries. *International Journal of Digital Library Systems*, 1(1). DOI: 10.4018/jdls.2010102705

Cooper, D. (2008). Sustaining language diversity: The role of public libraries. *Australasian Public Libraries and Information Services*, 21(1), 28-32.

Creese, A., & Blackledge, A. (2019). Translanguaging and public service encounters: Language learning in the library. *The Modern Language Journal*, 103(4), 800-814. DOI: 10.1111/modl.12601

Cuban, S. (2007). *Serving new immigrant communities in the library*. Westport, CT: Libraries Unlimited.

Dilevko, J., & Dali, K. (2002). The challenge of building multilingual collections in Canadian public libraries. *Library Resources & Technical Services*, 46(4), 116-137.

Hall-Ellis, S. D. (2007). Language proficiencies among catalogers and technical services librarians. *Technical Services Quarterly*, 25(2), 31-47. DOI:10.1300/J124v25n02_03

Hall-Ellis, S. D. (2008). Subject access for readers' advisory services: Their impact on contemporary Spanish fiction in selected public library collections. *Public Library Quarterly*, 27(1), 1-18. DOI:10.1080/01616840802122377

Harinath De. *Wikipedia*, April 18, 2023.. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Harinath_De

Henninger, E. (2020). Multilingualism, neoliberalism, and language ideologies in libraries. *In the Library with the Lead Pipe*. Retrieved from http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/ 2020/multilingualism-in-libraries/

International Federation of Library Associations and Institutions & United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (2012). IFLA/UNESCO

multicultural library manifesto. Retrieved from http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/ multicultural _library_manifesto-en.pd

Kaur, T., & Kaur, N. (2012). Serving the users in a multilingual library: a case study of Punjabi University, Patiala, Punjab, India. In *Libraries now: Inspiring, Surprising, Empowering* (World Library and Information Congress, 78th IFLA General Conference and Assembly, Helsinki, 2012). Retrieved from https://www.ifla.org/past-wlic/2012/162-kaur-en.pdf

Kushwah, S. S. and Singh, R. (2022). Issues and challenges in indian multi-lingual and multi scripts bibliographic retrieval systems. *Library Philosophy and Practice* (ejournal). 6931. Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6931

Lance, K. C. (2005). Racial and ethnic diversity of U.S. library workers. *American Libraries*, 36(5), 41-43.

Languages of the world. *Ethnologue*, 2023. Retrieved from https://www.ethnologue.com/

Lippi-Green, R. (2012). *English with an accent: Language, ideology, and discrimination in the United States*. London: Routledge.

List of polyglots. *Wikipedia*, July 5, 2023. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_polyglots

Ly, V. (2018). Assessment of multilingual collections in public libraries: A case study of the Toronto Public Library. *Evidence Based Library and Information Practice*, 13(3), 17-31. https://doi.org/10.18438/eblip29408

Musgrave, S., Wright, S., Denison, T., & Willoughby, L. (2019). Managing multilingual collections: Insights from data analytics research. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(3), 1-11. https://doi.org/10.1177/0961000619874110

National Library of India (2022). Historical background. Retrieved from https://web.archive.org/web/20160617023911/http://www.nationallibrary.gov.in/nat_lib_stat/history.html

Narenthiran, R., & Ravichandran, P. (2016). Cataloguing and digitization of multilingual manuscript libraries in Tamil Nadu: An evaluative study. *Journal of Advances in Library and Information Science*, 5(3), 248-253.

Nzomo, P., Ajiferuke, I., Vaughan, L., & McKenzie, P. (2016). Multilingual information retrieval & use: Perceptions and practices amongst

bi/multilingual academic users. *The Journal of Academic Librarianship*, 42, 495–502. DOI: 10.1016/j.acalib.2016.06.012

Paganelli, A., & Houston, C. (2013). School library ebook providers and linguistic equity: An analysis of ebook collections available to school libraries. *International Association of School Librarianship. Selected Papers from the Annual Conference*, 345-350.

People's Linguistic Survey of India. *Wikipedia*, November 21, 2022 Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Linguistic Survey_of_India#cite_note-1

Piller, I. (2016). *Linguistic diversity and social justice: An introduction to applied sociolinguistics*. New York, NY: Oxford University Press. DOI:10.1093/acprof:oso/ 9780199937240.001.0001.

Power Dynamics: Understanding power in the workplace. September 22, 2022. Retrieved from https://managementconsulted.com/power-dynamics/

Reznowski, G. (2009). American libraries and linguistic diversity: Policies, controversies and ideological fences. *Libri*, 59(3), 155-165. DOI:10.1515/libr.2009.015

Riva, P. (2022). The multilingual challenge in bibliographic description and access. *JLIS.It : Italian Journal of Library, Archives and Information Science*, 13(1), 86-98. Retrieved from https://www.torrossa.com/ it/resources/an/5111206#

Sharma, J. C. (2001). Multilingualism in India. *Language in India*, 1. Retrieved from http://www.languageinindia.com/dec2001/jcsharma2.html

Skutnabb-Kangas, T., Phillipson, R., & Rannut, M. (1995). *Linguistic human rights: Overcoming linguistic discrimination*. New York, NY: de Gruyter.

Smallwood, C., & Becnel, K. (2013). *Library services for multicultural patrons: Strategies to encourage library use*. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Smith, Felicia A. (2018). Linguistic diversity in libraries. *Library Journal,* 143(11).

Urvoy, H. (2023). Which European countries are best at speaking multiple languages? *euronews.culture* (Blog). Retrieved from https://www.euronews.com/culture/2023/02/21/which-european-countries-are-the-best-at-speaking-multiple-languages#:~:text=Overall%2C%20Europeans%20are%20pretty%20good,the%20US% 20are %20able%20to.

Valentine, P. (2008). Managing libraries for multilingualism: Using the web for non-English language retrieval and translation. *Library Administration & Management*, 22(4), 199-210.

Vassilakaki, E., & Garoufallou, E. (2013). Multilingual digital libraries: A review of issues in system-centered and user-centered studies, information retrieval and user behavior. *The International Information & Library Review*, 45(1-2), 3-19. DOI:10.1016/j.iilr.2013.07.002

Wiley, T. G. (2014). Diversity, super-diversity, and monolingual language ideology in the United States: Tolerance or intolerance? *Review of Research in Education*, 38(1), 1-32. DOI:10.3102/0091732X13511047

Wu, A., & Chen, J. (2022), Sustaining multilinguality: case studies of two multilingual digital libraries, *The Electronic Library*, 40(6), 625-645. https://doi.org/10.1108/EL-03-2022-0061

জাতীয় গ্রন্থাগারের ‘হরিনাথ দে সংগ্রহ’ – একটি স্বর্ণখনির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ডঃ পার্থসারথী দাস
সহায়ক গ্রন্থাগার ও তথ্য আধিকারিক,
জাতীয় গ্রন্থাগার

ডঃ স্বগুণা দত্ত
সহকারী গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

এমন এক একজন ব্যাক্তি থাকেন যাঁরা নিজেদের সময়কালকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকেন। হরিনাথ দে ছিলেন এমন একজন যুগোত্তীর্ণ ব্যক্তি-বাংলা তথা ভারতবর্ষের ‘সিসেরো’। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এফ জে রো ছাত্র হরিনাথ দে কে রোমের বিখ্যাত ভাষাবিদ ও দার্শনিকের নাম অনুযায়ী যথাযোগ্য সম্মান সূচক উপাধি দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম আই. ই. এস. এবং বহুভাষায় পারদর্শী হরিনাথ, ১৮৯২ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ইংরাজি ও ল্যাটিন নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায় ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। পরবর্তী কালে সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। বিলাতে থাকাকালীন তিনি ফ্রান্স, জার্মানী সুইজারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং সেই সময়েই তিনি এই সমস্ত দেশের ভাষাগুলির সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করেন। সবশুদ্ধ চোদ্দটি ভাষায় তিনি এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তিগত দক্ষতা ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনিই প্রথম Indian Education Service এ যোগদান করেন। ঢাকার সরকারি কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পরে হুগলি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। সর্বশেষে ১৯০৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইম্পিরিয়াল

লাইব্রেরির সর্বপ্রথম বাঙালি গ্রন্থাগারিক। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা ও অগাধ পান্ডিত্যের জন্য তিনি ছিলেন এই পদের সুযোগ্য ব্যক্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এর পূর্বে (১৯০৫) তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। ফলে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রশ্নাতীত।

তাঁর উদ্যোগে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির বিষয়ভিত্তিক পুস্তক তালিকা প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় সরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের তালিকা বর্ণানুক্রমিক ভাবে মুদ্রণ করা ছাড়াও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় লেখা পুস্তকের বিষয়সূচী রচনার কাজেও তিনি সমান ভাবে আগ্রহী হন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লেখা গ্রন্থের তালিকা রচনার কাজও তিনি প্রায় সম্পন্ন করেন । তিনি যথার্থভাবেই বুঝেছিলেন যে সংগৃহীত গ্রন্থের শ্রেণীবদ্ধকরণ ও তার তালিকাপ্রণয়ন প্রতিটি গ্রন্থের যথাযথ ব্যবহার ও ভবিষ্যতের গবেষণাকারীদের কাছে তার উপযোগিতা। স্বভাবতই তাঁর আমলে পুস্তক ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সামলান। ১৯১১সালের ৩০শে আগস্ট মাত্র ৩৪ বছর বয়সে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হরিনাথ দে'র জীবনাবসান হয়।

হরিনাথ দে'র সারাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগারে 'হরিনাথ দে সংগ্রহ' নামে সযত্নে সংরক্ষিত। এই সংগ্রহ প্রধানত শ্রী প্রণব ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাদেবপ্রসাদ সাহা, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যানার্জীর দেওয়া উপহারের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভাষায় লেখা পান্ডুলিপি, লেকচার নোটস প্রভৃতি। পরবর্তীকালে শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যানার্জী এই সংগ্রহকে অত্যন্ত যত্নের সাথে ফাইলিং, লেবেলিংএর মাধ্যমে

সুস্বজ্জিত এবং ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছেন। এই সংগ্রহের একটি বিস্তারিত তালিকা সারণী তে সংযোজিত করা হল। সংরক্ষিত এই তালিকা প্রনিধান করলে সহজেই তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিপুল সংগ্রহে'র সামান্য কয়েকটি মণিরত্ন নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হল। বিশেষতঃ অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে তাঁর বিপুল অবদানের সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

হরিনাথ দে'র অগাধ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের ফসল হল তাঁর করা অনুবাদের কাজের বিপুল সম্ভার। অনুবাদ কাজগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল: রেহেলা (ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত), আল-ফখরি (মূল লেখক: জালালুদ্দিন আবু জাফর মুহাম্মদ), লঙ্কাবতার সূত্র (সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র ইংরেজি অনুবাদ), কৃষ্ণকান্তের উইল (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ), বাবু (অমৃতলাল বসুর গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ) প্রভৃতি।

১৯০১ সালের ৭ই ডিসেম্বর হরিনাথ মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা কলেজে যোগ দেন। সেই সময় ১৯০৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবন বতুতা'র Description of Bengal" এবং সমস-অল দিন মুহম্মদ হাফিজ এর Ode to Sultan Ghiyasuddin'র যথাক্রমে মূল আরবী ও পারসিক রচনাসহ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। এই দুটি রচনা একসঙ্গে 'Miscellanea' নামক গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয় [ক্রমিক সংখ্যা ৪৭, ফাইল নম্বর 34]। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এর লেখা থেকে জানা যায় যে হরিনাথ বইটি লর্ড কার্জনকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গ পত্রটি লাতিন ভাষায় লেখা হয়েছিল। তিনি ইবনবতুতার বইএর যে অংশটি অনুবাদ করেছিলেন তার থেকে আমরা তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজচিত্রের সুস্পষ্ট রূপ পাই। শুধু তাই নয় সংযুক্ত টীকাগুলিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ন।

একই সাথে হাফিজ'এর অনুবাদটিও সমান উল্লেখের দাবি রাখে [ক্রমিক সংখ্যা ৪৭ ফাইল নম্বর 34]। তাঁর জীবনীকার সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে এ ধরনের অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে সবসময়েই সতর্ক থাকতে হয়, যাতে কাব্যরসের বিচ্যুতি না ঘটে। বলাইবাহুল্য হরিনাথ সেই বাধা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অতিক্রম করেছিলেন।

হরিনাথ, অমৃতলাল বসুর the Babu: a comedy in two acts নাটকের ইংরাজিতে অনুবাদ শুরু করেন [ক্রমিক সংখ্যা ৬; ফাইল নম্বর 1], যদিও এটি সম্পূর্ন নয়। অমৃতলাল বসুর বাবু নাটকের অনুবাদ পান্ডুলিপি আকারে রাখা আছে। যা পরবর্তীকালে ১৯১১ সালে হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আর এই কর্মটি তিনি তাঁর বন্ধু সতীশচন্দ্র ঘোষকে উতসর্গ করেন। এটি অসমাপ্ত অবস্থাতেই জাতীয় গ্রন্থাগারের হরিনাথ দে সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে।

১৯০৯ সালে ৭ই জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি তার গবেষণাপত্র সুবন্ধুর বাসবদত্তার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করেন। যা জাতীয় গ্রন্থাগারের হরিনাথ দে সংগ্রহে পান্ডুলিপি আকারে [ক্রমিক সংখ্যা ৮০, ফাইল নম্বর 14] সংরক্ষিত।

হরিনাথের অনুবাদ কর্মের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের দশম অধ্যায়-এর অনুবাদ সহ বন্দেমাতরম গানটিরও ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। [ক্রমিক সংখ্যা ১৩, ফাইল নম্বর 77] সরকারের উচ্চপদে আসীন থেকে পরাধীন দেশে এই অনুবাদ যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক। এটি ১৯০৫ সালের ১১ই নভেম্বর দ্যা ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হরিনাথ, বাংলায় Kiratarjuniyam অনুবাদ করেছিলেন। [ক্রমিক সংখ্যা ৯, ফাইল নম্বর 16]। মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং তাঁর সাথে বংগানুবাদ, যা জাতীয় গ্রন্থাগারের এই সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত আছে।

১৯০৭ সালে হরিনাথ অভিজ্ঞান শকুন্তলার দুটি অংশের অনুবাদ করেছিলেন। [ক্রমিক সংখ্যা ৫৫, ফাইল নম্বর 30]। তাঁর আগে বহু পণ্ডিত অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু হরিনাথ তাঁর ভূমিকাটিতে সম্পূর্ণ একটি নতুন দিক উপস্থাপন করেন। তাঁর অনুবাদিত টীকাগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের সাথে মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যের যোগসূত্র রচনা করেছিলেন।

এছাড়াও আরবী ভাষায় লেখা মুসলমান রাজবংশের ইতিহাস বইএর প্রথম ভাগ (Al-Fakhri)'র ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। [ক্রমিক সংখ্যা ৫০ ফাইল নম্বর 2]। ১৩০২ সালে লেখা রাষ্ট্র ও সরকার বিষয়ক বইটি আজও মূল্যবান।

অনুবাদের কাজের পাশাপাশি, হরিনাথ দে বহু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পাদনার কাজ করে গেছেন যা জাতীয় গ্রন্থাগারের এই সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত আছে। এই সম্পাদিত কাজের মধ্যে কয়েকটির কথা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময়েই তিনি ইংরাজি সাহিত্যের কয়েকটি বইএর অভিনব সংস্করণ সম্পাদনা ও প্রকাশনায় মন দেন। তাঁর মধ্যে একটি হল Palgrave's Golden treasury, Book IV [ক্রমিক সংখ্যা ১৯, ফাইল নম্বর 66]। তাঁর সম্পাদিত এই বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৬৬। প্রধানত ছাত্রদের কথা মনে রেখেই এবং বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় করার লক্ষ্যে এই কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। পলগ্রেভ রচিত কবিতার আলোচনার সাথে সাথে গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত , জার্মান, স্পেনীয় প্রভৃতি সাহিত্য থেকে উপমা ব্যবহার করে সম্পাদিত গ্রন্থটিকে উচ্চমার্গে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই বইটি সমালোচক মহলেও সমূহ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল জাঁ ল'র স্মৃতিকথা সম্পাদনা (Memoir de M. Jean Law)। [ক্রমিক সংখ্যা ৪৫, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫; ফাইল নম্বর 6C, 3, 33, 4, 2, 33]। জাঁ ল ছিলেন

পলাশি যুদ্ধের ফরাসী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক এবং নবাব সিরাজুদ্দৌল্লার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ এই স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া যায়। এই কাজের সূত্রে হরিনাথ যদুনাথ সরকার ও ফজল রবীকে ছিঠি লেখেন [ক্রমিক সংখ্যা ৬৩; ফাইল নম্বর 4]। ফরাসী ভাষায় সম্পাদিত পান্ডুলিপি এই সংগ্রহে রক্ষিত।

১৯০৭ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে পারসিক ভাষায় লেখা ঢাকার নবাব নসরৎ জঙ্গের Tarikh-i Nusratjangi-র উপরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা তাঁর সম্পাদনায় পরের বছরেই গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয় [ক্রমিক সংখ্যা ৭১, ফাইল নম্বর 26]। এই সম্পাদনার কাজে তিনি তিনটি পারসিক পান্ডুলিপি ব্যবহার করেছিলেন।

এছাড়াও বৌদ্ধদর্শনের ওপর তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল নির্বাণব্যাখানশাস্ত্রম সম্পাদনা [ক্রমিক সংখ্যা ৭০,t ফাইল নম্বর 40]। ১৯০৯ সালে বৌদ্ধদর্শনের ওপর উল্লেখযোগ্য এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, যা পরবর্তীকালে পন্ডিতমহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল।

হরিনাথ দে সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তাঁর ইসলামী স্থাপত্যের প্রতি আগ্রহ। ১৯০৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে তিনি তাজমহলের স্থপতি দের নিয়ে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। যেখানে "তাজমহল নির্মাণে মেহনতি মানুষের ভূমিকার দিকটি তুলে ধরেন। এই কাজে তিনি দুটি পারসিক ও একটি উর্দু পান্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছিলেন। মূল পান্ডুলিপিতে তাজ নির্মাণে শ্রেণি মজুরের নাম, তাদের কর্মরত দিনের হিসাব, মজুরী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখান থেকেই জানা যায় যে তাজমহল নির্মাণে চার কোটি আঠারো লক্ষ চার হাজার ছাব্বিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা ব্যয় হয়েছিল [ক্রমিক সংখ্যা ২০, ফাইল নম্বর 18]

হরিনাথ দে'কে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যা উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল ১৩৭১ বঙ্গাব্দে উত্তরসূরী এবং ১৯৬৫ সালে দর্পন পত্রিকায় হরিনাথ দে'কে নিয়ে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা। যা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বই হিসাবে প্রকাশ পায় [ক্রমিক সংখ্যা ৩, ৫, ফাইল নম্বর 81, 83]। তথ্যনির্ভর তাঁর এই লেখা থেকেই মূলত হরিনাথ দে'র জীবন এবং কাজ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারি।

পরিশেষে বলা যায় জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হরিনাথ দে সংগ্রহ প্রধানত বিভিন্ন ভাষায় লেখা তাঁর পাণ্ডুলিপি। অনুবাদ, সম্পাদনা, মৌলিক রচনা প্রভৃতির এই বিপুল সম্ভার তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহুধাবিস্তৃত বৌদ্ধিক বিচরণের সাক্ষী। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষা কোন উচ্চতার শিখরে পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছিল, কীভাবে বিশ্বনাগরিকতার ভাবনাকে নিজের বৌদ্ধিক যাপনের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিল তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই সংগ্রহ। ভবিষ্যৎ গবেষণা'র প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে এই সংগ্রহের মধ্যে - যার মধ্যে অনেকগুলিই দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। বিবিধ বিষয়ে তাঁর এই রচনাসম্ভার উপযুক্ত গবেষকদের মনোযোগের দাবি রাখে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে হরিনাথ দে সংগ্রহ'র একটি বিস্তৃত তালিকা:

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	বিবরণ	ফাইল নম্বর
১	Alexis (French reader)	French. Typed copy	No. 10
২	Aristotle. Ethica nicomachea. Lipsiac, Aedibus B.G. Teubneri. 1888.	xx, 280 p. fold. chart.18 cm. Interleaved binding. Notes on interleaved	No. 41

		pages by Harinath De	
৩	Acharya Harinath De by Bandyopadhyay, Sunil. Uttarsuri, 1371 b.	v. 12, p. 61-73 Text in Bengali	No. 81
৪	Bandyopadhyay, Sunil. A Bengali polyglot of rare distinction: the amazing achievements of Harinath De. Statesman; Sept. 7, 1964	Newspaper clipping	No. 82
৫	Bhashapathik Acharya Harinath De by Bandyopadhyay, Sunil. Darpan. 1965	v. 8; Feb 2, p. 7-8; March 12 p. 9-11; March 26, p. 9-10; April 9, p. 8-9; April 23, p. 6-10; May 7, p. 7-9; May 28, p. 6-7; June 11, p. 5 -7, June 25, p. 5-8; July 9, p. 9-10; July 23, p. 7-8; Aug. 6, p. 9; Aug. 20, p. 6-7 Text in Bengali	No. 83
৬	Basu, Amritalal. Babu. English translation by Harinath De. (Incomplete)	14 1. 27.5 cm. Manuscript. Made for some of Harinath	No. 1

		De's European friends who witnessed the performance of the drama	
৭	Benzinger, Immanuel. Die Buecher der koenige...Freiburg, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1899	Xxiii, 216 p. map. 25 cm.	No. 71
৮	Bernède, Arthur. La Sautane, dramatique inedit par Arthur Bernède. Paris, Bibliotheque Parisienne	[s.d.] — v. 33 cm. Text in French	No. 9
৯	Bharavi. Kiratarjuniyam. With Bengali translation by Harinath De. (Incomplete)	Various pagings. 33 cm. Sanskrit & Bengali in Bengali-script. Manuscript	No. 16
১০	Bible. Old Testament. Psalms. Raeparation und kommentar zu den Psalmen. Mit genauen analysen und getreuer ubersetzung. Fur Gymnasiasten, studirende und candi daten. Herausulgeben von Dr. Johannes Bachman. Berlin: Schneider, 1891	3 p. 1., [153] — 261 p. 20.5 cm.	No. 35

১১	Brugman, Karl. Kurze vergleichende grammatik der indoger manischen sprachen. Strassburg, Karl J. Trubner, 1904	xxviii, 777, 48 p. 23 cm.	No. 73
১২	Burke, Edmund. Letter to the Sheriffs of Bristol: an analysis by Harinath De	16 p. 17 cm.	No. 38
১৩	Chattopadhyaya, Bankimchandra. Bande mataram. Tr. into English by Hari Nath De with English tr. of a part of the 10th chapter of Anandamath. Typed copy of the translation which appeared in The Indian Mirror, 11th Nov., 1905.	4 p. 33 cm.	No. 77
১৪	Christ's college magazine. Cambridge: 1897	v. 12, no. 35; 1900, v. 14, no. 43; 1900, v. 15, no. 44. Contains references to Harinath De	No. 78-80
১৫	D'Anville. Partie de l'Inde entre Delhi et Patna, d'apres lagr ande carte de l'Inde dressee par M D'anville en Avec de additions qui...par	French. Map prepared for Memoire De Jean Law	No. 6A

	M Law de Lauriston, Colonel et Chevalier de S. Louis		
১৬	De, Harinath. Act III of a French drama based on Law's diary.	Manuscript	No. 6A
১৭	Buddhist hieratic writings	Chinese. Transcribed copy	No.27
১৮	The Cambridge university note book: notes on composition, Greek & Latin.	28, 4, 26, 11 p. 21.5 cm. Manuscript	No. 13
১৯	Lecture notes on Palgrave's Golden treasury, Book IV. 6th ed. Calcutta: S.S. De, 1925	v, xlvi, 466 p.	No. 66
২০	Materials collected from two Persian manuscripts, one Urdu manuscript on the construction of the Taj. Gives an account of the manuscript and contains some materials on the construction of the Taj	33 cm.	No. 18
২১	Miscellaneous notes 6 + 5	Manuscript	No. 42
২২	Miscellaneous notes — I	Arabic, Bengali. Manuscript	No. 42
২৩	Miscellaneous Notes-II	Arabic, German, Sanskrit. Manuscript	No. 43
২৪	Miscellaneous notes-III	195 p.	No. 44

		English, Persian Manuscript.	
২৫	Miscellaneous notes-IV	Various languages Manuscript	No. 45
২৬	Miscellaneous notes-V	240, [6] p. Arabic. Manuscript. Extracts from works of Arabic poetry & prose	No. 46
২৭	Miscellaneous notes VI	204 p. English. Manuscript.	No. 47
২৮	Miscellaneous notes--VII	Various languages. Manuscript. Christ's Church college notebook	No. 49
২৯	Miscellaneous notes-VIII	English. Manuscript	No. 50
৩০	Miscellaneous notes-IX	English. Manuscript	No. 51
৩১	Miscellaneous notes-X	128 p. Various languages. Manuscript	No. 52
৩২	Miscellaneous notes-XI	English. Manuscript	No. 62

৩৩	Miscellaneous notes-XII	English. Manuscript	No. 63
৩৪	Miscellaneous notes-XIII	Various languages. Manuscript	No. 64
৩৫	Notes on Mudraraksasa (introductory)	English. Manuscript	No. 11
৩৬	Sanskrit manuscripts-1		No. 53
৩৭	Sanskrit manuscripts-2		No. 54
৩৮	Sanskrit manuscripts-3		No. 55
৩৯	Sanskrit manuscripts-4		No. 56
৪০	Sanskrit manuscripts-5		No. 57
৪১	Sanskrit manuscripts-6		No. 58
৪২	Sanskrit manuscripts-7		No. 59
৪৩	Sanskrit manuscripts-8		No. 60
৪৪	Sanskrit manuscripts-৯		No. ৬১
৪৫	Table d'explanations pour' Mémoire de M. Jean Law'	French. Manuscript	No. 6C
৪৬	De, Harinath, comp. English-Persian vocabulary	Manuscript	No. 8
৪৭	De, Harinath,tr. Miscellanea : 1-Iban Batuta, Description of Bengal; 2-Hafiz, Ode to Sultan Ghiyasuddin. Dacca, Baikunta Nath Press, 1904	iv, 16, 14, 15 p. 20 cm.	No. 34
৪৮	Dischер, Friedrich Cheodor. Shakespeare-Dortrage. Sttutt gart & Berlin, I.G.Cottasche Buchhandlung Machfolger, 1905.	2v. 21 cm.	No. 68 & 69

৪৯	Eight photographic copies of some folios of some unidentified Persian manuscripts taken at Dacca	8 plates	No. 74
৫০	Fakhri. Al-adab-us-Sultaniyah vad-Duval-ul-Islamiyah.Tr. into English by Harinath De, with notes	Typed copy. Translation of a part of Al-Fakhri	No. 2
৫১	Guha Chaudhuri, Dwijendranath. Harinath De...a savant. Barishal Hitaishi; Aug. 1, 1945	p. 3.	No. 65
৫২	Imra-' ul-Qais. Qasidah-i-Imra-' ul-Qais	Arabic. Transcribed copy	No. 24
৫৩	India. Rules for the encouragement of the study of oriental languages among officers of the Indian Educational Service, Madras Presidency	8 p.	No. 21
৫৪	Kaccyana. Fragments of Balavataro.	23 p. 33 cm. Pali in Roman Script. Manuscript	No. 30
৫৫	Kalidasa. Abhijnanasakuntalam. English translation by Harinath De. Acts I & II	Metrical translation	No. 30

৫৬	Kalyanamalla. Kalyanamalla's Ananga-ranga	Sanskrit. Transcribed copy	No. 17
৫৭	Konig, Eduard. Historisch-Kritisches Lehrgebäude der Hebräischen sprache. Leipzig, J.C. Heinrichs'sche Buch Handlung, 1890.	v, 602 p. 21.5 cm.	No. 70
৫৮	Kshemendra. Aucityavicaracarca; Oriental press ed, Madras, L.V. Ramachandra Iyer, 1906	93 p. 20 cm. (B.A. Sanskrit text, 1907)	No. 28
৫৯	The Late Babu Harinath De.	Typed copy of the article appearing in The Amrita Bazar Patrika; Friday, Sept. 8, 1911. Obituary notice read by Dr. A.A. Suhrawardy at the monthly general meeting of the Asiatic society.	No. 76
৬০	Law, Jean. Extracts from Law's diary. Tr. by Harinath De	English. Typed copy	No. 6B
৬১	Law, Jean. Mémoire de M.Jean Law	French. Manuscript	No. 3

৬২	Law, Jean. Mémoire de M. Jean Law. Ed. by Harinath De	Various pagings. 24 cm. French. Typed copy. Ed. on behalf of the Calcutta Historical Society	No. 33
৬৩	Law, Jean. Mémoire de M. Jean Law. Ed. by Harinath De	French. Typed copy. Contains letters from Sri Jadunath Sarkar and Mr. Fazl Rubbee.	No. 4
৬৪	Law, Jean. Mémoire de M. Jean Law. Ed. by Harinath De	French. Proof-copy	No. 2
৬৫	Law, Jean. Mémoire de M. Jean Law	xvi, 278 p. T.P. missing. French	No. 33
৬৬	Law, Jean. Portrait		No. 5A
৬৭	Mallinatha. Mallinatha on Meghadutam. Tr. & elucidated by Harinath De	22p. 33 cm. English, Sanskrit. Manuscript	No. 15
৬৮	[Miscellaneous articles of Oriental interest collected from the volumes of the Zeitschrift Deutsche Morgenlandische Gesellschaft]	Various pagings. fold. plate 21 cm.	No. 39

৬৯	Nahhas. An-Nahhas' commentar zur Muallaqa des Imraul Qais, nach der Berliner handschrift herausgegeben von Ernst Frankel.Halle, Lippert'sche Buchhandlung, 1876	xiv, 63p. 22 cm. Arabic with German introduction and notes	No. 31
৭০	Nirvanavyakhyanasastram. Ed. by Harinath De. Calcutta, Satya Press, 1909	11 p. 35 cm. Sanskrit	No. 40
৭১	Nursratjang, Nawab of Dacca. Tarikh-i-Nusratjangi. Ed. by Harinath De. Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1908	vi, 121-153p. 30 cm. (Memoirs of Asiatic Society of Bengal, v.2, 1906) Persian with English preface	No. 26
৭২	Obituary notices on Harinath De, published in newspapers, etc.	Typed copy. Materials appeared in the Amrita Bazar Patrika. Thursday, August 31, 1911, p.7., col. 1; Friday, Sept. 8, 1911, p.7, col. 1-2; Englishman, Sept. 1, 1911. p. 7, col. 2	No. 86

৭৩	Omar-bin-Farez. Diwan Saiyad-i-Omar-bin-Farez.	46 p. 33 cm. Persian. Transcribed copy	No, 19
৭৪	Pratityasamutpada	Tibetan. Transcribed copy	No. 37
৭৫	Pushkin, A.S. Sochineniya, v. 2. 1899	406 p. 22.5 cm. T.P. wanting	No. 72
৭৬	Ramayana. English translation of extracts from the Ramayana by Harinath De	English. Manuscript	No. 12
৭৭	Sacy, Antonie Isaac Silvestre de.Arabic chrestomathy	38 p. 24 cm. Transcribed copy	No. 48
৭৮	Some Chinese letters (alphabets) along with meaning and vocabularies	Various pagings. Manuscript	No. 67
৭৯	Sridharadasa. Sadukti-karnamritam	Sanskrit in Bengali script. Manuscript	No. 36
৮০	Subandhu. Vasavadtta. Tr. by Harinath De. (Incomplete)	English. Manuscript	No. 14
৮১	Testimonials of Harinath De. Calcutta, Printed at Cherry Press, [n.d.]	Cover-title, 8p. 23 cm. Printed. Testimonials from Charles H. Tawney, Edward	No. 29

		B. Cowell, A.A. Bevan, L. Boquel, E. Seymer Thompson, H.J.Wlostenholme, John Peile, H.Rackham, F. Stein gass, Walter W. Skeat	
৮২	Trividya. Bombay, Printed at the American Mission Press, 1833	56 p. 21 cm. T.P. wanting. Sanskrit with English translation under title the threefold science	No. 32
৮৩	Upanishads. Samavediay unpanisad. Tr. into Persian	Sponsored by Dara-i-Shako. Types or blocks specially prepared for the purpose	No. 25
৮৪	Upanishads. Svetasvataropanisad of the Yajurveda. Tr. into Persian.	Sponsored by Dara-i-Shako. Types or blocks specially prepared for the purpose	No. 25A

৮৫	Vedas. Rgveda. Selections from the Rgveda. With English translations by Harinath De	Sanskrit, English. Typed copy	No. 7

[তথ্যসূত্র: National Library of India. Bibliographic Division. (1977)]

তথ্যসূত্র:

১। অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০১৬, ফেব্রুয়ারি ৬)। কঠিন প্রশ্নপত্রের প্রতিবাদে পরীক্ষায় বসেন শিক্ষক মশাইও। *আনন্দবাজার পত্রিকা।* Available at https://www.anandabazar.com/patrika/write-up-on-harinath-dey-by-arghya-bandyopadhyay-1.301977 (Accessed on 8.9.2023)

২। অরিত্র সোম। ২০২৩, আগস্ট, ১১) *একাদশ অশ্বারোহী।* Available at https://www.prohor.in/harinath-dey-the-man-who-learned-34-languages (Accessed on 10.8.2023)

৩। বাঙালির মুখে চোস্ত লাতিন, চমকে উঠেছিল ভ্যাটিকান সিটি। (২০২১, আগস্ট, ১২)। *The Wall .* Available at https://www.thewall.in/magazine/special-feature-story-about-bengali-wonder-talent-polyglot-harinath-dey/talent-polyglot-harinath-dey/ (Accessed on 10.9.2023)

৪। মধুছন্দা চক্রবর্তী। (২০২২, নভেম্বর ১১)। হরিনাথ দে: চৌত্রিশটি ভাষার ভাণ্ডারি। বাংলালাইভ.কম। Available at https://banglalive.com/harinath-de-bengali-polyglot/ (Accessed on 7.8.2023)

৫। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬৭ ব.)। ভাষাপথিক হরিনাথ দে। কলিকাতা, অভী প্রকাশন।

৬। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৩)। *হরিনাথ দে।* নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুকট্রাস্ট।

৭। National Library of India. Bibliographic Division. (1977). *Harinath De.* Nagaraj, M.N. (Ed.). Available at https://indianculture.gov.in/ebooks/harinath-de Accessed on 9.10.2023

শিশু হরিনাথ থেকে আচার্য্য হরিনাথ দে ও মা এলোকেশী দেবীঃ একটি প্রতিবেদন

অন্বেষা বর্মন

লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটি, বারাসাত, কোলঃ – ৭০০১২৫, ই-মেলঃ – anweshabarman96@gmail.com

---

Abstract: *Many adjectives can be used very easily after the name Harinath De. Because, his deeds were so amazing that he will forever remain supreme. His mother Elokeshi Devi was the silent inspiration behind Harinath's huge achievements in career. Although very little is known about Elokeshi Devi, it can be said that she was a woman of strong personality despite being a housewife of that time. Through this writing, an attempt has been made to paint a picture of how much was his mother's influence on Harinath De.*

সারসংক্ষেপঃ *হরিনাথ দে নামের পরে অনেক বিশেষণ খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। কারণ, তার কাজগুলো এতই আশ্চর্যজনক ছিল যে, তিনি চিরকাল সর্বশ্রেষ্ঠ থাকবেন। কর্মজীবনে হরিনাথের বিশাল কৃতিত্বের পিছনে তাঁর মা এলোকেশী দেবী ছিলেন নীরব অনুপ্রেরণা। যদিও এলোকেশী দেবী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়, তবুও বলা যায় যে, সে সময়ের একজন গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এই লেখার মাধ্যমে হরিনাথ দে-এর ওপর তাঁর মায়ের প্রভাব কতটা ছিল তার একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে।*

মুখ্য শব্দঃ *আচার্য্য হরিনাথ দে, ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী, ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস, এলোকেশী দেবী, জামনাধর পোদ্দার ধর্মশালা, দে ভবন।*

ভূমিকাঃ

আচার্য্য হরিনাথ দে শুধুই একজন ভাষাবিদ বা সমাজদরদী মানুষ ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি আই. ই. এস. (ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস) পাশ করেন ১৯০১ সালের ১লা ডিসেম্বর। পাশাপাশি তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি তৎকালীন ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী (যা বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী নামে খ্যাত) -এর গ্রন্থাগারিক

পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়াও ঋষি অরবিন্দের পরে হরিনাথই সেই ব্যক্তি যিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রিপস -এর মতো এক দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছিলেন। এরকম খ্যাতিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সয়েছেন বহু লড়াই, অভাব, অপমান, অবজ্ঞা, অপবাদ ইত্যাদি। তাঁর মাকে লেখা একাধিক চিঠিপত্র থেকে আমরা তা কিছুটা আভাস পাই। হরিনাথ দে'র জীবনে তাঁর মা এলোকেশী দেবীর এক প্রগাঢ় প্রভাব ছিল। সেই সময়ের তুলনায় এলোকেশী দেবী নিজেও ছিলেন এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেও এলোকেশী দেবীর বিষয়ে খুব অল্পই জানা যায়। হরিনাথের লেখা শেষ চিঠির পরে তাঁর মা এলোকেশী দেবীর তেমন কোন তথ্য আর বিশেষ ভাবে উপলব্ধ নেই। এই লেখাতে সেই স্বল্প লব্ধ তথ্যগুলির মালা গাঁথার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচনাঃ - এবার একেবারে গোড়ার কথা দিয়েই শুরু করা যাক। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আড়িয়াদহ গ্রামের নিবাসী উমাচরণ মিত্রের ঘরে জন্ম হয় এলোকেশী দেবীর। বিদ্যানুরাগী উমাচরণ বাবু খুব আদর যত্নে তাঁর ছোট মেয়েকে মানুষ করেছিলেন। উমাচরণ বাবু তাঁর সেই মেয়ের জন্য উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত "বামাবোধিনী" পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন। এলোকেশী দেবীর এই সকল পত্রিকাপাঠের ফলে বাংলা ভাষার প্রতি এক অনুরাগের জন্ম নেয়। পরবর্তীতে আরও তিনটি ভাষা যথা - ইংরাজী, হিন্দি, ও মারাঠি এর উপর জ্ঞান অর্জন করেন তিনি। তাই বলাই যায় যে, বহুভাষী মায়ের প্রভাবেই হরিনাথ দে বাল্যকাল থেকে বিবিধ ভাষা শেখার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

হরিনাথের বাবা ভূতনাথ দে ছিলেন অনাথ এবং সেই কারনে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বহড়ু গ্রামের বাসিন্দা দ্বারকানাথ ভঞ্জ-এর বাড়িতে আশ্রিত ছিলেন। এখানেই এলোকেশী দেবী ও ভূতনাথ বাবু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপরই এলোকেশী দেবীর আসল জীবন যাত্রা

শুরু হয়। ১৮৭৪ - ৭৫ সালে শ্বশুর মশাইয়ের (উমাচরণ মিত্র) কথা অনুযায়ী ভূতনাথ দে রায়পুর যান এবং সেখানেই ওকালতি ব্যবসায় পসার জমাতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক কাজের জন্য ভূতনাথ দে 'রায়বাহাদুর' উপাধিও পান।

চিত্র - শিশু হরি নাথ ও তাঁর মা এলোকেশী দেবী (Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur, 2013)

A group photo taken on the eve of Harinath De's departure for England in April 1897. Harinath De seated in middle row (third from left). His father Rai Bhutnath De Bahadur standing in back row (third from left).

চিত্র - আচার্য্য হরিনাথ দে ও তাঁর বাবা ভূতনাথ দে (Nagaraj, 1977, p.43)

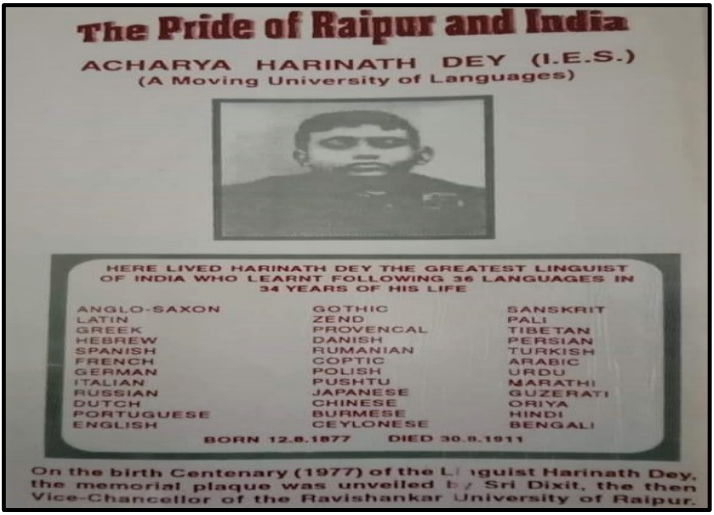

চিত্র - হরিনাথ দে'র অবগত ভাষাগুলির নাম (Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur, 2019)

১৮৭৭ সালের ১২ই আগস্ট হরিনাথ দে জন্মগ্রহণ করেন আড়িয়াদহ গ্রামে। এর বছর খানেকের মধ্যে ছোট্ট ছেলেকে কোলে নিয়েই স্বামীর ঘর করতে এলোকেশী দেবী রায়পুর গমন করেন। তিনি কলকাতা থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত রেলগাড়িতে গিয়ে ১৬০ মাইলের প্রায় অধিকাংশ পথ (নাগপুর থেকে রায়পুর পর্যন্ত) গরুর গাড়িতে করে যাতায়াত করেছিলেন। আর এই দুর্গম পথের সহযাত্রী হিসাবে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) -এর মা ভুবনেশ্বরী দেবী এবং তাঁর পরিবার। তবে, এই পথ অতিক্রান্ত করতে গিয়ে খুব ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। তাই, ১৮৭৫ সালে জামনাধর পোদ্দার দ্বারা নির্মিত নাগপুর রেলস্টেশনের ঠিক কাছে অবস্থিত "শ্রী জামনাধর পোদ্দার ধর্মশালা"-তে তাঁরা সবাই বিশ্রাম করেছিলেন। এরপর রায়পুরের ‘দে ভবন’-এ তাঁরা সবাই বসবাস করতেন, তবে নরেন্দ্রনাথের পরিবার কিছুদিনের জন্য সেখানে বাস করেছিলেন। কিন্তু হরিনাথের পরিবারের কাছে দে ভবনই হয়ে ওঠে তাদের স্থায়ী ঠিকানা।

এই দে ভবনেই দিনে দিনে শিশু হরিনাথ বড় হতে থাকে। মা এলোকেশী দেবী কখনও সবজির খোসা কখনও কাঠ কয়লা দিয়ে খেলার ছলে এক অভিনব পদ্ধতিতে ছেলেকে পড়াশোনা করাতে থাকেন। শিশু হরিনাথ কাঠ কয়লা দিয়ে লিখে লিখে দে ভবনের সকল দেওয়াল ও মেঝে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবেই মায়ের হাত ধরেই হরিনাথের জীবনে অক্ষরের প্রতি প্রীতিভাব জন্মায়। কালক্রমে, তা ভাষা শিক্ষার প্রতি অন্তরঙ্গ আবেগে পরিণত হয়।

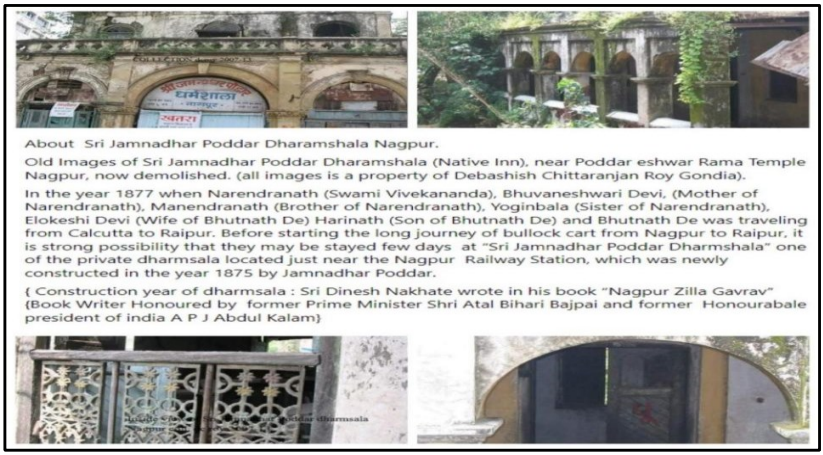

চিত্র - "শ্রী জামনাধর পোদ্দার ধর্মশালা" – রায়পুর গমনের পথে (Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur, 2023)

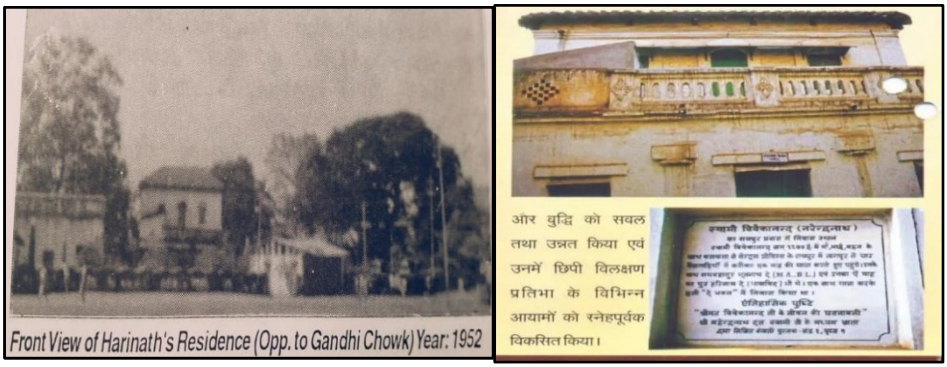

চিত্র - রায়পুরের দে ভবনঃ আচার্য্য হরিনাথ দে'র বাসস্থান (Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur, 2019)

রায়পুর এলাকার গির্জাতে গিয়ে হরিনাথ প্রথমে ল্যাটিন ভাষা শেখেন। যখন হরিনাথের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার মতো বয়স হয়, মা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামে যান। সেখানে পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-এর কাছে হরিনাথের দীক্ষা হয়। মা ও ছেলের

মিষ্টি মধুর সম্পর্কের বোঝাপড়া এতটাই পোক্ত যে যুবক হরিনাথের গুরুদেবের প্রতি কোন আস্থা না থাকা সত্ত্বেও মায়ের কথা রাখতে তিনি অমত করেননি।

এরপরে ১৮৯৬ সালে গরানহাটার পেট্রোকোচিনো ব্রাদার্সের কর্মী নন্দলাল বসু পদমর্যাদায় যিনি ক্যাশিয়ার ছিলেন, তাঁর একমাত্র কন্যা শরৎশোভা দেবীর সাথে হরিনাথের বিয়ে দেন এলোকেশী দেবী। মায়ের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রভাব ছিল হরিনাথ বাবুর জীবনে। যে কারণে হরি নাথের জীবনের অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়েছিল মা এলোকেশী দেবীর দ্বারা। সেই আমলেও এলোকেশী দেবী নিজেই ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, চিঠি ইত্যাদি লেখালেখি সবকিছু করতেন বলে জানা যায়।

উচ্চশিক্ষার জন্য হরিনাথ দে কলকাতা আসার পরে তাঁর মুকুটে একের পর এক পালক যুক্ত হতে থাকে। মায়ের থেকে দূরে গিয়ে মা-ছেলের সম্পর্ক যেন আরও গভীর হয়েছিল। আর তারই সাক্ষ্য বহন করে হরিনাথের লেখা কয়েকটি চিঠি যা তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন।

১৯০৩ সালের ১৫ই অক্টোবর তাঁর মা'কে লেখা একটা গভীর আবেগঘন চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে'র মৃত্যুর আগে বেশকিছু ধার দেনা রেখে গিয়েছিলেন। ঢাকা থেকে লেখা ক্রুদ্ধ এলোকেশী দেবীকে হরিনাথ বাবু চিঠিতে আশ্বাস দেন যে তিনি সুপুত্রের মতো বাবার সকল দেনা মেটাবেন। এই চিঠিতে সুস্পষ্ট যে, হরিনাথ টাকা পয়সা ব্যয় করার প্রতি অতিরিক্ত বেহিসাবী ছিলেন। মা এলোকেশী তাই নিয়ে ছেলের উপর বিরক্ত ছিলেন এবং দুজনের মধ্যে এই নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। চিঠির রচনাকালীন সময়ে শ্রী হরিনাথের আর্থিক অবস্থা জীর্ণ ছিল এবং তাই চিঠিতে তিনি বারে বারে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে কিছুদিনের মধ্যে তিনি টাকার ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর তিনি নিজেকে সংশোধন করবেন। এই চিঠিতেই আরও জানা যায় যে, হরিনাথ মানসিকভাবে খুবই কষ্ট পেতেন কারণ

কোন কোন কারণে লোকে তাঁকে 'অবাদ্ধ সন্তান' বলত এবং তাঁর নিজের পিসি তাঁর মৃত্যু কামনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, হরিনাথ কতটা আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। যদিও বাকিদের অপেক্ষা তাঁর মা যাতে তাঁকে ক্ষমা করে দেন সেটাই সেই সময় হরিনাথ বাবুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১৯১১ সালের ৩রা মার্চে লেখা আরও একটি চিঠিতে মা-ছেলের সম্পর্কের একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী থেকে কর্মচ্যূত হওয়ার হরিনাথ পরে এই চিঠি লেখেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তিনি অভিজ্ঞ এবং স্থিতধী হতে শিখেছিলেন ততদিনে – তা চিঠির লেখনীতে স্পষ্ট। কিন্তু চিঠির শুরুতে শত দুঃখেও চিরনবীন হরিনাথ অতিশয় উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে, তাঁর মা তাঁকে ক্ষমা করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আর তখন তাঁর মা দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামে থাকতেন। এই চিঠির আর একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হল যে পৃথিবীর বিবিধ দেশে ছড়িয়ে থাকা হরিনাথের বন্ধু-বান্ধবদের ব্যাপারে এলোকেশী দেবী অবগত ছিলেন এবং তিনি তাদের কুশল খবরাখবরও নিয়মিত নিতেন।

আলোচিত দুটি চিঠিতেই দেখা যায় যে, হরিনাথ বাবুর মায়ের কাছেই তাঁর ছেলে অনাদি থাকতেন এবং মায়ের কাছ থেকে ছেলের খবর সবসময়ই নিতেন হরিনাথ। মায়ের চিঠিতেই ছেলের প্রতি স্নেহধারা বর্ষণ করতেন ভাষার জাদুকর হরিনাথ দে। আবেগ তাড়িত পিতার চিত্র ফুটে উঠেছে এই চিঠি গুলিতে।

অসন্তোষের অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গতঃ হরিনাথের একটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকা থেকে হরিনাথ তাঁর মাকে এই চিঠিটি লিখিছিলেন (১৫ অক্টোবর ১৯০৩): "তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার অবগত হইলাম। পান্নালালের চিঠি তোমাকে পাঠাইলাম। আমার হাতে প্রায় কিছুই নাই, অতএব তোমাকে আর কিছু এই মাসে পাঠাইতে পারি নাই বলিয়া নিতান্ত লজ্জিত আছি। কলিকাতায় আমার কিছু টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহা পাইলে এবং বেতন পাইলে তোমাকে নিশ্চয় বেশী টাকা পাঠাইব। এটা ১লা নভেম্বরের আগে পাইবে। জানুয়ারী মাস হইতে আমি যাহা মাহিনা পাইব তাহা সমস্ত তোমার হাতে থাকিবে। তোমার যেরূপ ইচ্ছা তুমি সেইরূপ খরচ করিও। আমি তোমাকে সমস্ত ভার দিলাম। ৺বাবার ধারের বিষয় মেসোমহাশয় অম্বিকা বাবুকে বলিও। আমার পরীক্ষা ৪ঠা জানুয়ারী। আমি যে বই লিখিতেছি তাহা লইয়া অতিশয় ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। লণ্ডন ল্যাঙ্কেশায়ারের পলিসি এখানে পাঠাইয়া দিও। তোমার যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিবে। আমার অত্যন্ত কষ্ট হয় যে লোকে আমাকে অবাধ্য সন্তান বলে এবং আমার পিসিমা আমার মৃত্যু পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। ম্যাগ্রা মারা গিয়াছে। বাবার দেনার তুমি আমাকে একটি ফর্দ করিয়া পাঠাইও, আমি সমস্ত শোধ করিব। খুচরা দেনার হিসাব আলাদা পাঠাইও। মা বাপের অপেক্ষা ছেলে কাহাকে অধিক বিশ্বাস করিতে পারে। আমি তোমার ছেলে, আমাকে তোমার কি পর ভাবা উচিত। লোকে খুনী ছেলেকেও নিয়ে ঘর করে। আমি তোমার চক্ষে এত কি দোষ করিয়াছি। আমি আর অধিক কি লিখিব। আমাকে পর মনে করিও না। সন্তান বিধর্মী হইলেও তাহাকে বাপ মা ত্যাগ করে না। তবে আমি এত কি দোষ করিলাম। ইতি তোমার হরি

পুঃ অনাদি কেমন আছে। আমাকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা প্রতিদিন খাটিতে হইতেছে।---" ব্যক্তিগত জীবনের এই অসম্পূর্ণতা হরিনাথ প্রতিভার অপরিণতির অন্যতম মল কারণ হিসেবে পরিগণিত করা যায়।

১ নং - ১৯০৩ সালের ১৫ই অক্টোবর -এ হরিনাথ দে তাঁর মাকে লেখা চিঠি (সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃ. ১৪০)

তথা ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের চাকরি থেকে কর্মচ্যুত করা হয়। এই ঘটনার অব্যবহিতপূর্বে তাঁর মাকে লেখা হরিনাথের পূর্বোক্ত চিঠিটি (৩ মার্চ ১৯১১) উদ্ধৃত করছি:

"পরম পূজনীয়া শ্রীমত্যা মাতাঠাকুরানী
শ্রীচরণকমলেষু
মা,

আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে আমাকে ক্ষমা করিবেন আমি জানিতাম এবং যে ক্ষমা করিয়াছেন তাহাতে আমার কতপত উন্নতির পথ পরিষ্কার হইল।

মানুষের বাঁচিয়া থাকাই পরম সৌভাগ্য। এবং মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে কোন কোন সময় ঈশ্বর তাঁহার অসীম করুণায় মানুষকে যথার্থ পথ দেখাইয়াছেন। আমারও অবস্থা গত তিন বৎসরের মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের কৃপায় জগতের যাবতীয় বন্ধন হাত হইতে এড়াইতে শিখিতেছি। আশা করি এই পথ হইতে জীবনে স্খলিত হইব না।

আমার ভবিষ্যতের বিষয় আমার কোন ভয় কিংবা ভরসা মনে আনি না। ভবিতব্যের গতি মানুষ কখন রোধ কিংবা পরিবর্তন করিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নাটু এবং আমি এবং সরোজের বিবেচনাহীনতা এবং দুর্ভাগ্য। ব্যাঘ্র যে মানুষকে খায় তাহাতে ব্যাঘ্রের কি দোষ? কারণ মানুষের মাংস খাওয়া তাহার স্বভাব। কিন্তু মানুষের ব্যাঘ্র হইতে সাবধান হওয়া কর্তব্য। কারণ দুই একবার মানুষ ব্যাঘ্রের হাত হইতে এড়াইতে পারে কিন্তু সতর্ক না হইলে ব্যাঘ্রের করালগ্রস্ত হইতে হয়। আমি এই সব কথা লিখিয়া কাহাকেও দোষ দিতেছি না। সকলেই নিজের কর্মফল ভোগ করে। ঈশ্বরও মধ্যে মধ্যে দেখাইয়া দেন যে মানুষেরা সকলে স্বীয় স্বীয় পথ অবলম্বন করুক।

অনাদির হস্তাক্ষর দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তাহাকে আমি অনেক ভাল ভাল বই ও বাইসেকল শীঘ্রই পাঠাইব।

আমার কাজের বিষয় কিছুই ভাবিবেন না। কারণ ঈশ্বর যাহা করেন মানুষের মঙ্গলের নিমিত্ত করেন। এই নাড়াচাড়াতে যে আমার ভাল হইবে তাহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

আমি এর মধ্যে আপনার সহিত কিছুক্ষণের জন্য বৈদ্যনাথ আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

ঠাকুর মহাশয়কে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন। বলিবেন যে আমার মনের বিশ্বাস তাঁহার কথাতে আরও অধিক দৃঢ় হইল। যখন যদি চাকরিই যায় (এটা অবশ্য অসম্ভব) ঈশ্বর যখন মুখ দিয়াছেন নিশ্চয় আহারও দিবেন। আর কেহ কাহারও কপাল কাড়িয়া লইতে পারে না। আমার ঈশ্বর ৺পিতাঠাকুরকে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার হিত ছাড়া অহিত হয় নাই। আমিও নিজের কথা সেইরূপ মনে করি। যদি ভবিতব্যতার স্রোতে আমার উন্নতি থাকে তাহা হইলে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। যদি না থাকে তাহা হইলে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নেই।

ধর্মানন্দ আক্কাশ আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গালি ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত। আমরা জনের কোন সংবাদ মিশর দেশ হইতে অনেকদিন হইল পাই নাই।

আপনি শুনিয়া নিশ্চয় দুঃখিত হইবেন যে আমাদের কেডিজের অধ্যাপক ডাঃ জন পীল (John Peile) সাহেব মাস কতক হইল পরলোকগত হইয়াছেন।

আমার প্রণাম জানিবেন ও গুরুজনকে দিবেন। অনাদিকে আমার আশীর্বাদ দিবেন। ইতি

আপনার আহ্লাদিত পুত্র
শ্রীহরিনাথ দে"

চিত্র ২ নং - ১৯১১ সালের ৩রা মার্চে হরিনাথ দে তাঁর মাকে লেখা চিঠি (সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃ. ১২১ - ১২২)

১৯১১ সালের ১৫ই আগস্ট হরিনাথ দে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ যেমন অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল জে. টি. (Lieut. – Colonel J. T. Calvert), ডঃ নীলরতন সরকার, ডঃ প্রাণধন বসু এবং ডঃ হরিনাথ ঘোষ প্রমুখ ডাক্তারেরা পনেরো ষোলো দিন ধরে

চেষ্টা করেও হরিনাথকে বাঁচাতে পারেননি। ১৯১১ সালের ৩০ আগস্ট সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে হরিনাথের জীবনের যবনিকা পতন ঘটে। শেষযাত্রার আগে মা এলোকেশী দেবী নিজে তাঁর ছেলের হাতে রক্ষাবন্ধনী ও চোখে হোমধূমের কাজল পরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর এলোকেশী দেবীর আর কোন খবরাখবর জানতে পারা যায়নি।

চিত্র - মৃত্যু শয্যাশায়ী হরিনাথ (Nagaraj, 1977, p. 48)

উপসংহারঃ

শিশু হরিনাথ থেকে আচার্য্য হরিনাথ হয়ে ওঠার পথে তাঁর মা এলোকেশী দেবীর খুব বড় অবদান ছিল। হরিনাথের শিক্ষা জগতে পাহাড় প্রমাণ কীর্তি থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে উনি ছিলেন আবেগের দ্বারা পরিচালিত। মদ্যপান ও বেহিসেবীপনা তাঁকে বহু কঠিন সময় দেখিয়েছিল। কিন্তু সর্বদা সকল পরিস্থিতিতে হরিনাথ যেন একটি ছোট্ট শিশুর মতো তাঁর মা'কে পাশে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। মা ও ছেলের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাসের জায়গাটা ছিল খুব মজবুত। তাই বলা যেতে পারে যে, শ্রী হরিনাথ দে'র সামনে পেছনে অবগুণ্ঠনে যে নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয় তিনি ছিলেন তাঁর মা এলোকেশী দেবী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

এই লেখাটির সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটির শ্রীমতী বন্দনা বসু (গ্রন্থাগারিক, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী), শ্রী বিপ্লবকুমার চন্দ্র (গ্রন্থাগারিক, ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনলজি লাইব্রেরী), শ্রী সুজনবন্ধু চক্রবর্তী (গ্রন্থাগারিক, অ্যালাইড হেলথ সাইন্স লাইব্রেরী), শ্রীমতী চৈতী ঘোষ (গ্রন্থাগারিক, ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং লাইব্রেরী), শ্রীমতী মৌসুমি আদক (গ্রন্থাগারিক, স্কুল অফ 'ল' লাইব্রেরী), এবং শ্রী কৌশিক দাস (লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনলজি লাইব্রেরী)। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই সেই ব্যক্তিকে যিনি সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক)– এ ছবি দিয়েছেন এবং তার মাধ্যমে আমার এই লেখাটি অনেকটা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর নাম হল দেবাশিস চিত্তরঞ্জন রায় যিনি রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে জড়িত।

তথ্যঋণঃ

১. সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬০). ভাষাপথিক হরিনাথ দে. কলিকাতা : অভী., ২৫৫ পৃ. Retrieved from https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.298546

২. সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৩). হরিনাথ দে. নয়া দিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ৬৬ পৃ. Retrieved from https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.291144/page/n3/mode/2up

৩. অনিলচন্দ্র ঘোষ (১৯৩১). বাংলার মনিষী. ঢাকা : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, পৃ. ৩৪ - ৪৩. Retrieved from https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.512383/page/n49/mode/2up

৪. Nagaraj, M. N. (ed.). (1977). *Harinath De.* Calcutta : Bibliography Divisions, National Library. 78 p. Retrieved from https://archive.org/details/dli.ministry.02516/page/n1/mode/2up?view=theater

৫. Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur. (2013, January 19). *Smt. Elokeshi Debi (De) and Shri Harinath De.* Facebook Page. Retrieved from https://www.facebook.com/JourneyofSwamiVivekanandaIncludingRaipur/photos/a.321781871273394/321781911273390/?type=3

৬. Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur. (2019, August 24). *About "De - Bhawan"*. Facebook Page. Retrieved from https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Em5CpuG2LrcTA2JhFgFvRUYWPGBWNWM8Zt1kcyYW7fb4Cm6rATUi9aiM1TFyPUdMl&id=296336473817934&mibextid=Nif5oz

৭. Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur. (2023, February 13). *About Sri Jamnadhar Poddar Dharamshala, Nagpur*. Facebook Page. Retrieved from https://www.facebook.com/100070570204848/posts/pfbid02k3WVe2Y8BiRbpGEEubfG5gGnkCwWo2EJzKTWiZKGDhyzcDiifZaHo99JZibPGc8Wl/

দে ভবনের স্মৃতিতে হরিনাথ দে

Kaushik Das

Library Assistant, Department of Pharmaceutical Technology
Brainware University, Barasat, Kolkata – 700125,
Email Id – Kaushik.ncp@gmail.com

Abstract

The first Indian to became the librarian of Imperial Library was Harinath De, who was also a polyglot, educationalist and philanthropist. He spent his childhood in Raipur, Chhattisgarh in his father's house which is known as 'De Bhavan'. This house deserves much more importance among the mass as Swami Vivekananda once had lived in this house in childhood along with his sisters, brothers and mother. This unique memory of Dey Bhavan has lifted its existence to such that its equivalent to a temple of Indian heritage. Presently, an English medium school has been established in the memory of Harinath's name in the courtyard of Dey Bhavan. Kudos to the idea of preserving the memory of an educationalist. Government initiative and public awareness are absolutely necessary to save this old Dey Bhavan from being lost in the abyss of time.

সারসংক্ষেপ

হরিনাথ দে ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজদরদী মানুষ, যিনি ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন। তাঁর বাল্যকাল কাটে ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরে পৈতৃক ভিটে দে ভবনে। এই দে ভবন বিশেষ রকম গুরুত্বের দাবী রাখে, কারণ শুধুই যে হরিনাথের স্মৃতিধন্য এই বাড়ীটি তা নয়। স্বামী বিবেকানন্দ শৈশবে তাঁর মা, ভাই, বোনের সাথে এসে থেকেছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যর এক অনন্য স্মৃতি মন্দির এই দে ভবন। বর্তমানে দে ভবনের আঙ্গিনাতে হরিনাথের নামের স্মৃতিতে এক ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল গড়ে উঠেছে। কুর্নিষ জানাতেই হয় শিক্ষাবিদ হরিনাথের স্মৃতি সংরক্ষণের এই ভিন্নধর্মী পন্থাকে। পুরনো আমলের এই দে ভবন'কে কালের গহ্বরে হারিয়ে ফেলা থেকে বাচাতে সরকারী উদ্যোগ এবং জনস্বচেতনতা একান্ত প্রয়োজন।

মুখ্যশব্দ:

দে ভবন, হরিনাথ দে, স্মৃতি সংরক্ষণ, বাল্যকালের স্মৃতি, শিক্ষা।

ভূমিকা

মানুষের কৃতিত্বকে স্মরণে রেখে বহু সড়কের নামকরণ করা হয়, যা আমাদের মনে সেই ব্যক্তির কৃতিত্বের স্বীকৃতির ইতিকথাকে ধরে রাখে। কিন্তু কালের নিয়মে সরণির নামটুকুই কেবল রয়ে যায়, স্মৃতিটি হারিয়ে যায়। এরকমই এক সরণি কল্লোলিনী কলকাতা শহরের গড়পার, মছুয়াবাজার এলাকায় একটি পথের নাম হরিনাথ দে রোড। হরিনাথ দে সেই স্বল্প চর্চিত গৌরবান্বিত একজন বাঙালি যার পরিচয় দিতে হলে বলতেই হবে তিনি ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজদরদী এবং অবশ্যই না বললেই নয় তিনিই হলেন 'ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী' যা বর্তমানে 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে খ্যাত, সেখানকার প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক।

কলকাতা তথা বাংলা থেকে বহুদূরে ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরে আরও একটি পথের নাম হল 'আচার্য হরিনাথ দে রোড'[১]। একই দেশের দুই ভিন্ন রাজ্যর দুই পথরেখাকে একই ব্যক্তির নামের স্মৃতিতে ধরা হয়েছে। এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে রায়পুরের বুধাপাড়া এলাকায় উক্ত রাস্তাটির ধারে রয়েছে একটি পুরনো আমলের বাড়ি যার নাম 'দে ভবন'। এই দে ভবনে'ই এক সময় বসবাস করতেন রায়বাহাদুর ভুতনাথ দে, তাঁরই সুযোগ্য পুত্র হলেন বহুভাষাবিদ হরিনাথ দে।

আলোচনা

এবার ক্ষানিক প্রাককথন প্রয়োজন। হরিনাথ দে'র জন্ম কলকাতার সন্নিকটে কামারহাটি এলাকার আড়িয়দহে মাতামহো উমাচরণ মিত্রের বাড়িতে। বাবা ভূতনাথ দে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহরু'তে দ্বারকানাথ ভঞ্জের আশ্রয়ে বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করলেও

রায়পুরে গিয়ে তিনি তাঁর অকালতির ব্যবসায় পসার জমান। পরবর্তীতে রায়বাহাদুর উপাধিও লাভ করেন। তাঁর নির্মিত দে ভবনে হরিনাথের জন্মের পরে, তিনি তাঁর স্ত্রী এলোকেশী দেবী এবং ছ'মাসের হরিনাথ'কে নিয়ে আসেন। হরিনাথ দের বাল্যকাল এবং প্রাথমিক শিক্ষা এইখান থেকে সম্পন্ন হয়।

মা এলোকেশী দেবী নিজেও ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী। হারিনাথের পড়াশুনোয় হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছেই এই দে ভবনেই। খুব অল্প বয়সেই শিশু হরিনাথের বর্নমালা শেখা ও অক্ষর জ্ঞান হওয়া খেয়াল করেছিলেন বাবা মা দুই জনেই। হরিনাথ দে, এই দে ভবনে বসবাস কালিন রায়পুর হাই স্কুল থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষার প্রতি তাঁর আশ্চর্য্য এক টান জন্মেছিল, এই আনুরাগও সম্ভবত মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া কারণ এলোকেশী দেবী নিজেও একাধিক ভাষা জানতেন। ভাষা জানবার যে তীব্র আবেগ তিনি অনুভাব করতেন তা নিবারণের জন্য পার্শ্ববর্তী গির্জায় গিয়ে ইংরাজী ও লাটিন ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তী কালে কলকাতায় এসে হরিনাথের বিপুল কর্মকান্ড শুরু হয়।

তবে দে ভবন যে শুধুই হরিনাথ দে'র বাল্যকালের স্মৃতি সঞ্চয় করে রেখেছে, তা নয়। সকল বাঙালী তথা ভারতীয়দের কাছে এই দে ভবনের বিশেষ গুরুত্ব হওয়া উচিৎ, কারণ এই দে ভবনেই স্বামী বিবেকানন্দ শৈশবে তাঁর মা, ভাই, বোনের সাথে এসে থেকেছিলেন বেশ কিছুদিনের জন্য।[২][৩] রায়পুরেই বিবেকানন্দ তথা পূর্বনামে নরেন্দ্র নাথ দত্ত বাল্যকালে প্রথম বারের মতো সমাধিস্ত হন। দে ভবন ধন্য যে এই দুই স্বনামধন্য স্বল্পায়ু কর্মযোগী বাঙালীর বাল্যকালের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। শুধুই ইট, কাঠ, পাথরের তৈরী সৌধ নয়, চলমান উদ্দীপ্ত শৈশবের স্মৃতিবাহক দে ভবন, যার ঐতিহ্য সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আরো আনেক বেশি।

কালান্তরে এই দে ভবনের স্বত্ব এসে পরে দে পরিবারের উত্তরসূরি শ্রীমতি আভা বসু'র উপরে। উনি এই পুরো জমি সহ ভিটে দান করেন একটি সেবা প্রতিষ্ঠান'কে যার নাম 'রায় বাহাদুর ভূতনাথ দে চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'।[৩][৪] দে ভবনে ভিটের সংলগ্ন এলাকাতেই এই সংস্থা একটি ইংরাজী মাধ্যমের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। স্কুলটির নাম 'হরিনাথ একাদেমি ইংলিশ মিদিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল'। পিতা পুত্রের কাজকে সম্মান জানিয়ে এই মানবিক উদ্যোগ নিশ্চয়ই প্রসংশার প্রাপ্য, যা একাধারে বিশিষ্ঠজনের স্মৃতি সংরক্ষণ করছে আবার পাশাপাশি সামাজিক ভাবে শিক্ষা প্রসারও ঘটাচ্ছে।

পরিশেষে

হরিনাথ দে কে সম্মান জানানোর এই উপায় সত্যিই সাবাসির যোগ্য কারণ একজন শিক্ষাবিদের স্মৃতি স্মরণে রাখতে তাঁর নামে গড়ে উঠেছে এক শিক্ষালয়। সত্যিকারের সম্মান স্বীকৃতি দেওয়া বোধ হয় এরকমই হয়। কিন্তু বর্তমানে দে ভবনটি সংরক্ষিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কালের গর্ভে কোনো একদিন তলিয়ে যাওয়ার আগে সরকারী উদ্যোগে যদি দে ভবনকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং হারিনাথ দে কে বিস্মৃতির আধার থেকে বের করে এনে জনস্বচেতনতা বাড়ানো হয়, তাহলেই দে ভবন পুরনো আমলের একটি জনশূন্য বাড়ি থেকে ঐতিহ্য মন্ডিত স্মৃতি মন্দির হিসেবে অমরত্ব লাভ করবে।

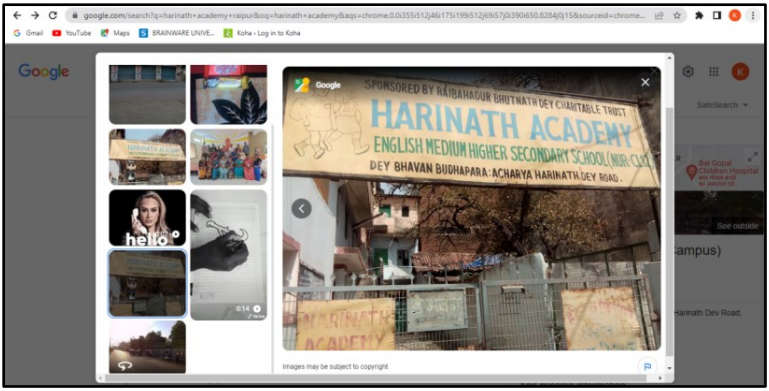

Fig.1 রায়পুরের ঠিকানা [১]

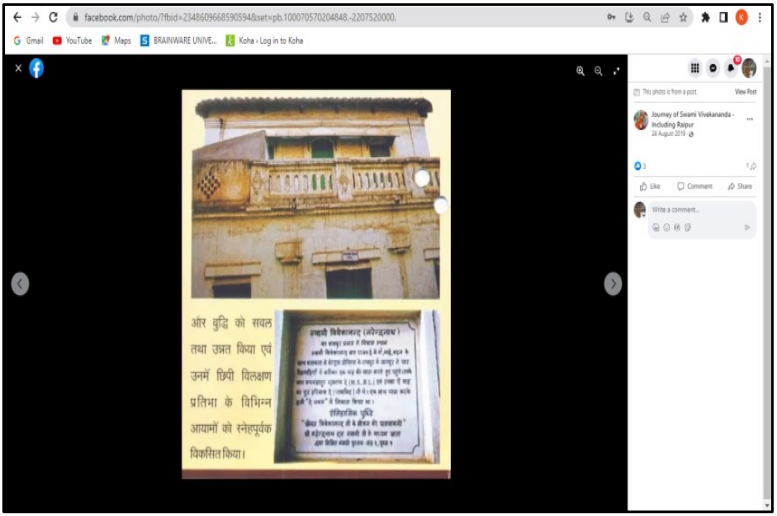

Fig.2 স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি ধন্য দে ভবন [2]

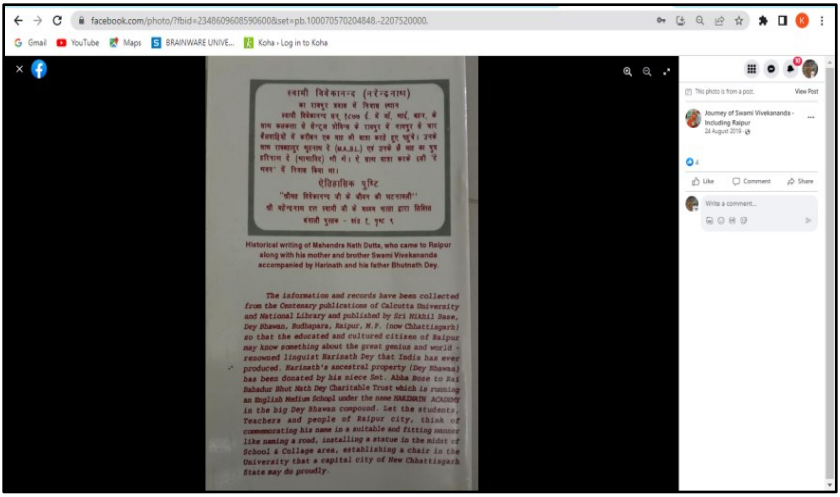

Fig.3 স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি ধন্য দে ভবন এবং হরিনাথ একাডেমী গড়ে ওঠার গল্প[৩]

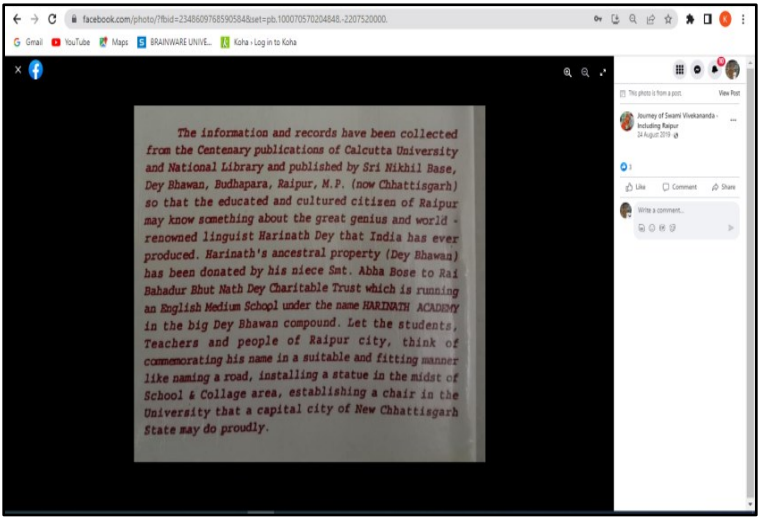

Fig.4 হরিনাথ একাডেমী গড়ে ওঠার গল্প[৪]

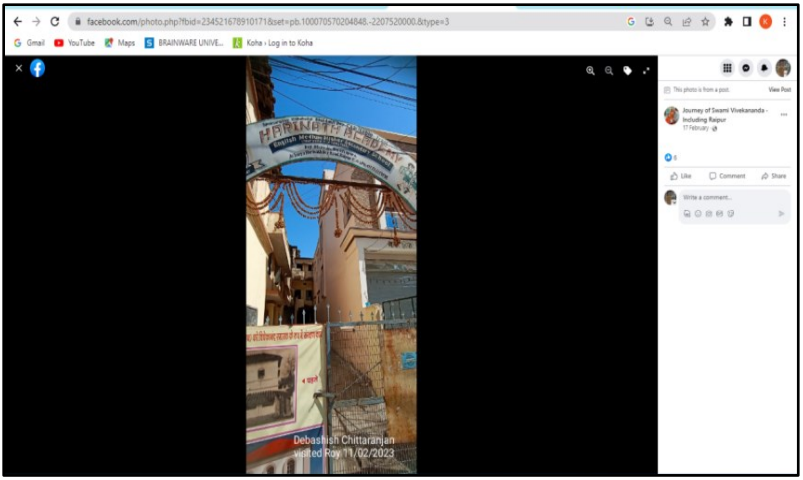

Fig.5 হরিনাথ একাডেমী [৫]

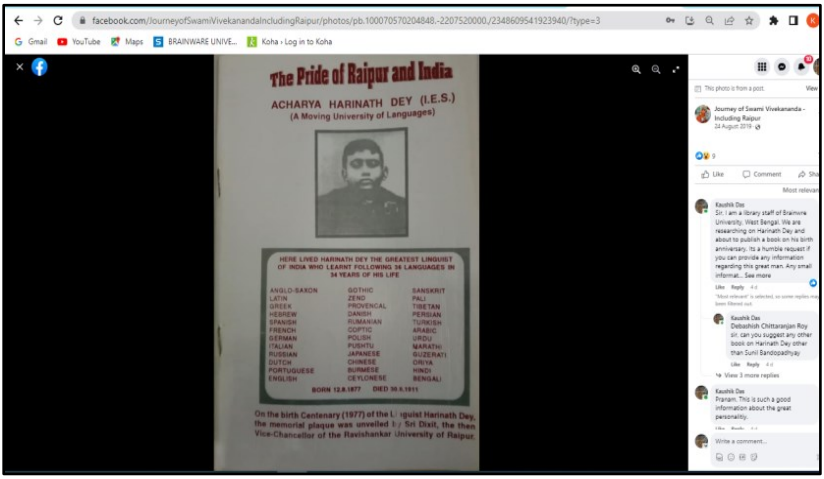

Fig.6 হরিনাথ দের জন্মশতবার্ষিকীতে [৬]

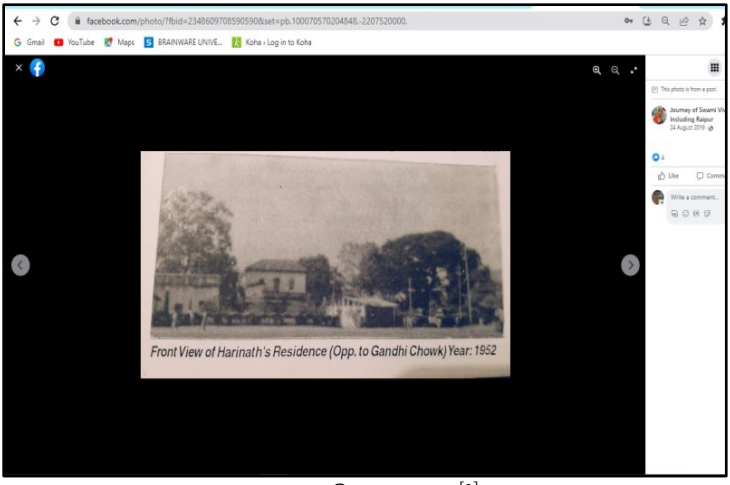

Fig.7 অতীতে দে ভবন [৭]

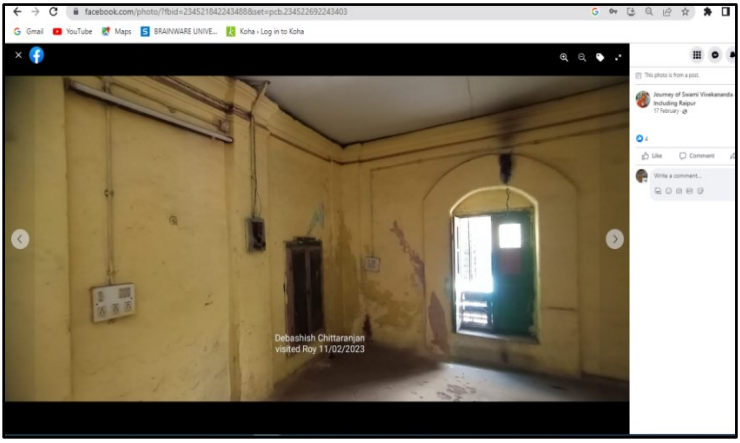

Figure 8 দে ভবনের অন্দরে [৮]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই লেখাটির জন্যে সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয় রায়পুর নিবাসী দেবাশীষ রায় মহাশয়'কে। প্রাক্তন এস বি আই ব্যাংকের কর্মরত এই মানুষটি অবসরের পরে পূর্ণরূপে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাথে

জড়িয়ে রয়েছেন। স্বামীজীর উপর গবেষণা করতে করতে তিনি পৌছন দে ভবনে। সেখানে তোলা প্রচুর ছবি ফেসবুকে তিনি আপলোড করেন। সেই সকল ছবি থেকে তথ্য সংরক্ষণ করে এই লেখাটি লেখা হয়েছে।

তথ্যঋণ

Bari, B. (2024, January 3). *Baharu's Bhanja Barir Katha.* Blogspot.com. https://baharubhanjas.blogspot.com/2006/02/baharus-bhanja-barir-katha.html?m=1

Facebook. (2024). Retrieved January 15, 2024, from Facebook.com website: https://www.facebook.com/JourneyofSwamiVivekanandaIncludingRaipur/photos/pb.100070570204848.-2207520000./2348609541923940/?type=3

Facebook. (2024). Retrieved from Facebook.com website https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234521678910171&set=pb.100070570204848.-2207520000.&type=3

Facebook. (2024). Retrieved from Facebook.com website https://www.facebook.com/photo/?fbid=2348609668590594&set=pb.100070570204848.-2207520000

Facebook. (2024). Retrieved from Facebook.com website https://www.facebook.com/photo/?fbid=2348609608590600&set=pb.100070570204848.-2207520000

Facebook. (2024). Retrieved from Facebook.com website https://www.facebook.com/photo/?fbid=2348609768590584&set=pb.100070570204848.-2207520000

Facebook. (2024). Retrieved from Facebook.com website: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2348609708590590&set=pb.100070570204848.-2207520000

Facebook. (2024). Retrieved from Facebook.com website: https://www.facebook.com/photo/?fbid=234521842243488&set=pcb.234522692243403

harinath academy raipur - Google Search. (2022). Retrieved from Google.com https://www.google.com/search?q=harinath+academy+raipur&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.97284114j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAISFjczWjYyZGwzMDI4QUFBUWZEUHZHWmc%3D

শিক্ষক হরিনাথ দে

স্বপ্না বাগ
Student, BLIS, Netaji Subhas Open University
e-mail - sanabag001@gmail.com

ভাষা মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা, যা অর্থবাহী বাকসংকেতে রূপায়িত হয়ে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে। আর একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তাও করে। আজ আমাদের আলোচনায় এমন এক ব্যক্তির কর্মকান্ডের উল্লেখ পাওয়া যাবে, যার কাছে ভাষা ছিল খেলার বস্তু। যিনি ভাষার যাদুকর নামে, সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি হলেন একাধারে স্বনামধন্য ভাষাবিদ, গ্রন্থপ্রেমিক, গ্রন্থাগারিক, গবেষক, সমাজ প্রেমি - হরিনাথ দে।

হরিনাথ দে'র শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল রায়পুরের মিশন স্কুলে। তবে তাঁর প্রথম অক্ষর জ্ঞান হয় মায়ের কাছে। ১৮৮৭ সালে তিনি রায়পুরের মিশন স্কুলে থেকে আপার প্রাইমারিতে উত্তীর্ণ হয়ে, ভর্তি হলেন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। মিডল স্কুলে পাস করার পর হরিনাথ দে এলেন কলকাতায় উচ্চ শিক্ষার লাভের জন্য। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগের এন্ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৯২ সালে এই কলেজ থেকেই তিনি প্রথম বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সাফল্যের পর হরিনাথ দে মহাশয় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭ জুন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। মানের ক্রমানুসারে তাঁর নাম ছিল নয় জনের পরে এবং এই পরীক্ষায় তিনি একটি স্কলারশিপ, পান। আর ইংরেজী ও লাতিন ভাষায় নৈপুণ্যতার জন্যে, তিনি ডাফ স্কলারশিপ লাভ করেন। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য যে এই বছরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের একাত্তর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একমাত্র হরিনাথ দে মহাশয়ই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে উত্তর কলকাতার এফ. এ. পরীক্ষার পর হরিনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। তাঁর অনার্সের বিষয় ছিল লাতিন ও ইংরেজী সাহিত্য। এরপর থেকে চলতে থাকে একটার পর একটা ভাষায় দক্ষতা অর্জন। ১৮৯৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষায় অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া পর, ১৮৯৭ সালে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট'স কলেজ থেকে হরিনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুন তিনি এই কলেজের ফাউন্ডেশন্ স্কলার নির্বাচিত হন। এবং এই বছরেই তিনি লাতিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনার জন্য পুরস্কার পান। লাতিনে লেখা তাঁর কবিতার বিষয় ছিল 'দক্ষিণ আফ্রিকা'। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেমব্রিজের ক্লাসিকল ট্রাইপস, প্রথম ভাগের প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর খ্যাতনামা শিক্ষকেরা হরিনাথ দে মহাশয় কে যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তা থেকে ঐ তরুণ বয়সে তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কেমব্রিজের কীর্তিমান শিক্ষাব্রতী জন পীল্ (John Peile) তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে যে প্রশংসাপত্রটি দেন তাতে তিনি স্পষ্টতই লেখেন, ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদ লাভের পক্ষেও হরিনাথের যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল। 1901 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে হরিনাথ লন্ডন থেকে ইন্ডিয়া অফিসে রাষ্ট্রসচিব জর্জ হ্যামিল্টন (George Hamilton)-এর কাছে একটি আবেদনপত্র (20 জুলাই 1901) পেশ করেন। এই আবেদনপত্রের সঙ্গে হরিনাথ অনেকগুলি প্রশংসাপত্র পাঠান। এই আবেদনপত্র থেকে জানা যায়যে তিনি সত্বর স্বদেশে ফিরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপকের অভাব পূরণ করতে চাইলেন।

1901 খ্রীস্টাব্দের 1 ডিসেম্বর হরিনাথ আই ই এস্. হয়ে স্বদেশে ফেরেন এবং 7 ডিসেম্বর ঢাকা কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম আই. ই. এস. যাঁর নিয়োগ সরাসরি ইংল্যান্ড, থেকে হয়। এবার শুরু হল তার শিক্ষকতার জীবন, পাশাপাশি শিক্ষা অর্জনের কাজও চলতে থাকলো। শিক্ষক হিসেবে হরিনাথ দে কেমন? অধ্যাপক হিসাবে হরিনাথের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছাত্রদের স্মৃতিকথায়। এ সম্পর্কে তাঁর ছাত্র অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন: "আমি তখন ঢাকা কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (1903)। সেই সময় আমি প্রথম মহামতি হরিনাথ দে-কে দেখি। আমি তাঁকে একটি বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তিনি তাঁর ক্লাস্ নিতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আগে কখনও দেখিনি। তাই কৌতূহলবশত ভাবছিলাম ব্যক্তিটি কে হতে পারেন। আমি ছিলাম অলিন্দে দাঁড়িয়ে। তিনি যখন আমাদের ক্লাসে ঢুকতে গেলেন, আমি তাঁর পিছু পিছু তাড়াতাড়ি এসে সিটে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর পড়ানো শুরু করলেন। তাঁর পড়ানোয় কোনো বহ্বারম্ভ বা আতিশয্য ছিল না। আমাদের পড়াব বিষয় ছিল Enoch Arden। তিনি তাতে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। অত্যন্ত পাণ্ডিত্য সহকারে তিনি কথার পর কথা, বাক্যাংশের পর বাক্যাংশ ও বাক্যের পর বাক্য বিশ্লেষণ করে চললেন। এই রকম পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ঘটেনি।...

"কিন্তু তাঁকে আমাদের মধ্যে বেশিদিন পাওয়ার সৌভাগ্য হলোনা। খুব শীঘ্রই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হয়ে গেলেন যে অল্প সময় তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন তার মধ্যেই তিনি ছাত্রদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ নিজের অসাধারণত্ব সম্পর্কে তিনি একেবারেই সচেতন ছিলেন না।" অধ্যাপক হিসাবে হরিনাথের এই জনপ্রিয়তা মোটেই আকস্মিক নয়। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েই তিনি ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের কয়েকটি

পাঠ্যপুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 1902 খ্রীস্টাব্দে তাঁর নিপুণ সম্পাদনায় Macaulay's Essay on Milton প্রকাশিত হয়। সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি জন মিল্টন (John Milton) সম্পর্কে মেকলে সাহেবের এই রচনা খুবই জটিল। মেকলে ছিলেন ইংরেজ ঐতিহাসিক। বহু ভাষায় ও বহু বিদ্যায় তাঁর অধিকার ছিল। আর তাই তাঁর রচনায় স্বভাবতই এসেছে সমস্ত যুগের ও সমস্ত কালের কথা। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি ঠিক শিক্ষামূলক ইতিহাস নয়। তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে যথার্থই তুলনা করা যায় স্বয়ং মিল্টনের লেখার। উভয়েরই রচনায় বিষয়ের বিস্তার এবং বিস্তাবত্ত। মেকলের লেখা সাধারণত সহজ ও সরল নয়। আর বিশেষত তা ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে সঠিকভাবে বোঝা খুবই কষ্টকর। ছাত্রদের এই অসুবিধার কথা ভেবেই হরিনাথ এ কাজে হাত দেন। আর ছাত্রদের বোঝবার সুবিধার জন্য এই রচনা সম্পাদনায় তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা, ঢাকা, সংক্ষিপ্তসার, পরিশিষ্ট প্রভৃতি অংশে হরিনাথের পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত অসংখ্য জটিল কথার তিনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বোপরি মূল রচনায় গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, ইতালীয়, ফরাসী, পর্তুগীজ, জার্মান প্রভৃতি সাহিত্যের যেসব অংশের উল্লেখ আছে, সেগুলিরও তিনি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এমন কি মেকলে লিখিত ভুল তথ্যগুলিও শুধরে দিয়েছেন হরিনাথ। মেকলের এই লেখা সম্পদনা করে হরিনাথ তাই ছাত্রদের দ্বথেষ্ট উপকার করেছেন। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সম্পাদিত হলেও উৎসুক পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ আজও খুব মূল্যবান্।

1906 খ্রীস্টাব্দে তিনি Macaulay's Life of Goldsmith সম্পাদনা করেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith) ছিলেন বিখ্যাত লেখক। উপন্যাস, কবিতা, নাটক সবই তিনি লিখেছেন। আর তাঁর জীবনও ছিল বিস্ময়কর। সুতরাং তাঁর জীবন সম্বন্ধে মেকলের এই

আলোচনায় নানা বিষয়ের অবতারণা স্বাভাবিক। এই একই বছরে হরিনাথের Notes on Webb's Selections from Wordsworth, Part I প্রকাশিত হয়। কবি উইলিয়ম্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Willi m Wordsworth'-এর কবিতার এই নির্বাচিত সংকলনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। বলা বাহুল্য, হরিনাথ সম্পাদিত এই গ্রন্থটি ছাত্র ও উৎসুক পাঠকসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।1903 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথের বিখ্যাত Lecture Notes on Palgrave's Golden Treasury, Book IV প্রকাশিত হয়।তাঁর Golden Treasury নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ইংরেজী কাব্য-সঞ্চয়ন। শুধু তাই নয়, তাঁর এই বিখ্যাত সংকলন প্রকাশের পর কবিতায় অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। আজও পাঠক- সমাজে তাঁর এই কাব্য-সংকলন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর হরিনাথ সম্পাদিত এই গ্রন্থটিও নানাকারণে মূল্যবান্। প্রায় পাঁচশ পাতারই গ্রন্থের ভূমিকা, ঢাকা ও সংক্ষিপ্তসার অংশগুলি ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপযোগী। সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ছাত্রদের আগ্রহী করার জন্য তিনি এই গ্রন্থে এক অপূর্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইংরেজী কবিতা আলোচনার সময় তিনি গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত, আরবী, পারসীক, জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি সাহিত্য থেকে অজস্র স্বচ্ছন্দ উপমা দিয়েছেন। এই ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনা পৃথিবীর সব দেশেই দুর্লভ। কেননা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উভয় সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান না থাকলে এই অসংখ্য তুলনা মনে আসা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, হরিনাথের বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি এ বিষয়ে তাঁর খুবই সহায়ক হয়েছিল। অধ্যক্ষ চার্লস্ হেরি টনি এই সম্পাদনায় খুব মুগ্ধ হন। ইংল্যান্ড থেকে এক বাক্তিগত চিঠিতে তিনি হরিনাথেষ পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন যে এই বই পড়লে ছাত্রদের আর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার দরকার হবে না। 1904 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথের Lecture Notes on Typical

Selections প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সম্পাদিত গ্রন্থটিও ছাত্রসমাজে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

শুধুমাত্র ছাত্রদের শিক্ষায় সাধ্যমত সাহায্য করাই নয়, হরিনাথ ইতিমধ্যে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন (1905)। এছাড়া এই বছর থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ ভাষাসমূহ, আরবী, পারসীক ও উর্দু বিদ্যাপর্ষদের সদশ্য ছিলেন। অল্পকাল পরে উল্লিক্ষিত বিভিন্ন বিদ্যাপর্ষদের মধ্যে আর্মানীয় ও হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য যুক্ত হলে হরিনাথ এই দুটি বিষয়েরও সদশ্য হলেন (1906-1907), এ যথার্থই এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। প্রায় এই সময়ে প্রকাশিত হাতে-লেখা প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় (1905) তিনি ধারাবাহিকভাবে কালিদাসের ' অভিজ্ঞানম -শকুন্তলম্' নাটকের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ শুরু করেন। একথা জানা যায় এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের স্মৃতিকথায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে হরিনাথ আরবী, পারসীক ও বাংলা ভাষা থেকে কিছু গদ্য ও পদ্যাংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। আর এইসব নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে হরিনাথের যুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছিল। শুধুমাত্র ছাত্রদের নয়, সহকর্মী ও তরুণ অধ্যাপকদেরও বিদ্যাচর্চায় তিনি সাগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। একটি ঘটনা। ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তখন কলকাতার রিপন কলেজে পড়ান। একদিন কোনো বইয়ে তিনি একটি লাতিন কবিতার উদ্ধৃতি পান। লাতিন ভাষা তিনি জানতেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি এই জটিল লাতিন কবিতাটির সঠিক অর্ধ বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি বাধ্য হয়েই হরিনাথের খোঁজে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র যখন ঠিক অধ্যাপকদের ঘরে এসে পৌঁছেছেন, হরিনাথ সে

সময়ে ক্লাস নিতে যাচ্ছেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আসার কারণ জেনে হরিনাথ বললেন: 'আমার তো এখন দাঁড়ানোর সময় নেই। তুমি বরং এক কাজ করো । ঐখানে ঐ মনোমোহন ঘোষ বসে আছেন। ওঁর এখন ক্লাস নেই। তুমি এঁকে লাতিন কবিতার উদ্ধৃতিটি দেখাও।' এই বলে হরিনাথ ক্লাসে চলে গেলেন। লাতিন ও গ্রীক ভাষা তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও এই লাতিন কবিতার অর্থ করতে পারলেন না। এমন কি তিনি কবির নামও বলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে ঘণ্টা বেজে গেল; মনোমোহন ক্লাসে যাওয়ার জন্য উঠলেন। হরিনাথ তাঁর ক্লাস থেকে ফিরে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখে তিনি জানতে চাইলেন তাঁর কাজ মিটেছে কিনা। তারপর ব্যাপারটা শুনে তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি লাতিন কবিতার উদ্ধৃতিটি দেখতে চাইলেন। আর উদ্ধৃতিটি দেখা মাত্রই তিনি কবির নাম বলে দিলেন। শুধু তাই নয়; তিনি এই জটিল লাতিন কবিতার মুখে মুখেই ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ বলে চললেন। তিনি এই অনুবাদ এত তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করলেন যে প্রফুল্লচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'স্যার, একটু আস্তে বলুন'।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপকেরা সকলেই হরিনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন। এই কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি এক সময় হ্যারিংটন হিউ মেল্ডিস্ প্যাসিভ্যাল্ (Harrington Hugh Melville Percival)-এর কাছে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁর এই প্রতিভাবান্ ছাত্র ও সহকর্মীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। লাতিন ও গ্রীক ভাষায় হরিনাথের পাণ্ডিত্য এই প্রবীণ অধ্যাপককে মুগ্ধ করেছিল। আর তাই তিনি তাঁর ক্লাসের ছাত্রদেরও স্বচ্ছন্দে বলতেন, হরিনাথের কাছে তিনি এই দুই প্রাচীন ভাষা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেন। মনোমোহন ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মির্জা আশরফ আলি, হেরি আর্নেস্ট স্টেপল্টন (Henry Ernest Stapleton), এরুনেস্ট ফ্রেডেনবুর্গ

(Ernest Vredenburg) প্রমুখ সহকর্মী ও বন্ধুরা সকলে হরিনাথ সম্পর্কে আজীবন শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

গ্রন্থাগারিক হরিনাথ দে, তাঁর রচনাসম্ভার এবং অমূল্য সংগ্রহ

***মৌসুমী আদক**
গ্রন্থাগারিক, আইন বিভাগ, ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়
Email: mousumiadak21@gmail.com

চৈতী ঘোষ
গ্রন্থাগারিক, ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং, ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়
Email: mrschaitighosh@gmail.com

Abstract: *This article aims to bring light to the works and contributions of Harinath De, a distinguished Indian historian, scholar, and polyglot whose remarkable legacy has faded with the passage of time. Despite his exceptional achievements, Harinath De remains relatively obscure in contemporary discourse. The article tries to focus on his works as a librarian and his contribution to the enrichment of scholarly work.*

Keywords: *Harinath De, Imperial Library, Librarian, Indian historian, scholar, polyglot, linguistic, literature, intellectual heritage*

সারসংক্ষেপ : হরিনাথ দে, একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত এবং বহুভাষাবিদ। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রন্থাগারিক হরিনাথ দে , তাঁর রচনাসম্ভার এবং তাঁর অমূল্য সংগ্রহের দিকগুলির ওপর আলোকপাত করা। যদিও তিনি তাঁর সময়ে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তবুও তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণামূলক কাজ খুব কমই হয়েছে। এই গবেষণায় তাঁর কর্ম জীবনের বিশেষ দিকগুলি মূলতঃ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন, তাঁর অসাধারণ লেখনী এবং দুর্মূল্য পুস্তক এবং পাণ্ডুলিপির সংগ্রহগুলিকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ: হরিনাথ দে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, গ্রন্থাগারিক, ভারতীয় ইতিহাসবিদ, বহুভাষাবিদ, সাহিত্য

ভূমিকা

মানব সভ্যতার আদিম যুগ থেকেই মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে ভাষা। আদিম যুগের মানুষ ভাষার আদান প্রদান করতো সংকেতের মাধ্যমে। তারপর এলো চিহ্ন , এলো অক্ষর

এবং ক্রমে তা ভাষায় পরিণত হল। দেশ-রাজ্য-অঞ্চল বিশেষে ভাষার নানা বিবর্তন দেখা গেল। ভারতবর্ষে নান জাতি-ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে ভাষার বিভিন্নতা দেখা গেল সব থেকে বেশি। বাংলা তো বটেই, ভারতের ইতিহাসেও এমন বহু ভাষাবিদ মানুষ খুব কম। সেই ক্ষণজন্মাদেরই প্রতিনিধি হরিনাথ দে। অদ্বিতীয় ভাষাবিদ ও পন্ডিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন হরিনাথ দে, তাঁর চৌত্রিশ বছরের জীবৎকালে এবং এই সল্পায়ু জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন এক কিংবদন্তীর নায়ক।

এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও অধিকার ছিল। শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যচর্চাই নয়, মাতৃভাষা ছাড়া সংস্কৃত, লাতিন, গ্রীক, ইংরেজী ও ফরাশীতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। হরিনাথের ভাষার প্রতি গভীর জ্ঞান এবং অধিকার দেখে রাশিয়া, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হন এবং তাঁরা নানা সময়ে নানা উপহার এবং পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। ৩০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি গ্রীক, লাতিন, প্রভসল, প্রাচীন ফরাসী, পতুগীজ, ইতালীয়, স্পেনীয়, করাসী, রুমানীয়, ডাচ, ড্যানিশ, আংলোস্যাকশন, গথিক, প্রাচীন ও মধাযুগীয় হাই জার্মান, সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, চীনা (ক্লাসিক্যাল), তুকাঁ, জেন্দ, হিব্রু (বিবলিকল), আরবী, পারসীক, উর্দু , হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

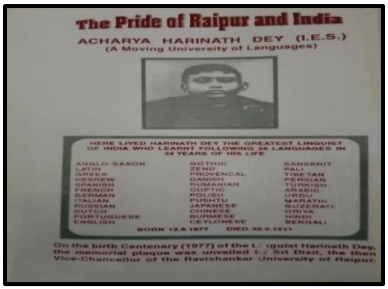

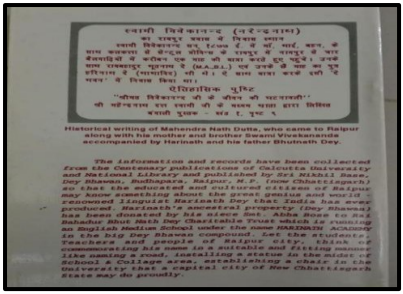

চিত্র ১ ও ২ : 'দে ভবন', রায়পুর, ছত্তিশগড় কর্তৃক প্রকাশিত স্যুভেনিয়র এবং ফলক (টেবলেট) স্যুভেনিয়রের ছবি (ছবির সৌজন্যে : Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur. (2019, August 23). *About "De- Bhawan".* Facebook.com

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রন্থাগারিক হরিনাথ দে , তাঁর রচনাসম্ভার এবং তাঁর অমূল্য সংগ্রহের দিকগুলির ওপর আলোকপাত করা। যদিও তিনি তাঁর সময়ে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তবুও তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণামূলক কাজ খুব কমই হয়েছে। এই গবেষণায় তাঁর কর্ম জীবনের বিশেষ দিকগুলি বিশেষতঃ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন, তাঁর অসাধারণ লেখনী এবং দুর্মূল্য পুস্তক এবং পাণ্ডুলিপির সংগ্রহগুলিকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণা পত্রে দুই গবেষক ডকুমেন্টারি রিভিউ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের পর্যালোচনাটি পেশ করেছেন। হরিনাথ দে তৎকালীন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণামূলক কাজ খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না। তবুও তাঁর ওপর যে সমস্ত কাজগুলি উপলব্ধ, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল :

- ঘোষ, অনিলচন্দ্র, (ঢাকা. (১৩৩৮ ব.). *বাংলার মনীষী.* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (১৩৬৭ ব.). *ভাষাপথিক হরিনাথ দে.* অভী প্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (1983). *হরিনাথ দে.* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

এই গবেষণা পত্রে দুই গবেষক উপরিউক্ত তথ্যগুলি পর্যালোচনা করে, গ্রন্থাগারিক হরিনাথ দের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন।

পটভূমি:

জন্ম এবং বংশ পরিচয়:

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট কলকাতার কাছেই চব্বিশ পরগনা জেলার আড়িয়াদহ গ্রামে হরিনাথের জন্ম। হরিনাথের মা এলোকেশী দেবী ছিলেন আড়িয়াদহের উমাচরণ মিত্রের ছোট মেয়ে। তাঁর পিতা রায় ভূতনাথ দে বাহাদূর মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। অন্যান্য মনীষীগনের ন্যায় জননীর প্রভাব তাঁর জীবনকেও অনেকখানি নিয়ন্ত্রন করেছে। তাঁর অসামান্য জ্ঞানস্পৃহার প্রেরণা ছিলেন তাঁর স্নেহময়ী জননী । তিনি ইংরেজি, বাংলা, মারাঠি ও হিন্দি এই চারি ভাষায় সুদক্ষা ছিলেন। বর্ণমালার সাথে পরিচয় এবং মাতৃভাষার সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটেছিলো তাঁর মায়ের হাত ধরেই। শোনা যায় পিতার নিকট হরিনাথ চার বছর বয়সে সমস্ত বাইবেল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।

শিক্ষা

রায়পুরের মিশন স্কুলে হরিনাথের বাল্যশিক্ষার সূচনা। ১৮৯৭ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার সুযোগ পান। । ওই বছরই

বিলেতে থাকাকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রিক ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দেন এবং এই পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

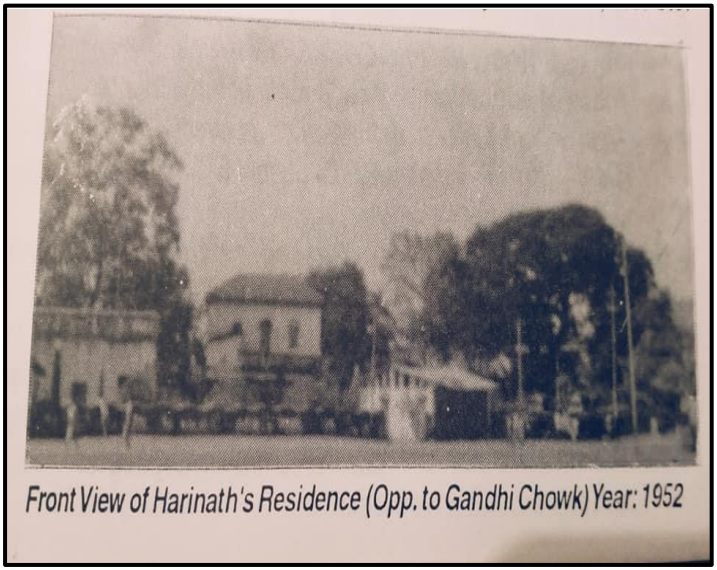

চিত্র ৩ : হরিনাথ দে-র বাসভবন

ছবির সৌজন্যে : Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur. (2019, August 23). *About "De- Bhawan".* Facebook.com

কবিতার জন্য তিনি স্কীটস পুরস্কার ও লর্ড চ্যান্সেলর পদক প্রাপ্ত হন, একজন বাঙালি যুবকের পক্ষে এটি কম গৌরবের বিষয় ছিল না।

অধ্যাপনা

ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে হরিনাথ ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে চাকরি লাভ করেন। এই চাকরি পেয়ে তিনি কিছুদিন ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। এবং পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হয়ে আসেন।

চিত্র ৪ : আচার্য্য হরিনাথ দে

ছবির সৌজন্যে : ঘোষ, অনিলচন্দ্র, (ঢাকা. (১৩৩৮ ব.). বাংলার মনীষী. (পৃ. ৫). প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

কিন্তু অধ্যাপনায় তাকে আনন্দ পেতেন না, তাঁর আনন্দ ছিল অধ্যয়নে। তাই অবশেষে তিনি কলিকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদের জন্য আবেদন করলেন এবং তিনি পদে অধিষ্ঠিত হলেন। এবার তাঁর অধ্যয়নের ইছাপূরণের পূর্ণ সুযোগ তিনি পেলেন।

পর্যালোচনা:

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক জন আলেকজান্ডার চ্যাপম্যান (John Alexander Chapman)-এর 'দি ক্যারেক্টার অফ ইন্ডিয়া' (The Character of India) এই গ্রন্থটি পাঠ করলে হরিনাথের অসাধারণ ভাষাজ্ঞান এবং ইম্পিরিয়াল (অধুনা ন্যাশানাল লাইব্রেরী) লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁর ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে জানা যায়। মাত্র ৩৪ বছরের জীবনে প্রায় ৩৬টি ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল। পৃথিবীর প্রায় সবগুলি প্রধান ভাষা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান থাকা

সত্ত্বেও এ হেন এক অসাধারন পন্ডিত ব্যক্তিকে নিয়ে আমাদের দেশে যথার্থ গবেষনার অভাব দেখা যায়।

কলকাতার ইম্পিরিয়াল (বর্তমানের ন্যাশনাল লাইব্রেরী) লাইব্রেরীর সঙ্গে হরিনাথের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কলকাতার জনপ্রিয় গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী গুলোর মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম হলো ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (Imperial Library)। এটি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর (The Calcutta Public Library) সাথে একত্রিত হয়ে বর্তমানের ন্যাশনাল লাইব্রেরী (National Library) নামে পরিচিত হয়। ১৮৯১ সালে ভারত সরকারের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি একত্রিত করে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সূচনা হয়। ১৯০২ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের (Lord Curzon) প্রচেষ্টাতেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর এবং কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী একত্রিত হয় এবং ১৯০৩ সালের ৩০ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত হন জন ম্যাকফার্লেন (John Macfarlane)। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর এই পদটির জন্য হরিনাথ ভারত সকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠান এবং আবেদন পত্রের সঙ্গে সিরিয়া থেকে ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটি চিঠিও যুক্ত করেন। এটি তাঁর বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দেয়। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদ লাভের জন্য হরিণাথ দে-কে সহায়তা করেছিল :

১) এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার প্রতি তাঁর উল্লেখযোগ্য দক্ষতা
২) বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

১৯০৭ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারি হরিনাথ দে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত হন। কর্মক্ষেত্রে তিনি কতটা পারদর্শী ও দায়িত্ববান ছিলেন সেটা তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন।

পুস্তকের যথাযথ ব্যবহারের জন্য তালিকা তৈরি করা, গ্রন্থ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বার্ষিক নথি সৃষ্টিতেও তিনি তাঁর কর্মদক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন।। এছাড়াও ইউরোপীয় ভাষায় লেখা পুস্তকের বিষয়সূচী রচনার ক্ষেত্রেও তিনি আগ্রহ দেখান।

বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই বইয়ের উপযুক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতিও তিনি করেছিলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি অনেক মূল্যবান পুস্তক কেনার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস থেকে প্রকাশিত ১৭ শতকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি লাইব্রেরীর জন্য সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থটি ইতালীয় ভাষায় লেখা ফিলিপ্পো-র (Filippo) 'প্রাচ্য ভ্রমণ'। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বিষয়ভিত্তিক পুস্তক-তালিকার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। বনানুক্রমিক এই পুস্তক-তালিকার প্রথম খন্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ৫৪৭। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই পুস্তক-তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩১৫। প্রথম খন্ডে সংযোজিত হরিনাথ দের ভূমিকা থেকে জানা যায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লাইব্রেরী কর্তৃক সংগৃহীত যত গ্রন্থ ছিল তাঁর বিষয়সূচি এই দুই খন্ডে সম্পন্ন হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত এবং ভারত সরকারের উদ্যোগে মুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থের একটি বিস্তারিত তালিকা চতুর্থ ভাগে প্রকাশ করেন। ৫৪৩ পৃষ্ঠার বিস্তারিত তালিকার সাথে তাঁর লেখা মূল্যবান ভূমিকাটিও সংযোজিত হয়। হরিনাথ দে প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায় বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলিকে বর্ণানুক্রমে ভাগ করায় পাঠকদের পক্ষে তা খুবই সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যা চর্চায় উৎসাহী অনেক ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন । এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাঁর

ছাত্র রাধাগোবিন্দ বসাক। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদও গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় তাঁর সহযোগিতা লাভ করেছেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর মতো সংকটপূর্ণ বা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযুক্ত দক্ষতা তাঁর ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি গ্রন্থাগারের পদ গ্রহণ করার পূর্ব থেকেই কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর বাল্যবন্ধুকে করণিক পদে নিযুক্ত করায় লাইব্রেরীর কর্মচারীরা ইর্ষান্বিত হয়েছিলেন এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন যে গ্রন্থাগারিক পদ থেকে তাঁর অপসারণ অনিবার্য হয়ে ওঠেছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি গ্রন্থাগারের কাজ থেকে সরে দাঁড়ান এবং হরিনাথের পর জন আলেকজান্ডার চ্যাপম্যান (Alexander Chapman) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর গ্রন্থে হরিনাথ সম্পর্কে বিশেষত তাঁর চাকুরী জীবনের বিষাদময় পরিণতিকে তুলে ধরেছিলেন। যদিও চাকুরী ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় হরিনাথের মানসিকতায় আঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি।

রচনাসম্ভার:

ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন রাখাল দাসের লেখা 'ইংল্যান্ডের ডায়েরি' (The English Diary of an Indian Student, 1861-62)-র একটি ২৭পাতার ভূমিকা লিখে দেন। এই ভূমিকায় রাখাল দাসের জীবন ও কর্মের নানা তথ্য পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি আবু আব্দুল্লাহ মহম্মদ ইবন বতুতার আরবি রচনা 'বাংলাদেশের বিবরণ' এবং সমসুদ্দিন মহম্মদ হাফিজ-এর পারসীক রচনা 'সুলতান গিয়াসুদ্দিনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা'-র ইংরেজি অনুবাদ করেন।

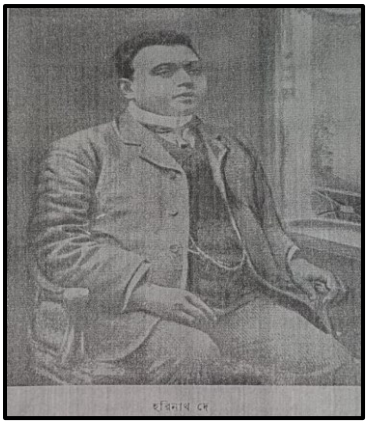

চিত্র ৫ : হরিনাথ দে, ছবির সৌজন্যে : বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (১৩৬৭ ব.). ভাষাপথিক হরিনাথ দে . (পৃ. ২). অভী প্রকাশন

তাঁর অনুদিত এই দুটি রচনা পুস্তিকাকারে (Miscellanea) প্রকাশিত হয়। হাফিজের লেখা পারসীক রচনাটির অনুবাদ বিভিন্ন টিকাকারক এবং অনুবাদকের এতকালের বিভ্রান্তের সমাধান হরিনাথ করেন। অনেককাল পরে হরিনাথ কর্তৃক ইবন বতুতার অনুবাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের জার্নাল-এ (১৯৭১-৭২) পুনর্মদ্রিত হয়।

১৯০৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে কলকাতার 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এর মুখপত্র 'জার্নাল অফ দি মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এ প্রকাশিত হয় 'কা'ব' (K'ab)-এর বিখ্যাত আরবি গীতিকবিতার ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদটি ভূমিকা ও টিকা সহ প্রকাশিত হয়। তিনি পাঁচ জন বিখ্যাত আরবি কবির প্রায় ১৩টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন।

১৯০৬ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্ত সংগৃহীত গ্রন্থের বিষয়সূচি তিনি দুটি খন্ডে প্রকাশিত করেন। ১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসে বিষয়ভিত্তিক পুস্তক তালিকার প্রকাশ করেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-মার্চে উক্ত জার্নালের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় পঙ্কজিনী বসুর 'সূর্যমুখী' এবং রানী মৃণালিনীর 'ডেকেছি কেন?' কবিতার ছন্দবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদ। এই অনুবাদের টিকা থেকে জানা যায় পঙ্কজিনী বসুর উক্ত কবিতাটির ১৭ শতকের স্পেনীয় সাহিত্যের এক মহান লেখক পেদরো কালদেরোন দে লা বারকা (Pedro Calderon de la Barka)-র 'বিস্ময়কর যাদুকর' নামক নাটকের একটি অংশের সাথে আশ্চর্য মিল আছে। তাই বলা যায় তাঁর এই অনুবাদ (Translations from the Poetesses of Bengal) আমাদের অনুবাদ চর্চার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

তাঁর আরেকটি দুঃসাহসিক কাজের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১১ই নভেম্বর কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত 'ইন্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বন্দেমাতরম সংগীতটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, গভীর দেশপ্রেম । কারণ সে সময় সরকারি নির্দেশ অনুসারে বন্দেমাতরম সংগীতটির শুধু উচ্চারণই রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হরিনাথ লাতিন ভাষাতেও বন্দেমাতরম- এর অনুবাদ করেন। ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত থেকে সরকারী আদেশ অমান্য করার মতো সাহস সত্যই দুর্লভ।

১৯০৬ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে টমাস উইলিয়াম রীস ডেভিডস সম্পাদিত বিখ্যাত 'জার্নাল অফ দি পালি টেক্সট সোসাইটি'-থেকে প্রকাশিত তাঁর টিকার (Notes) প্রথম অংশের বিষয় ছিল পানিনি ও বুদ্ধঘোষের কাল। বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যায় হরিনাথ দেকে একজন যথার্থ পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য করা যায়।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ হরিনাথ ভূমিকা সহ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এর প্রথম দুটি অংকের ইংরেজি অনুবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। তাঁর লিখিত ভূমিকা থেকে জানা যায় শকুন্তলা একখানি গীতধর্মী নাটক। ইতালীয় ভাষায় লেখা তোর্কআতো তাসসো (Torquato Tasso)-এর 'আমিনতা' এবং জোভান্নি বাত্তিস্তা গুআরিনি (Giovanni Battista Guarini)-এর 'বিশ্বস্ত মেষ চারক' নামক নাটক দুটির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হরিনাথের পূর্ববর্তী কোন অনুবাদকের চোখে এই মিল ধরা পড়েনি। হরিনাথের অনুবাদের সঙ্গে যে টীকাগুলি যুক্ত করা হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হরিনাথের অনুবাদের সঙ্গে যে টীকাগুলি যুক্ত করা হয়েছে সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই টীকাগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সাথে কালিদাসি সাহিত্যের যে আশ্চর্য মিল পাওয়া তা তিনি দেখিয়েছেন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ ফেব্রুয়ারি হরিনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে তাজমহলের স্থপতিদের সম্পর্কে ("The Builders of the Taj") এক উল্লেখযোগ্য রচনা পাঠ করেন। দুটি পারসীক ও একটি উর্দু পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে তিনি তাজ নির্মাণের ইতিহাসের এক উপেক্ষিত দিককে তুলে ধরেন। তাঁর গবেষণা থেকে জানা যায় তাজ নির্মাণ কার্যে শ্রেণীর মজুরের সংখ্যা, তাদের কর্মরত দিনের হিসাব, মজুরি এছাড়াও তাজ নির্মাণের নানাবিধ উপকরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য মেলে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ - ২০ আগস্ট প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হরিনাথ "সুবন্ধু-র কাল" ("The Date of Subandhu") বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠান। তাঁর এই আলোচনা তাই খুব মূল্যবান।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই মার্চ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-এর 'কালিদাস' গ্রন্থের একটি ভূমিকা হরিনাথ লিখে দেন। এই বছরই হরিনাথ 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম' এবং 'লঙ্কাবতারসূত্র' নামক দুটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এই দুটি গ্রন্থ বৌদ্ধ দর্শনের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হেরাল্ড' নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় তাঁর পাঁচটি রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের বহু মূল্য গ্রন্থ 'মাধ্যমিক কারিকা'-র ষড়বিংশ অধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ করেন। এছাড়া এই সংখ্যায় হরিনাথ তিব্বতী ভাষা থেকে তারানাথ (Taranath)-এর 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' (Taranath's History of Buddhism in India') নামক একটি গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ শুরু করেন। শুধু তাই নয় এই সংখ্যাতেই হরিনাথ বাংলা সাহিত্যের মহান স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, হেরাল্ড-এর পরবর্তী সংখ্যায় তিনি বিদ্যাপতির চারটি প্রসিদ্ধ পদের ইংরেজিতে ছন্দবদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এছাড়া মার্চ সংখ্যায় তিনি পালি ভাষায় লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'থেরীগাথা' থেকে হরিনাথ এক কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। সর্বোপরি এই সংখ্যায় তাঁর লেখা এক চমৎকার রসরচনা (An appeal in a High Court against the judgement of Danie) প্রকাশিত হয়।

'হেরাল্ড'-এর চতুর্থ সংখ্যায় (এপ্রিল) গিরিশচন্দ্রের একটি প্রসিদ্ধ গানের ('সাগরকুলে বসিয়া বিরলে হেরিবো লহর-মালা') তিনি ছন্দবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা থেকে তিনি প্রিয়ংবদা দেবীরদেবীর "স্মৃতিলোপ" কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই সংখ্যাতেই তিনি অমৃতলাল বসুর বিখ্যাত "বাবু" নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করেন।

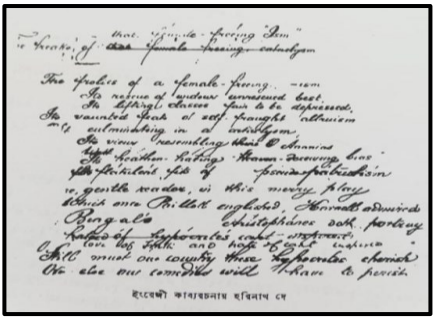

ইংরেজী কাব্যরচনায় হরিনাথ দে

চিত্র ৬ : ইংরাজী কাব্য রচনায় হরিনাথ দে, ছবির সৌজন্যে : বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (১৩৬৭ ব.). *ভাষাপথিক হরিনাথ দে*. (পৃ. ৮০-ক). অভী প্রকাশন

আরবী কাব্যচর্চায় হরিনাথ দে

চিত্র ৭ : আরবী কাব্য রচনায় হরিনাথ দে
ছবির সৌজন্যে : বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (১৩৬৭ ব.). *ভাষাপথিক হরিনাথ দে*. (পৃ. ৩৮-ক). অভী প্রকাশন

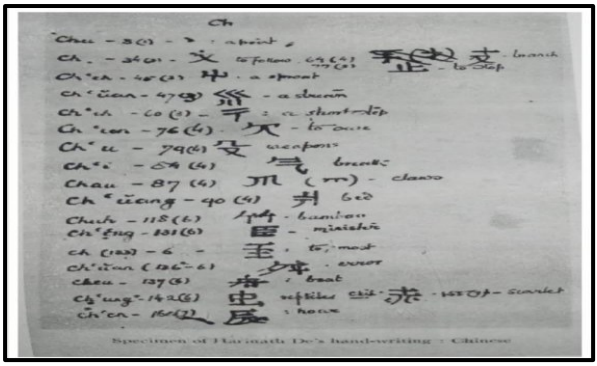

চিত্র ৯ : হরিনাথ দে-এর হাতের লেখার নমুনা: গ্রীক
ছবি সৌজন্যে: নাগরাজ, এম.এন., এবং জাতীয় গ্রন্থাগার (ভারত. (১৯৭৭). হরিনাথ দে. (পৃ. ২০). জাতীয় গ্রন্থাগার, গ্রন্থপঞ্জি বিভাগ

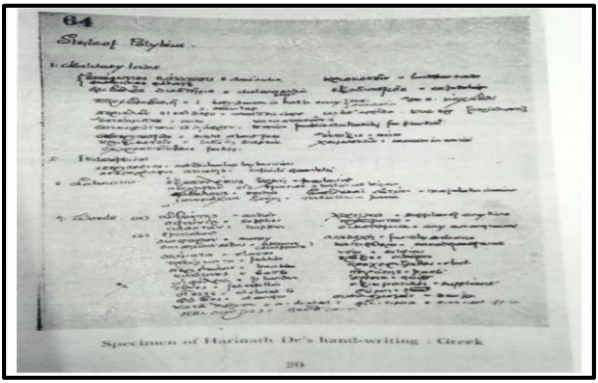

চিত্র ৮ : হরিনাথ দে-এর হাতের লেখার নমুনা: চীনা
ছবি সৌজন্যে: নাগরাজ, এম.এন., এবং জাতীয় গ্রন্থাগার (ভারত. (১৯৭৭). হরিনাথ দে. (পৃ. ২৮). জাতীয় গ্রন্থাগার, গ্রন্থপঞ্জি বিভাগ

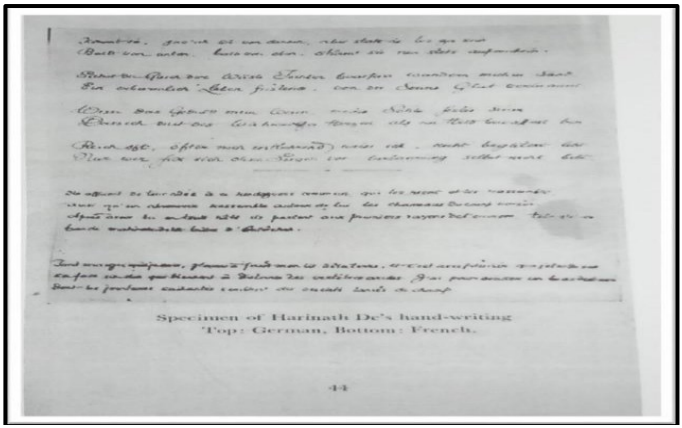

চিত্র ১০: হরিনাথ দে-এর হাতের লেখার নমুনা, ছবি সৌজন্যে: Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath de.* (p.44). National Library, Bibliography Division

হরিনাথের অপ্রকাশিত রচনা :

হরিনাথের অপ্রকাশিত লেখার পরিমাণও কিছু কম ছিল না। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ভাষায় লেখা, 'যা ল-র স্মৃতিকথা' তিনি পারসীক ভাষায় সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এই বহুমূল্য স্মৃতিকথা আজও অপ্রকাশিত।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর হরিনাথ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে উর্দু ও পারসীক ভাষায় লেখা কয়েকটি বিতর্কমূলক পুস্তিকার রফি অল্-কুলি কৃত আরবি অনুবাদ (An Arabic Translation of Controversial Pamphlets in Urdu and Persian by Rafi al-Khuli) সম্পর্কে একটি রচনা পাঠ করেন। এই আরবি অনুবাদ এই আরবি অনুবাদ হরিনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

হরিনাথের এক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তিনি সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'-র ইংরাজি অনুবাদ

সম্পূর্ণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে হরিনাথ একটি আরবি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এছাড়াও তিনি এক প্রকাণ্ড ইংরেজি-পারসীক শব্দকোষ সংকলনের কাজও সম্পন্ন করেন। তিব্বতীয়, চীনা, পারসীক, সংস্কৃত পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের হরিনাথের অপ্রকাশিত রচনা আজ ও বর্তমান।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটি সাধারণ অধিবেশনে হরিনাথ এক অপ্রকাশিত তিব্বতী-লাতিন শব্দকোষ ('An Unpublished Tibetan-Latin Vocabulary') সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হরিনাথের এই রচনাটি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত হয়নি।

হরিনাথ আরবি ভাষায় লেখা 'মুসলমান রাজবংশের ইতিহাস' গ্রন্থের ('অল-ফাকরি') প্রথম ভাগের ইংরেজি অনুবাদ সম্পন্ন করেন। হরিনাথের মৃত্যুর ৩৬ বছর পর এই গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন সি. ই. যে. হুইটিং।

সুবিখ্যাত সংস্কৃত মহাকাব্য 'নৈষধ-চরিত', বাল্মিকীর 'রামায়ণ' এবং বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ তিনি করেন। ঋগ্বেদ থেকে তাঁর অনূদিত সুক্তগুলি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান জীবনীকার সম্পাদিত 'হরিনাথ দে- সিলেক্ট পেপারস : মেইনলি ইন্ডোলজিক্যাল' (Harinath De-Select Papers : Mainly Indological) গ্রন্থে তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর সঙ্গে এই অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

হরিনাথ দে-র কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার তালিকা :

ক্রমিক সংখ্যা	রচনা	রচনাকাল	
		সাল	তারিখ
১.	রাখালদাস হালদারের লেখা 'ইংল্যান্ডের ডায়েরির' প্রায় ২৭ পৃষ্ঠার ভূমিকা লেখেন	১৯০৩	১৪ জুন
২.	আবু আব্দুল্লাহ মহম্মদ ইবন বতুতার আরবি রচনা 'বাংলাদেশের বিবরণ' ইংরেজি অনুবাদ করেন	১৯০৪	১৮ ফেব্রুয়ারী
৩.	সমসুদ্দিন মহম্মদ হাফিজ- এর পারসীক রচনা 'সুলতান গিয়াসুদ্দিনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা'-র ইংরেজি অনুবাদ করেন		
৪.	কলকাতার 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এর মুখপত্র 'জার্নাল অফ দি মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এ প্রকাশিত হয় 'কাব'-এর বিখ্যাত আরবি গীতিকবিতার তাঁর ইংরেজি অনুবাদ	১৯০৫	জুলাই-সেপ্টেম্বর
৫.	কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত 'ইন্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বন্দেমাতরম সংগীতটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ করেন	১৯০৫	১১ নভেম্বর
৬.	ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সমস্ত সংগৃহীত গ্রন্থের বিষয়টি সূচি তিনি দুটি খন্ডে প্রকাশিত করেন	১৯০৬	-
৭.	'মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এর মুখপত্র 'জার্নাল অফ দি মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এর জার্নালের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় পঙ্কজিনী বসুর 'সূর্যমুখী' এবং রানী মৃণালিনীর 'ডেকেছি কেন?' কবিতার ছন্দবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদ	১৯০৬	জানুয়ারি-মার্চ
৮.	টমাস উইলিয়াম রীস ডেভিডস সম্পাদিত বিখ্যাত 'জার্নাল অফ দি পালি টেক্সট সোসাইটি'-থেকে প্রকাশিত তাঁর টিকার প্রথম অংশের বিষয় ছিল পানিনি ও বুদ্ধঘোষের কাল	১৯০৬ থেকে ১৯০৭	-
৯.	হরিনাথ ভূমিকা সহ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'-এর প্রথম দুটি অংকের ইংরেজি অনুবাদ পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন	১৯০৭	২৮ মার্চ

১০.	হরিনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে তাজমহলের স্থপতিদের সম্পর্কে এক উল্লেখযোগ্য রচনা পাঠ করেন। তাঁর গবেষণা থেকে জানা যায় তাজ নির্মাণসম্বন্ধে অনেক তথ্য মেলে	১৯০৮	৫ ফেব্রুয়ারি
১১.	বিষয়ভিত্তিক পুস্তক তালিকার প্রকাশ করেন	১৯০৮	ডিসেম্বর
১২.	প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হরিনাথ 'সুবন্ধুর কাল' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠান।	১৯০৮	১৪-২০ আগস্ট
১৩.	রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-এর 'কালিদাস' গ্রন্থের একটি ভূমিকা হরিনাথ লিখে দেন। এই বছরই হরিনাথ 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম' এবং 'লঙ্কাবতারসূত্র' নামক দুটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন	১৯০৯	১৫ মার্চ
১৪.	এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে হরিনাথ এক অপ্রকাশিত তিব্বতী-লাতিন শব্দকোষ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (অপ্রকাশিত)	১৯১০	৫ জানুয়ারি
১৫.	কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হেরাল্ড' নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় তাঁর পাঁচটি রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের বহু মূল্য গ্রন্থ 'মাধ্যমিক কারিকা'-র ষড়বিংশ অধ্যায়ের ইংরেজি অনুবাদ করেন। তিব্বতী ভাষা থেকে তারানাথ-এর 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামক একটি গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যের মহান স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন	১৯১১	জানুয়ারী
১৬.	বিদ্যাপতির চারটি প্রসিদ্ধ পদের ইংরেজিতে ছন্দবদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন	১৯১১	ফেব্রুয়ারি
১৭.	পালি ভাষায় লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'থেরীগাথা' থেকে হরিনাথ এক কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর লেখা এক	১৯১১	মার্চ

	চমকপ্রদ রসরচনা (An appeal in a High Court against the Judgement of Danie) প্রকাশিত হয়		
১৮.	গিরিশচন্দ্রের একটি প্রসিদ্ধ গানের ('সাগরকুলে বসিয়া বিরলে হেরিবো লহর-মালা') তিনি ছন্দবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা থেকে তিনি প্রিয়ংবদা দেবীরদেবীর " স্মৃতিলোপ" কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই সংখ্যাতেই তিনি অমৃতলাল বসুর বিখ্যাত "বাবু" নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত করেন।	১৯১১	এপ্রিল

অমূল্য সংগ্রহ

দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তাঁর প্রবল দক্ষতা ছিল। নিজের গ্রন্থ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বন্ধুবরকেও গ্রন্থ উপহার দিতেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি তাঁর সহকর্মী হেনরি আর্নেস্ট স্টেপেল্টনকে 'পূর্ববঙ্গের জাতি, বর্ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য' নামে একটি দুর্লভ গ্রন্থ উপহার দেন। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হওয়ার পরেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের ব্যাপারেও সমানভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় শেষ বছরে প্রতি মাসে হরিনাথ প্রায় 300 টাকার বই কিনছেন তা নিজস্ব সংগ্রহশালা প্রায় হাজার সাতেক পুঁথি ও পুস্তকের সংগ্রহ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সমগ্র সংগ্রহের মোট মূল্য ছিল প্রায় ২৫ হাজার টাকা। স্বদেশ থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং পুস্তক উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ থেকেও তিনি বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। যেটি পরবর্তীকালে তিনি বার্লিনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে উপহার দেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর নামে ফরাসি দেশ থেকে প্রায় ৫০ খানা বই আসে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: তিনি সেই বইগুলো দেখার সুযোগ পাননি। এই বইগুলো পরবর্তীকালে তাঁর আত্মীয়রা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপহার দেন।

এছাড়াও হরিনাথ দে কলেজ স্ট্রিটের একটি পুরনো বইয়ের দোকান থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সহস্তে লেখা একটি চিঠি আবিষ্কার করেন এবং এটি পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীকে উপহার দেন। তিনি তিব্বতি, চীন, সংস্কৃত, আরবি, পারসীক প্রভৃতি বহু ভাষার দুষ্প্রাপ্য পুঁথি নিজে সংগ্রহ করেছিলেন। হরিনাথের এক বিদ্যানুরাগী বন্ধু তাঁকে দুই বৃহৎ তিব্বতি অনুবাদ সংকলন উপহার দেন। এই দুই মহামূল্য মহাকোষ, 'বুদ্ধবচন' এবং 'শাস্ত্র' প্রায় চার হাজার মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ।

হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সমগ্র সংগ্রহ মাত্র তিন হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। তাঁর অবশিষ্ট কিছু সংগ্রহ -পুস্তক ও পুঁথি, পরিজনদের হাতে ছিল যেগুলোর সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পারসীক ভাষায় লিখিত বেদ। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'রাবণবহো' বা 'সেতুবন্ধ' নামক গ্রন্থটি হরিনাথের সংগ্রহের মধ্যে উপস্থিত ছিল। ডেনিশন রসের আত্মজীবনীতে হরিনাথ সম্পর্কে লিখেছেন "মানুষ এবং বই আবিষ্কারের ব্যাপারে হরিণাথের ছিল তৃতীয় নয়ন। হঠাৎ যে কোন সময় তাঁর আবির্ভাব ঘটতে পারতো আমার বাড়িতে, সঙ্গে হয়তো কোন জাপানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, অথবা আরব বেদুইন, নতুবা বাজার থেকে সংগ্রহ করা কোন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ "।

যবনিকা পতন

এইভাবে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চা যখন ক্রমান্বয়ে পরিণতি অর্জন করে চলেছে জীবনের ঠিক সেই উজ্জ্বলতম অধ্যায়ে এলো তাঁর আকস্মিক মৃত্যু। যৌবন সূর্য তখন মধ্যগগনে দীপ্যমান। এই অকালে আচার্য হরিনাথ সংসারের সকল বাঁধন ছিন্ন করে জীবনের পরপারে চলে গেলেন। ১৩১৮ সালের ১৩ই ভাদ্র বুধবার তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো। ভাষা ও বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে ঘটলো এক ইন্দ্রপতন।তাঁর এই অকাল মৃত্যু স্বভাবতই অসংখ্য বিদ্যানুরাগী মানুষকে বিচলিত করল। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে এই চূড়ান্ত

যবনিকা পাতের পূর্বের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সমাজ সাধনা সমানে অব্যাহত ছিল।

হরিনাথ সম্পর্কে 'কালিদাস' গ্রন্থের লেখক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর গ্রন্থের শুরু তে বলেছেন -"কলিকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ,অশেষ-ভাষাবিৎ ভুবনবিখ্যাত, মাননীয় মনস্বী শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে, এম. এ. মহোদয়, অনুগ্রহপূর্বক আমার এই নিষ্কিঞ্চন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবিত ও অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছে কঠিন পর্বত-গাত্রে কুসুমিত লতিকার ন্যায়, আমার এই নীরস গ্রন্থের পক্ষে শ্রীযুক্ত দে মহোদয়ের লিখিত এই ভূমিকা সুন্দর অলঙ্কার-স্বরূপ। শ্রীযুক্ত দে মহোদয়, তদীয় প্রকৃতিসিদ্ধ মহানুভবতার গুণে আমার ধন্যবাদটি পর্যন্ত গ্রহণ করিতে লজ্জিত"।

স্বল্পকালের চর্চায় হরিনাথ এদেশের ভাষা চর্যায় এক ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। অনুবাদ কর্মের নিপুনতায় তিনি এনেছিলেন বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও সাফল্য। এই বৈচিত্র এবং বহুগুনের সমন্বয়ের ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র একালেই বিরল নয়, সর্বকালের এবং সর্বদেশের জন্যই সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাই আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি।

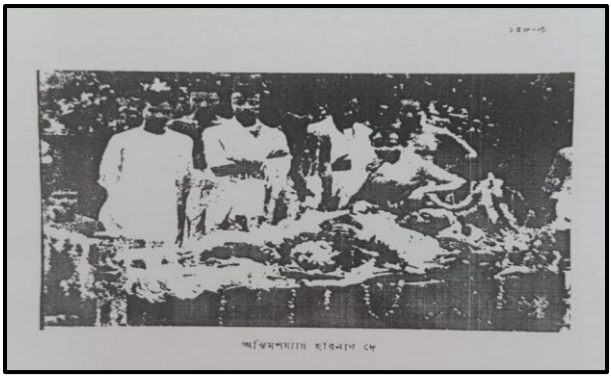

চিত্র ১১ : অন্তিম শয্যায় হরিনাথ দে, ছবির সৌজন্যে : বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (১৩৬৭ ব.). *ভাষাপথিক হরিনাথ দে* . (পৃ. ১৫৮-ক). অভী প্রকাশন

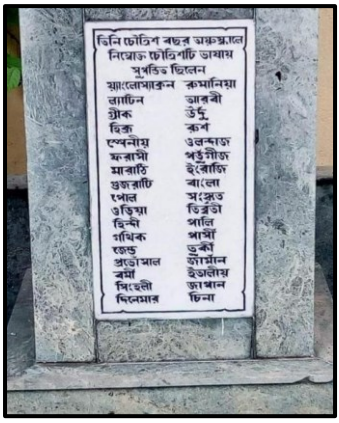

চিত্র ১২ ও ১৩ : উত্তর কলকাতার হরিনাথ দে রোডে এই আবক্ষ মূর্তি এবং স্মৃতিফলক, ছবির সৌজন্যে : Baidyas International B.I. (Facebook Page)

তথ্যসূত্র:

ঘোষ, অনিলচন্দ্র, (ঢাকা. (১৩৩৮ ব.). *বাংলার মনীষী.* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (১৩৬৭ ব.). *ভাষাপথিক হরিনাথ দে.* অভী প্রকাশন

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (1983). *হরিনাথ দে.* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট.

Bandyopadhyay, S. (1988). *Harinath De, Philanthropist and Linguist.* National Book Trust, India.

Bandyopadhyay, S. (1979). *Harinath De, a Profile of the Man and His Work.* University of Calcutta.

Greenspan, E., & Rose, J. (1998). *Book History.* Penn State Press.

Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath de.* National Library, Bibliography Division.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ঘ্য. (2016, February 5). *কঠিন প্রশ্নপত্রর প্রতিবাদে পরীক্ষায় বসেন শিক্ষকমশাইও.* Anandabazar.com; Anandabazar. https://www.anandabazar.com/patrika/write-up-on-harinath-dey-by-arghya-bandyopadhyay-1.301977

Prohor. (2021, Novenmber 9). *তরকারির খোসা দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখা, স্বল্প জীবনে ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন হরিনাথ দে - Prohor.* তরকারির খোসা দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখা, স্বল্প জীবনে ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন হরিনাথ দে - Prohor. https://www.prohor.in/harinath-dey-the-man-who-learned-34-languages

Bharat, E. (2022, April 22). *बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे रायपुर के हरिनाथ डे, 36 भाषाओं का था ज्ञान.* ETV Bharat News; ETV Bharat. https://www.etvbharat.com/hindi/chhattisgarh/state/raipur/harinath-dey-of-raipur-linguist-harinath-dey-in-chhattisgarh-harinath-dey-of-raipur-was-a-great-linguist/ct20220422235043260260571

Jaffe, R. (2020). *Japanese-South Asian Buddhist Interactions: Yamakami Sōgen, Kimura Nichiki, and Masuda Jiryō at the University of Calcutta.* Komazawa University, Research Institute. http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/MD40140276/kzk032-2-14-jaffe1.pdf

ছবির সৌজন্যে :

Journey of Swami Vivekananda - Including Raipur. (2019, August 23). *About "De-Bhawan".* Facebook.com. https://www.facebook.com/JourneyofSwamiVivekanandaIncludingRaipur/posts/about-de-bhawanon-the-birth-centenary-1977-of-linguist-harinath-de-1877-1911-son/2348609858590575/

Baidyas International B.I. (2018, August 12). *মাত্র চৌত্রিশটি বসন্তের... - Baidyas International B.I.* Facebook.com. https://www.facebook.com/baidyasInternationalBI/posts/515634822199220/

হরিনাথ দে ও লর্ড কার্জন

বিপ্লব কুমার চন্দ্র
ইতিহাস বিভাগের ছাত্র (এম.এ), নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে লর্ড কার্জন খুবই পরিচিত এক নাম। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ-এর রূপকার হিসাবে, তিনি ইতিহাসে সব থেকে বেশি পরিচিত। কার্জন সাহেবের ভারতে আসর মূল উদ্দেশ্যই ছিল, ভারতে ব্রিটিশ শাসন কে আরও দৃঢ়তা প্রদান। তাই ভারতীয়দের স্বার্থ বিরোধী কাজ তিনি যে করবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবুও কার্জনের শাসন ব্যবস্থার দুটি সুফল আজও ভারতীয়রা ভোগ কর চলেছে।

১. মূলত লর্ড কার্জনের চেষ্টাতেই এপিরিয়াল লাইব্রেরির জন্ম। আর এই এপিরিয়াল লাইব্রেরিই বর্তমানে ভারতের ন্যাশানাল লাইব্রেরি।

২. ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের মূল পৌরহিত্যের কর্মটি, লর্ড কার্জনেরই। ভারতীয়রা চির দিন এর জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সে যাই হোক, যখন বেশির ভাগ ইউরোপীয় সরকারি কর্মচারীরা, নেটিভ কর্মচারীদের হেয় চোখে দেখতেন, তখন লর্ড কার্জন ও হরিনাথ দে-র সম্পর্কের সক্ষ্যতা, এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত গড়ে তোলে।

লর্জ কার্জনের পুরো নাম হল, জর্জ ন্যাথানিয়েল ব্যারন কার্জন অব কেল্লেটেনি। ১৮৯৮ সালের ১১ই আগস্ট ভাইসরয় হিসেবে তাঁকে মনোনয়ন দেন, ব্রিটেনের রানি। ১৮৯৯ সালের ৬ই জানুয়ারি কার্জন সাহেব, নিজ দায়িত্ব বুঝে নেন। তিনি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত ভারতের শাসন কার্যের সাথে যুক্ত ছিলেন (তিনি ভারতের পঞ্চদশ, গভর্নর-জেনারেল ও একাদশ ভাইসরয় পদে আসীন ছিলেন)। জেদি ও একগুঁয়ে বলে তিনি সর্বদাই তর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে থাকতেন।

অপর দিকে ভাষার জাদুকর ছিলেন আচার্য হরিনাথ দে। ৩৪ বছরের আয়ু কালে ৩৬ টি ভাষা জ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন হরিনাথ দে। প্রায় ১৮ টি

ভাষায় এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯০১ সালের ১লা ডিসেম্বর I.E.S অফিসার হয়ে ভারতে আসেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে এই পদটি অর্জন করে ছিলেন । ১৯০৭ সালের ২৩এ ফ্রেবয়ারী তিনি ইমপিবিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদ লাভ করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয়, যিনি এই পদটি অর্জন করেছিলেন।

এই দুই ব্যক্তির মধ্যে এক গভীর গভীর সখ্যতা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা তৎকালীন সময়ে এক ইউরোপীয় শাসক ও নেটিভ-এর মধ্যে গড়ে ওঠা সুসম্পর্কের (ব্যতিক্রমী) নজির বিশেষ।

সময়টা ১৯০১। হরিনাথ দে এ বছর ২১এ জুলাই বাবা কে একটি চিঠি লেখন, যাতে দেখা যায় যে, হরিনাথ দে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। ২০এ জুলাই হরিনাথ দে এ বিষয়ে একটি আবেদন George Hamilton সাহেব কে পাঠান। হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন ইন্ডিয়া অফিসের রাষ্ট্রসচিব। ১৮ই অক্টোবর হ্যামিলটন সাহেব কার্জন কে জানায় যে, হরিনাথ কে I.E.S পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে। আর তাঁর বেতন হবে ইংরেজ কর্মচারীদেরই বেতনানুসারে। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হরিনাথ দে' বই তে (পৃ১৭) পষ্ট লেখা আছে যে, লর্ড কার্জন এ শুনে খুবই খুশি হন। কারণ হরিনাথ ইতি মধ্যেই নিজ পাণ্ডিত্যের নুরে (আলো), জগৎ কে আকৃষ্ট করেছিলেন।

১৯০১ সালের ১লা ডিসেম্বর হরিনাথ দে ঢাকা কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ইতি মধ্যে হরিনাথ দে আরবি ও পারসিক ভাষায় অনুদিত একটি বই লেখেন, যার ভূমিকাটি ছিল লাতিন ভাষায় । বইটি লর্ড কার্জন কে তিনি উপহার পাঠান। এই উৎকৃষ্ট লাতিন পড়ে, কার্জন খুবই খুশি হন। এরই মধ্যে কার্জন সাহেব ঢাকা কলেজে লোক পাঠান, হরিনাথ কে সালাম (অর্থাৎ সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে) দিয়ে। কিন্তু হরিনাথ দে মহাশয় তখন অসুস্থ ছিলেন। প্রায়ই

তিনি হাঁপানিতে আক্রান্ত হতেন। সে সময় হরিনাথ দে প্রায় শয্যাশায়ী। ফলে দেখা করতে যে তিনি অপারগ, তা হরিনাথ পরিষ্কার জানিয়ে দেন। পরিস্থিতির হাল ধরেন প্রসন্ন কুমার রায়। তখন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ তিনি। তিনি পুনরায় হরিনা দে মহাহয় কে বোঝান যে, দেখা না করলে, বিষয়টি ভালো দেখাবে না। তখন হরিনাথ দে লর্ড কার্জনের সাথে দেখা করেন। বলায় বাহুল্য যে, সে সাক্ষাৎকার ছিল বড় মধুর। এক জহুরির কাছে আছে, প্রকৃত জ্ঞান রত্ন।

পরে ১৯০৭ সালের ২৩এ ফ্রেবয়ারি হরিনাথ দে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এই ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির প্রকৃত অর্থে, লর্ড কার্জনের হাতে তৈরি। তাঁরই উদ্যোগে দুটি লাইব্রেরি এক হয়ে, ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির জন্ম। তাই ইমপিরিয়াল লাইব্রেরীর বিষয়ে কার্জন সাহেবের যে এক বিশেষ স্নেহ থাকবে, তাই স্বাভাবিক। হরিনাথ দে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলে, কার্জন সাহেব নিজে একটি অভিনন্দনপত্র পাঠান, হরিনাথ দে মহাশয় কে। তাতে লেখেন "যোগা ব্যক্তিই 'যোগ্য কাজে নিযুক্ত হয়েছেন (হরিনাথ দে / সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১ পৃ.)"

অনেকে মনে করেন যে লর্ড কার্জেন মনে করতেন, প্রকৃত অর্থে ভারতে আড়াই জন মানুষ আছে। তাঁর মধ্যে হরিনাথ দে একজন সম্পূর্ণ মানুষ। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে এক সুন্দর সম্পর্ক ছিল। যা তৎকালীন সময়ে কিছুটা হলেও দুর্লভ। বলা হয়ে থাকে, কার্জন যে বাঙালি বিদ্বেষী ছিলেন তাঁর প্রমাণ হল, বঙ্গভঙ্গ। মজার বিষয় হল, যে ক'জন ভারতীয়দের কার্জন সাহেব শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর মধ্যে বাঙালি হরিনাথ দে অন্যতম। ইতিহাসের পাতায় দু'জনই অমর। আর তাদের বন্ধুত্বের সাক্ষী হয়ে রয়ে গেছে ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার বা অতীতের ইপিরিয়াল লাইব্রেরি। একজনের হাতে সৃষ্ট ও অপর জনের কর্মে পুষ্ট, এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

হরিনাথ দের স্মৃতি বিজড়িত বাহির মির্জাপুর রোড : হরিনাথ দে রোডের ইতিবৃত্ত

সায়ন ব্যানার্জী

জুনিয়ার লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়,

Email- sayanbanerjee9836044@gmail.com

ভূমিকা:

তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় বহু পন্ডিত ব্যাক্তি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হরিনাথ দে অন্যতম। তিনি ১২ই অগাস্ট ১৮৭৭ সালে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটির আড়িয়াদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ৩৪টি ভাষার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি ১৯০৭ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেই সময়ে তিনি বাহির মির্জাপুর রোডে বসবাস শুরু করেন। আমৃত্যু তিনি ওই বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িটিতেই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বাহির মির্জাপুর রোডটির নাম পরিবর্তন হয়ে 'হরিনাথ দে রোড' নামকরণ করা হয়। হরিনাথ দে-র স্মৃতি জড়িত এই রাস্তা নিয়ে আজ এই প্রতিবেদনl ছবি সংগ্রহ লেখকের একান্ত নিজস্ব, হরিনাথ দে রোডে গিয়ে এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি তোলা হয়েছে।

কিছু স্মৃতি-বিস্মৃতি অন্তরালে রয়ে যায়। মানুষের নাম হারিয়ে যায়, রয়ে যায় কিছু কর্মপ্রতিভা। কিন্তু চর্চার অভাবে সময়ের ধূলা অনেক স্মৃতিকেই মলিন করে তোলে। তেমনই একটি অধ্যায়ের নাম হলো হরিনাথ দে। যার নাম ও পরিচয় চোখের সামনে থাকলেও স্মৃতিতে তিনি মলিন। একাধিক বিখ্যাত বাঙালির মধ্যে অন্যতম হলেন আচার্য হরিনাথ দে। যিনি মাত্র ৩৪টি বছর এই ধরাধামে ছিলেন, কিন্তু তিনি ৩৪টি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তারই নামের স্মৃতি ধরে রয়েছে কলিকাতার নারকেলডাঙা পুলিশ থানার অন্তর্ভুক্ত হরিনাথ দে রোড।

ছবি সংগ্রহ (নিজস্ব) : হরিনাথ দে রোড, কলকাতা

ছবি সংগ্রহ (নিজস্ব) : হরিনাথ দের ফলক, হরিনাথ দে রোড, কলকাতা

সময়টা ১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে, ইতিমধ্যে হরিনাথ দে খ্যাতির শিখরে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম অধ্যাপকের পদ পান হরিনাথ দে। ওই বছরই বাহির মির্জাপুর রোডের বসবাস শুরু করেন হরিনাথ দে। ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সালের ৩০শে আগষ্ট পর্যন্ত হরিনাথ দে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছিলেন বাহির মির্জাপুর রোডের এই বাড়িতে। তিনি ১৯১১ সালের ৩০শে আগষ্ট মারা যান। বর্তমানে হরিনাথ দের বাড়িটিকে কেন্দ্র করে যে রাস্তাটি অবস্থিত তা 'হরিনাথ দে রোড' নামে পরিচিত।

ছবি সংগ্রহ (নিজস্ব) : হরিনাথ দে রোড, নারকেলডাঙা কলকাতা

অতীতে এই রাস্তাটির নাম ছিল 'বাহির মির্জাপুর রোড' যা বর্তমানে 'হরিনাথ দে রোড' নামে পরিচিত। (তথ্য সূত্র: স্থানীয় বাসিন্দা)

ছবি সংগ্রহ (নিজস্ব) : কল্যাণ ভবন, হরিনাথ দে রোড, কলকাতা

ছবি সংগ্রহ (নিজস্ব) : কল্যাণ ভবন, হরিনাথ দে রোড, কলকাতা

অতীতে হরিনাথ দে যে বাড়িটিতে বসবাস করতেন বর্তমানে তা 'কল্যাণ ভবন' নামে একটি আশ্রমে পরিণত হয়েছে, যেটির দায়িত্বে আছে RSS (Rastriya Swayamsevak Sangh) (তথ্য সূত্র: স্থানীয় বাসিন্দা)।

বাড়িটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে, রাস্তার মোড়ে আছে হরিনাথ দের একটি মূর্তি, আর আছে তাঁর স্মৃতি ফলক। কিন্তু দুঃখের

বিষয় হল হরিনাথ দের মূর্তিটি আজও চোখে কিছু প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ মূর্তির স্মৃতি থাকলেও হরিনাথ দের স্মৃতি বিস্মৃতিতে।

ছবি সংগ্রহ (নিজস্ব) : হরিনাথ দের মূর্তি ও ফলক, হরিনাথ দে রোড, কলকাতা

বর্তমানে কলিকাতার কর্পোরেশনের একটি ফলক থাকলেও তাতে প্রকৃত হরিনাথ দের পরিচিতি কোথায়? হরিনাথ দের নামে একটি উদ্যান থাকলেও উদ্যোম-এর অভাব পরিলক্ষিত হয় সর্বত্র।

ছাব সংগ্রহ (নিজস্ব) : হারনাথ দে স্মৃত উদ্যান হারনাথ দে রোড, কলকাতা

আছে কিছু নাম কিছু স্মৃতি কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় অবহেলিত। কিছু অভাব, কিছু অভিযোগ, কিছু লাঞ্ছনাকে পাথেয় করে হরিনাথ দে এই

ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন। খ্যাতির স্মৃতি না থাকলেও তাঁর কর্মের স্মৃতি কী আজও বাঙালিদের মনে রেখাপাত করেছে ? তাই পথের ধারে মলিন স্মৃতি থাকলেও তাঁর পরিচয় তো শুধু বইয়ের আঁক কাটা কিছু হরফেই ধরা আছে। তাই হরিনাথ দের এই মূর্তিও চোখে অভিমান নিয়ে প্রতীক্ষায় আজও দাঁড়িয়ে আছে|

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : হরিনাথ দে রোড পল্লীবাসী বৃন্দ, শ্রী যতীন ব্যানার্জী, শ্রী বিপ্লব কুমার চন্দ্র।শ্রী যতীন ব্যানার্জী লেখকের পিতা এবং শ্রী বিপ্লব কুমার চন্দ্র লেখকের শিক্ষক।

তথ্যঋণ

Wikipedia contributors. (2023, September 21). Harinath De. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved 06:27, January 25, 2024, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Harinath_De&oldid=1176363973

স্মৃতির অন্তরালে হরিনাথ দে ও তাঁর সৃষ্টি : একটি ডিজিটাল আর্কাইভের প্রস্তাবনা

সুব্রত ঘোষ*, সিনিয়র গ্রন্থাগার সহায়ক

মৌমিতা পাল, গ্রন্থাগার সহায়িকা

সুজন বন্ধু চক্রবর্ত্তী, বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক

ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ

*সংশ্লিষ্ট লেখক, ইমেইল: subrataghoshon9@gmail.com

সারসংক্ষেপ: *হরিনাথ দে (১৮৭৭ - ১৯১১) ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ বাঙালি পন্ডিত। মা সরস্বতীর বরপুত্র ক্ষণজন্মা এই মানুষটির শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন তথা কর্মজীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে বিস্ময় যা আপামর বিশ্ববাসীর কৌতূহলের সৃষ্টি করে। বিশ্বভাষা ও সাহিত্যের জগতে হরিনাথ দে 'র অবদান মনে যতটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে, ততোধিক বিস্ময়কর মনে হয় এই স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দেশীবিদেশী বহু মূল্যবান গ্রন্থে যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা থাকা সত্ত্বেও এ যাবৎকাল অবধি অতি সামান্য চর্চা ও গবেষণামূলক কাজের নিদর্শন দেখলে। এ কথা হলফ করে বলা যায় যে, খুব কম মানুষই এই বিস্ময় প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত। বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধ তাঁর কর্মজীবন এবং এই "চলমান গ্রন্থাগার"- কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য স্মৃতি - বিস্মৃতির দোলাচলে দোদুল্যমান বহুমূল্যবান তথ্যভাণ্ডারকে এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রস্তাবনা করা হয়েছে এই নিবন্ধটিতে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও ডিজিটাল মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা তাঁর রচনা ও সৃষ্টিসমগ্রকে এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু দুর্লভ গ্রন্থগুলিকে একত্রিত করে, একটি ডিজিটাল আর্কাইভ বা তথ্যাধার তৈরির দিক উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধটিতে, যা হবে দীর্ঘস্থায়ী অথচ পরিবর্ধনশীল । এটি তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে সমাজের মানুষের কাছে সহজেই উপস্থাপিত করবে, যার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী । এই ডিজিটাল আর্কাইভ বা তথ্যাধারই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আচার্য্য হরিনাথ দে কে নিয়ে করা কোনো গবেষণাকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করবে।*

মুখ্যশব্দ: *হরিনাথ দে, বহুভাষাবিদ, ভাষাপথিক, সিসেরো, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, চলমান গ্রন্থাগার, ডিজিটাল আর্কাইভ, ডিজিটাল তথ্যাধার ।*

[**Abstract:** *Harinath Dey (1877 - 1911) was a polyglot Bengali scholar. His childhood, education and career have surprises in every layer which arouses the curiosity of the entire literary world. As much*

as Harinath De's contribution to the world of world languages and literature evokes wonder, it is more surprising to see that even though there were very rich global literatures on Harinath De but very few discussions and research on and about this momentary-lived genius have been performed till date. It can be said that very few people are aware of this amazingly talented linguist. In order to bring this extraordinary loquacious personality to the people of every layer of the society, this paper attempts to bind the precious information into an invisible bridge, which is enduring yet changing. This paper aims to provide easy access by creating a digital archive by bringing together the information about some of the rare books by him, on and about his works that are scattered across various media and in various libraries in India. This will be helpful to reach the people of all strata of the society with all the important and related information on Acharya Harinath De, which will have a far reaching impact. In near future, this would also be helpful to complete any research, successfully, on Harinath De.]

ভূমিকা:

বিশ্বাকাশে হরিনাথ দে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রI আদ্যপান্ত বাঙালী বশোদ্ভূত এই মানুষটি ছিলেন একাধারে বহুভাষাবিদ, সরল, প্রাণখোলা, আত্মভোলা, ধর্মজ্ঞানী, দানশীল, রসিক, সুরাপ্রেমী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রভূত জ্ঞানের অধিকারীI পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ভাষাগুলিতে ছিল তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তিI চৌত্রিশ বছরের জীবৎকালে দেশী-বিদেশী চৌত্রিশটি ভাষায় অবাধ বিচরণ তার প্রমান (Bandopadhyay, 1960) I

১৮৭৭ সালের ১২ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াদহ মামার বাড়িতে জন্ম, তবে তাঁর শৈশব কাটে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে I পিতা ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় একজন উকিলI মা এলোকেশী দেবী ছিলেন ইংরাজী, বাংলা, মারাঠী, ও হিন্দি ভাষায় সুদক্ষাI তাঁর ভাষা শিক্ষার

প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল মায়ের হাত ধরে I মাত্র চার বছর বয়সে তিনি সমস্ত বাইবেল অধ্যয়ন করেছিলেন I

খ্রিস্টান মিশনারী স্কুল থেকে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার হাতেখড়ি I এরপর রায়পুর হাইস্কুল এবং ১৮৯২ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন I তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ল্যাটিন ও ইংরাজী ভাষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ডাফ স্কলারশিপ লাভ করেন I ১৮৯৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ল্যাটিন অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাটিনে এম. এ. পাশ করেন I এরপর একে একে ১৪ টি ভাষায় এম. এ. পাশ করেন (Bandopadhyay, 1960) I

ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস অফিসার I ভাষা নিয়ে চর্চা ছিল তাঁর কাজগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য Iপ্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক এস. জে. রো. তাঁর ভাষাজ্ঞানের দক্ষতা দেখে তাঁকে রোমের বিখ্যাত দার্শনিক ও গদ্যকারের নামে উপাধি দিয়েছিলেন 'সিসেরো'I তিনি ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৯০৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন, তবে অধ্যাপনা তাঁর পছন্দের ছিল না, তাঁর আনন্দ ছিল অধ্যয়নে (Bandopadhyay, 1983) I অবশেষে তিনি তাঁর ইপ্সিত পদ লাভ করলেন যখন তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিকের পদ অলংকৃত করলেন I অসামান্য পান্ডিত্যের অধিকারী এই মানুষটি মাত্র একবার পড়েই স্বাচ্ছন্দে যে কোনো গ্রন্থের নির্ভুল পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন I কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় তিনি ছিলেন "চলমান গ্রন্থাগার" I অবশেষে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত

হয়ে ১৯১১ সালে ৩০ শে আগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন (Nagraj, 1977)I

সাহিত্য পর্যালোচনা:

অনিল চন্দ্র ঘোষ (Ghosh, 1931) তার প্রবন্ধ "বাংলার মনীষী"-তে লিখেছেন "বাংলা দেশে প্রভাবশালী পুরুষের অভাব কোনোদিনই হয় নাই। কিন্তু আচার্য্য হরিনাথের মতো অসাধারণ পন্ডিত ও মনীষা - সম্পন্ন ব্যক্তি এদেশে কমই দেখা গিয়াছে।"

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (Bandopadhyay, 1960) তাঁর "ভাষাপথিক হরিনাথ দে" গ্রন্থে লিখেছেন "..আচার্য হরিনাথ দে আজ শুধু জনশ্রুতির বিষয়মাত্র । তিনি তাঁর কালে ভূবনবিখ্যাত পণ্ডিত ও ভাষাবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে এই মহামূল্য জীবন নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার আগেই প্রতিভার এমন অনেক চমকপ্রদ নিদর্শন রেখে গেছেন যাতে আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে উপায় থাকে না। এই বহু-ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও পরম উদারচেতা ব্যক্তি সম্বন্ধে দেশীবিদেশী বহু মূল্যবান গ্রন্থে যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা থাকা সত্বেও এখনও পর্যন্ত তার ওপর কোনও নির্ভরযোগ্য গবেষণায় রত হওয়ার ব্যাপারে আমরা অনীহ ও উদাসীন।..."

এম.এন.নাগরাজ (Nagraj, 1977) তাঁর "হরিনাথ দে" গ্রন্থে লিখছেন "In the short span of 34 years, Harinath De who was one of the ex-Librarians of the National Library had achieved what is almost impossible for any human being, mastering an incredibly large number of the world languages, gifted as he was with a prodigious memory." (৩৪ বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে, হরিনাথ দে যিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিকদের একজন ছিলেন, তিনি এমন কিছু অর্জন

করেছিলেন যা যে কোনও মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, অবিশ্বাস্যভাবে বিশাল সংখ্যক বিশ্বভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সাথে অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।)

হরিনাথ ছিলেন মানুষপ্রেমী ও বইপ্রেমিক। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে ই. ডেনিসন্ রস নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, মানুষ এবং বই আবিষ্কারের ব্যাপারে হরিনাথের ছিল তৃতীয় নয়ন (Bandopadhyay, 1983)।

কে. পার্থ (Partha, 2018) তার প্রবন্ধে লিখেছেন যে, হরিনাথ দে-এর প্রতিভা এখনও সারা বিশ্বের শুধুমাত্র ভাষাবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের মধ্যে সুপরিচিত। এই প্রতিভা ভারতীয় ভাষা এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই তার বিস্ময়কর কাজের জন্য বিখ্যাত।

হরিনাথ দে'র মৃত্যুতে ড. এ. এ. সুহরাবর্দি বলেছেন "The Maharaja may die and a Maharaja may succeed him. But Hari Nath is dead and who is there to succeed him to-day, tomorrow or a century hence ?" (Nagraj, 1977). (মহারাজা মারা যেতে পারেন এবং একজন মহারাজা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। কিন্তু হরিনাথ মারা গেছেন এবং কে আছে তার স্থলাভিষিক্ত হবে আজ, কাল নাকি এক শতাব্দীতে?)

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য :

ভাষাপথিক হরিনাথ দে ছিলেন এক বিস্ময় প্রতিভা I ভাষা ও বিদ্যাচর্চায় ক্ষণজন্মা হরিনাথের মতো বিস্ময়কর প্রতিভা সর্বদেশে এবং সর্বকালে বিরল I আর নিছক শিক্ষাগত যোগ্যতাতেও তাঁর তুল্য পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তি দুর্লভ I বিশ্বভাষা সাহিত্য তাঁর প্রতিভার ছটায় উদ্ভাসিত I আত্মপ্রচারবিমুখ এই মানুষটির লেখা অধিকাংশ রচনা এবং ভাষণসমূহ আজও লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছেI তেমনি তাঁকে নিয়ে লেখা

বেশকিছু রচনা প্রচারের আলোয় আনা আবশ্যক I আর এই কাজটি দুটি উপায়ে সম্ভব, প্রথাগত পদ্ধতিতে ঐসকল রচনা সামগ্রীর সংগ্রহশালা গড়ে তুলে, যা হয়তো অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষ I কোনো সরকারি উদ্যোগ হয়তো এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে সক্ষম হতে পারে। অন্য পথটি হলো, ঐসকল রচনাসমূহের বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল সংরক্ষণাগার তৈরি করে সেগুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা, যা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্যI এই নিবন্ধটিতে সেই ক্ষুদ্র প্রয়াসই বর্ণিত হয়েছে I

হরিনাথ দে ও ডিজিটাল আর্কাইভ:

হরিনাথ দে'র কাজের পরিধি সুবিস্তীর্ণ ছিল এবং তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন I হরিনাথ দে'র কাজগুলি আজও প্রাসঙ্গিক এবং তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ I তথ্যানুসন্ধানকারী তথা গবেষকদের কাছে তাঁর সামগ্রীক কাজের একত্রীকরণ দুরূহ একটি কাজ I হরিনাথ দে ও তাঁর কাজগুলির একটি ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির প্রস্তাবনা করা ও নমুনাস্বরূপ একটি ডিজিটাল তথ্যাধার তৈরী এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য I আশা করা যায়, এই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন তাঁকে এবং তাঁর কাজগুলিকে তথ্যানুসন্ধানকারীদের কাছে সহজেই পৌঁছে দেবে ও তাঁর অমূল্য সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করবে।

একটি ডিজিটাল আর্কাইভ এর সুবিধাগুলি হল:

- এরফলে হরিনাথ দের কাজগুলি বিশ্বব্যাপী জ্ঞানপিপাসুদের কাছে পৌঁছে যাবে।
- এটি তাঁর কাজগুলিকে আরও সহজে অনুসন্ধানযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে।
- এটি তাঁর কাজগুলিকে সংরক্ষণ করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত করবে ।

- একটি ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হল:
- হরিনাথ দের রচনা ও সৃষ্টিগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরী করা ।
- হরিনাথ দে'র সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনাসৃষ্টিকে তালিকাবদ্ধ করা ।
- সমস্ত রচনাসৃষ্টিগুলিকে ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করা ।
- একটি অনুসন্ধানযোগ্য সূচক তৈরী করা ।
- একটি ওয়েব প্লাটফর্ম তৈরী করা যাতে কাজগুলি সহজেই উপলব্ধ হয়।

হরিনাথ দে-এর লিখিত, সম্পাদিত, অনূদিত গ্রন্থগুলির তালিকা:

এম. এন. নাগরাজ সম্পাদিত 'হরিনাথ দে ' (Nagraj, 1977) এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "ভাষাপথিক হরিনাথ দে" (Bandyopadhyay, 1960) নামক গ্রন্থদুটি থেকে যেমন হরিনাথ দে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশিষ্টজনের লেখার সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি হরিনাথ দে - এর নিজস্ব লেখা গ্রন্থ, হরিনাথ দে সম্পাদিত ও অনূদিত বিভিন্ন দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় I নিম্নে প্রদত্ত সারণিটিতে তাঁর অমূল্য সৃষ্টিগুলিকে একত্রে পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে I এই তালিকা হরিনাথ দে'র ডিজিটাল আর্কাইভ বা তথ্যাধার তৈরির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সারণি : হরিনাথ দের লেখা এবং হরিনাথ দে সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থের তালিকা।

ক্রম	*শীর্ষক*	*লেখক*	*বছর*	*প্রকাশক*	*মন্তব্য*
হরিনাথ দে দ্বারা লিখিত					
১	An account of the construction of:	হরিনাথ দে	April 01, 1908	JPASB, N.S.	এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল- এর মাসিক

	the Taj, (2) the Moti Masjid,(3)the Agra Fort,and(4)Fate pur Sikri				সাধারণ সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ
২	"An appeal in a High Court against the Judgement of Daniel; being the stenographic report of an address originally intended to be delivered after a moot-court to the law students of an unmentioned university, by a member of Honourable Society of- 's Inn, London."	হরিনাথ দে	March 1911.	The Herald	সুসান্নাহর গল্পের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যঙ্গ; কলকাতার তিরিটি বাজারের রাব্বি মেহের-শালেল-হাশ-বাজের মূল হিব্রু থেকে অনুবাদ [ছদ্ম]।
৩	An Arabic translation of controversial pamphlets in Urdu and Persian by Rafi AI Khuli.	হরিনাথ দে	1907	JPASB, N.S.	এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল- এর মাসিক সাধারণ সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ

৪	The builders of Taj.	হরিনাথ দে	1908	JPASB, N.S.	এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল- এর মাসিক সাধারণ সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ
৫	Burke's Letter to the Sheriffs of Bristol; an analysis.	হরিনাথ দে	Oct.-Dec. 1905,		জার্নাল অফ দ্য মুসলিম ইনস্টিটিউট
৬	A commentary on A talk of Two Cities.	হরিনাথ দে	1911		
৭	The date of Subandhu.	হরিনাথ দে	1908	Unpublished	Xveme Congres International des Orientalistes-এ অবদান
৮	Introduction (In Haldar, Rakhal Das. The English diary of an Indian student)	হরিনাথ দে	1903		
৯	Lecture notes on Typical selections.	হরিনাথ দে	1904		
১০	Notes on webb's selections from Wordsworth.Pt. 1	হরিনাথ দে	1906		
১১	'Panini and Buddhaghosa'; 2. 'note on the word Lankaro'; and 3. A note on a passage in Prajnakaramati's Commentary	হরিনাথ দে	1906-07		জার্নাল অফ দ্য পালি টেক্সট সোসাইটি

	on Santideva's Bodhicaryavatara.				
১২	Introduction [Kalidasa].	হরিনাথ দে	1909		একজন ভারতীয় ছাত্রের ইংরেজি ডায়েরি
১৩	Obituary notice of Dr. Ernst Theodor Bloch.	হরিনাথ দে	1909		জার্নাল অ্যান্ড প্রসিডিংস অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, নতুন সিরিজ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে পড়েন
১৪	Preface: Imperial Library Catalogue, pt.-IV	হরিনাথ দে	1909	Supdt. Govt. Printing	ক্যাটালগ অফ ইন্ডিয়ান অফিশিয়াল পাবলিকেশন্স, v.1
১৫	A translation of Subandhu's ‘বাসবদত্তা’	হরিনাথ দে	1909	JPASB, N.S.,	এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল- এর মাসিক সাধারণ সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ
১৬	An unpublished Tibetan-Latin vocabulary (with pronun citations marked) by an Italian Capuchin named Da Fano written in 1714(from the collection of the Imperial Library.)	হরিনাথ দে	1910	JPASB, N.S.,	এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল- এর মাসিক সাধারণ সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ

১৭	A commentary on A tale of Two Cities.	হরিনাথ দে	1911		
১৮	On systematic Buddhism	হরিনাথ দে এবং ইয়ামাকামী সোগেন	1911	The Herald	
১৯	Lecture notes on Palgrave's Golden treasury, Book IV. Thoroughly revised, 6th cd.	হরিনাথ দে	1925		ঢাকা থেকে ১৯০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় I
২০	Select papers: mainly Indological.	হরিনাথ দে	1972	Sanskrit Pustak Bhandar	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত xxvi,205 p.

হরিনাথ দে দ্বারা সম্পাদিত

ক্রম	*শীর্ষক*	*সম্পাদক*	*বছর*	*প্রকাশক*	*মন্তব্য*
১	Macaulay's Essay on Milton by Thomas Babington Macaulay.	হরিনাথ দে সম্পাদিত	1902	Baikuntanath press	একটি ভূমিকা, নোট, সারসংক্ষেপ এবং পরিশিষ্ট সহ
২	Macaulay's Life of Goldsmith.	হরিনাথ দে	1906		
৩	Persian, with English preface.	হরিনাথ দে	April 13, 1907.		এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল- এর মাসিক সাধারণ সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ
৪	Tarikh-i-Nusratjangi by	হরিনাথ দে সম্পাদিত	1908	Asiatic Society	এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল- এর মাসিক সাধারণ সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ

	Nusratjung, Nawab of Dacca			of Bengal	
৫	Sutta Pitaka.Khuddak apatha by Khuddakanikaya	হরিনাথ দে সংশোধিত	1909		
৬	Lankavatara Sutra	হরিনাথ দে সম্পাদিত	1909		
৭	Nirvana Vyakhyana Sastram	হরিনাথ দে সম্পাদিত	1909	Satya Press	
৮	Readings from the Waverly novels by Walter Scott	হরিনাথ দে দ্বারা নির্বাচিত এবং টীকা	1909-1911	Sircar	2 v.
৯	Shah' Alam Nama.	হরিনাথ দে	1912	Asiatic Society of Bengal	বিবলিওথেকা ইন্ডিকা, নতুন সিরিজ, নং ১৩২৪

হরিনাথ দে দ্বারা অনূদিত					
ক্রম	*শীর্ষক*	*অনুবাদক*	*বছর*	*প্রকাশক*	*মন্তব্য*
১	The babu(Original Bengali name: Babu by Amritalal Basu)	হরিনাথ দে	April 1911.	The Herald	
২	Description of Bengal (Original Arabic by Ibon Batuta)	হরিনাথ দে	1904		এখানে মূল আরবি পাঠ রয়েছে I

৩	Ode to Sultan Ghiyasuddin (Original Persian name: Contains prose translation of the Ode by Col. Wilberforce	হরিনাথ দে	1904		Ritter von Rosenzweig-Schwannau-এর জার্মান অনুবাদ এবং হরিনাথ দে-এর ইংরেজিতে জার্মান সংস্করণের মেট্রিকাল অনুবাদ।
৪	A metrical version of Banat Su'ad.Tr., with introduction and notes. Original Arabic by K'ah, son of Zuhair.	হরিনাথ দে	July-Sept.1905		জার্নাল অফ দ্য মোসলেম ইনস্টিটিউট, v. l, no.3.
৫	A metrical version of the Persian Ode to H. R. H. the Prince of Wales.In the measure of the original by Raza Ali Wahshat.	হরিনাথ দে	Oct.-Dec. 1905		জার্নাল অফ দ্য মোসলেম ইনস্টিটিউট, v. l, no.2.
৬	Translation from Arabic poetry.	হরিনাথ দে	Oct.-Dcc. 1905		কুলথুম ইবনে ওমর আল-আতাবি, মুতানাব্বি, ইবনে রুমি, আল-নাবিগাহ, ইমরা-উল-কাইস, ইবনে আলকামি, আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদুল-মালিক, ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিহ এবং আরও ছয়জন বেনামী

					লেখক থেকে অনুবাদ। মোসলেম ইনস্টিটিউটের জার্নাল, VOL-1, NO-2.
৭	Bande mataram: a poem (Anandamath, chapter 10 by Bankimchandra Chattopadhyaya)	হরিনাথ দে	Nov. 11, 1905,	The Indian Mirror	আনন্দমঠের দশম অধ্যায়ের প্রথম অংশের অনুবাদ রয়েছে
৮	A lament: a poem (Original Bengali name: 'আশার ছলনে ভুলি' by Michael Madhusudan Dutta)	হরিনাথ দে	Nov. 29, 1905	The Indian Mirror	
৯	Sunflower. Tr. with introduction (Original Bengali name: 'সূর্যমুখী' by Pankajini Basu)	হরিনাথ দে	Jan.-March 1906,		জার্নাল অফ দ্য মোসলেম ইনস্টিটিউট, v. l, no.3.
১০	Why did I call: a poem (Original Bengali name: 'ডেকেছি কেন' by Rani Mrinalini)?	হরিনাথ দে	Jan.-March 1906		জার্নাল অফ দ্য মোসলেম ইনস্টিটিউট, v. 1, no. l.

	Tr., with introduction.				
১১	Translations from the poetesses of Bengal.With introduction (Original Bengali name: 'সূর্যমুখী' by Pakajini Basu and 'ডেকেছি কেন' by Rani Mrinalini)	হরিনাথ দে	Jan - March 1906		জার্নাল অফ দ্য মোসলেম ইনস্টিটিউট, v. l, no.3.
১২	Shakuntala- a metrical version of the Act I and II. (Original Sanskrit by Kalidasa). Tr., with introduction and notes.	হরিনাথ দে	1907		
১৩	Buddhaghosa-a metrical version of the Dhaniya-Sutta; a dialogue between the Buddha and the cow-herd Dhaniya given	হরিনাথ দে	March-April 1908,	Calcutta University Magazine	v. 15, প্রকৃত পালি

	in the Sutta Nipata.				
১৪	Life of Muchiram Gur (Original Bengali name: ‘মুচিরাম গুড়ের জীবনী’ by Bankimchandra Chattopadhyaya)	হরিনাথ দে	1911	The Herald	
১৫	Will of Krishna Kanta (Original Bengali name: ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ by Bankim Chandra Chattopadhyaya)		1911	The Herald	
১৬	When late I come back home at night: a poem (Original French name: En m'en venant au trade de nuit...by Rene Ghil)	হরিনাথ দে	Jan. 1911	The Herald	
১৭	Nagarjuna's view of Nirvana; being Chapter the 26th of the Madhyamika	ইয়ামাকামি সোজেনের সহযোগিতায় হরিনাথ দে কর্তৃক	Jan,1911	The Herald	

	Karika with the commentary of Aryadeva.	কুমারজীবের চীনা সংস্করণ থেকে অনুবাদ			
১৮	Taranath's History of Buddhism in India.	হরিনাথ দে	Jan,1911	The Herald	মূল তিব্বতি থেকে অনুবাদ
১৯	Hope-a metrical version (Original Bengali name: 'যাই ভেসে ভেসে আমরা দুজনে')	হরিনাথ দে	Feb. 1911	The Herald	
২০	The Prophet (Original Russian by Mikhali Yurevich Lermonotoff	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	
২১	Nagarjuna's view as to Characteristics of the Being and non-Being; in the 5th Chapter of the Madhyamika Karika with the commentary of Aryadeva.	ইয়ামাকামি সোজেনের সহযোগিতায় হরিনাথ দে কর্তৃক কুমারজীবের চীনা সংস্করণ থেকে অনুবাদ	Feb,1911	The Herald	
২২	The Riddle-A metrical version. (Original	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	

	Bengali name: রহস্য)				
২৩	Sphere about the Wassail-cup-A metrical version (Original Bengali name: Madira purita peyala satvare)	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	
২৪	A Passing beauty-a metrical translation (Original Bengali name: Gili kamani gajahu gamini by Vidyapati)	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	
২৫	A Peerless beauty saw mine eyes-a metrical translation (Original Bengali name: Aparupa pekhalu rama by Vidyapati)	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	
২৬	What! Will Madhab return? -a metrical translation (Original	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	

	Bengali name: Ajani ka kahu aova madhai by Vidyapati)				
২৭	Why ask of me sweet friend-a metrical translation (Original Bengali name: Sakhi ki puchasi anubhava moy by Vidyapati)	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	
২৮	When the day shall be-a metrical version (Original Bengali name: 'আর কি সেদিন আসিবে ফিরে' by Vidyapati)	হরিনাথ দে	Feb,1911	The Herald	
২৯	To a beauty-a metrical translation (Original Bengali name: Aparupa bhaya chamari giri kandara by Vidyapati)	হরিনাথ দে	March 1911.	The Herald	
৩০	Sutta Pitaka.Khudaniya. Therigatha.The	হরিনাথ দে	March 1911.	Harinath De	

	Temptation of Subha. (Original Pali name: Therigatha)				
৩১	The Coffin maker (Original Russian by Alexander Sergeevich Pushkin	হরিনাথ দে	March 1911.	The Herald	
৩২	Nagarjuna's view of the Soul or the Atman; being the 27th Chapter of the Madhyamika Karika with commen-tary of Aryadeva.	ইয়ামাকামি সোজেনের সহযোগিতায় হরিনাথ দে কর্তৃক কুমারজীবের চীনা সংস্করণ থেকে অনুবাদ	March 1911.	The Herald	
৩৩	Love's lament: a poem (Original Bengali name: 'যদি পরানে না জাগে আকুল পিয়াসা')	হরিনাথ দে	March, 1911		
৩৪	Oubliez-Moi: a poem (Original Bengali name: স্মৃতিলোপ by Priyambada Devi)	হরিনাথ দে	April, 1911.	The Herald	

৩৫	Farewell humanity- a metrical version (Original Bengali name: 'সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরমালা' by Girishchandra Ghosh)		April, 1911.	The Herald	
৩৬	The song of the night: a poem (Original Italian name: Canto notturno di un pastora errante dell Asia by Giacomo Leopardi)	হরিনাথ দে	April,1911	The Herald	
৩৭	Love is a flower like: a poem (Original Bengali name: 'ভালোবেসে দুটিকথা প্রাণ তোমারে বোলে রাখি')	হরিনাথ দে	April,1911	The Herald	
৩৮	In Her Smritikana	হরিনাথ দে	1916	Chittagong	অনুবাদক হিসেবে হরিনাথ দে-এর স্বাক্ষরের প্রতিকৃতি রয়েছে

এই প্রবন্ধে হরিনাথ দে ও তার সৃষ্টি সম্পর্কিত ডিজিটাল আর্কাইভের একটি প্রতিরূপ হিসাবে উদাহরণস্বরূপ তথ্যসমৃদ্ধ একটি

ওয়েব প্লাটফর্ম বা তথ্যাধার তৈরী করা হয়েছে। আশা করা যায় এই প্রয়াস এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনাকে সুদৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত করবে।

পদ্ধতি:

বিভিন্নসূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের পর গুগল সাইটস টুল-টি ব্যবহার করে হোমপেজ ছাড়াও আরো ৫টি ওয়েবপেজ যেমন "জীবনকথা", "শিক্ষাজীবন", "কর্মজীবন", "রচনা ও সৃষ্টি", "হরিনাথ দে সম্পর্কিত রচনাবলী" তৈরী করা হয়েছে। ওয়েবপেজগুলিকে সুসজ্জিত করার জন্য গুগল সাইট-এ উপলব্ধ বিভিন্ন ফরম্যাটিং পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র একটি উদাহরণস্বরূপ। আরো বিশদ তথ্য, রচনাসমূহ এবং উপযুক্ত রিপোজিটরি সফটওয়্যার যেমন DSpace, Eprint, Greenstone বা Omeka ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে আচার্য্য হরিনাথ দে-কে নিয়ে যদি একটি সুসমৃদ্ধ ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরী করা যায় তবে তা হবে তাঁর প্রতি একটি উপযুক্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সমতুল্য। হরিনাথ দে-কে নিয়ে গবেষণা করা কোনো প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সর্বোপরি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার এইরকম একটি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব নিলে সার্বিকভাবে এই প্রথিতযশা মানুষটিকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারা যাবে বলে মনে করা যায়।

কোনো রিপোসিটোরি সফটওয়্যার ব্যবহার করে নমুনা ওয়েব প্লাটফর্ম তৈরী স্থায়ীরূপে ছাড়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি ওয়েব সার্ভার, একটি রিপোসিটোরি সফটওয়্যার এবং কিছু কারিগরি বিষয় যেগুলি শুধুমাত্র স্থায়ী ব্যাবস্থার মাধ্যমেই করা যায়। এই কারণে এই নিবন্ধে তথ্যাধারের নমুনা হিসেবে ওয়েব প্লাটফর্ম তৈরীর জন্য গুগল সাইটকে ব্যবহার করার হয়েছে।

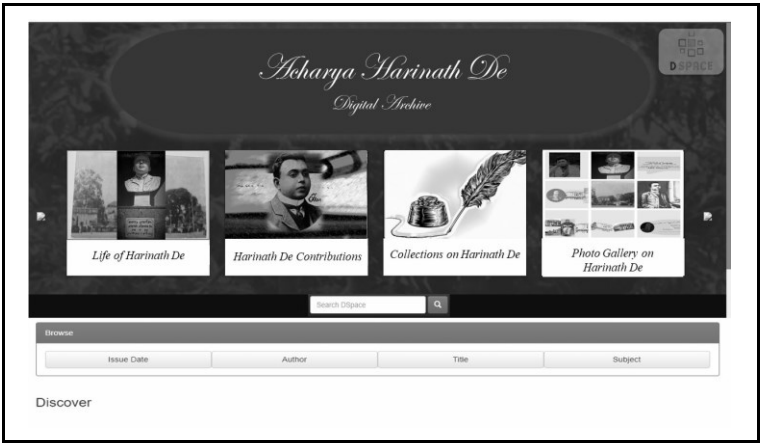

চিত্র ১: DSpace ব্যবহার করে হরিনাথ দে ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির একটি নমুনা চিত্র।

ওয়েব প্লাটফর্ম তৈরীর জন্য ব্যবহৃত উপকরণ:

গুগল সাইট (Google Sites: http://sites.google.com) - এক্ষেত্রে ওয়েবসাইট তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, গুগলের এই পরিষেবাটি বিনামূল্যে উপলব্ধ, একটি স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আরো বিশদ তথ্যের দ্বারা এই ওয়েবসাইটটিকে ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত হরিনাথ দে সম্পর্কিত তথ্যাবলী ও তাঁর রচনা ও সৃষ্টি সমূহ।

গুগল ইমেজ ও বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত হরিনাথ দে সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি।

এই নিবন্ধের লেখকদের দ্বারা গুগল সাইট ব্যবহার করে তৈরী করা হরিনাথ দে সম্পর্কিত ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল তথ্যাধারটির লিংক ও কিছু স্ক্রিনশট নিচে তুলে ধরা হলো। মোবাইলের মাধ্যমে কিউ. আর. কোডটি স্ক্যান করলেও উক্ত ওয়েবসাইটটি দেখা যাবে।

কিউ আর কোড ও ওয়েবসাইট লিংক

https://sites.google.com/brainwareuniversity.ac.in/harinathde/home

চিত্র ২: Homepage - "শুরুর কথা"

চিত্র ৩: Web page - "জীবনকথা"

চিত্র ৪: Web page - "শিক্ষাজীবন"

চিত্র ৫: Web page - "কর্মজীবন"

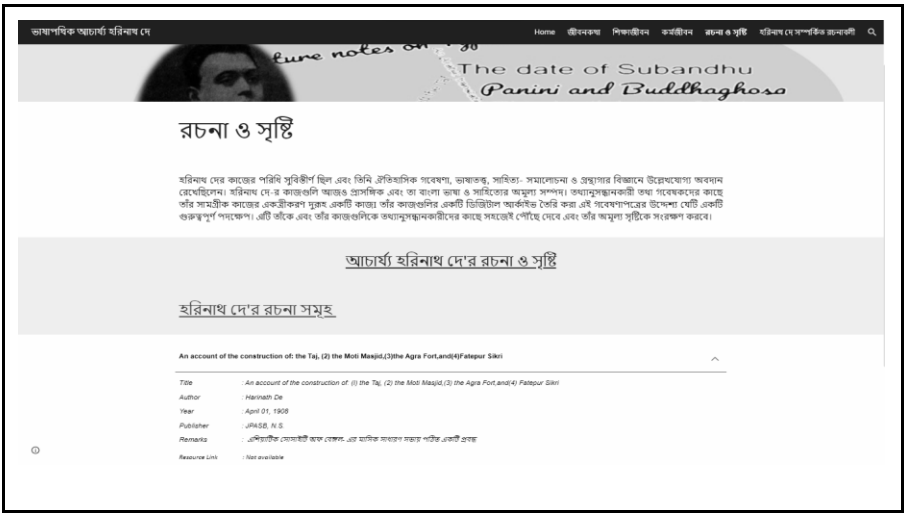

চিত্র ৬: Web page -"রচনা ও সৃষ্টি"

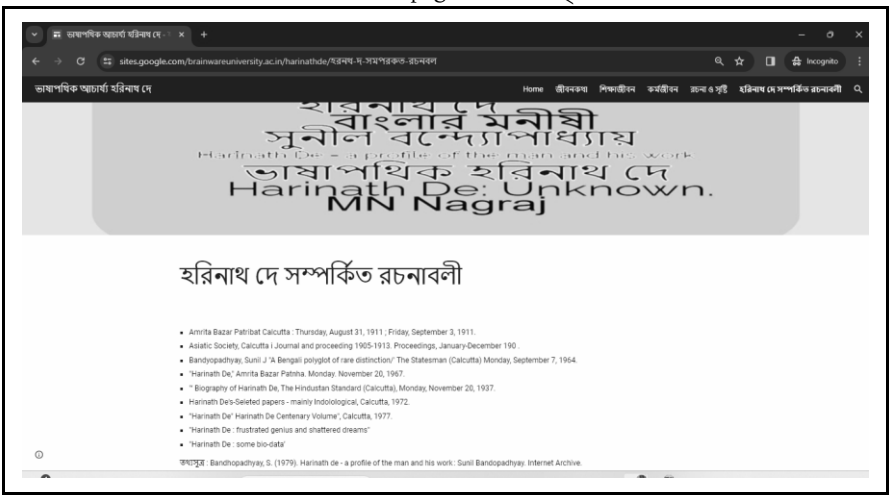

চিত্র ৭: Web page - "হরিনাথ দে সম্পর্কিত রচনাবলী"

উপসংহার:

যুগ যুগ ধরে বিশ্ব ভাষা সাহিত্য যাঁদের অকৃত্রিম অবদানে সম্মৃদ্ধ হয়েছে, হরিনাথ দে ছিলেন তাঁদের অন্যতম কান্ডারি, একথা বলাই বাহুল্য । তাই বিশ্ব ভাষা বিপ্লবের পথিকৃৎ এই মানুষটিকে না জানার চেষ্টা, যেকোনো ভাষাভাষীর মানুষের জীবনে অসম্পূর্ণতারই সমান। তাই তাঁকে চেনার এবং জানার জন্য যে ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির প্রস্তাবনা এই নিবন্ধে বর্ণিত হয়েছে তা বাস্তব রূপ পেলে তবেই এই লেখার সার্থকতা লাভ করবে। হরিনাথের সমস্ত মূল্যবান রচনা ও তাঁর সৃষ্টি ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই সৃষ্টিকে যদি একসূত্রে গাঁথা না যায় তবে সেই জ্ঞানসমুদ্র আমাদের সম্মুখেই রয়ে যাবে কিন্তু তা থেকে যাবে অজ্ঞাত, অপরিচিত।

তথ্যসূত্র:

Anandabazar Patrika. (2016). কঠিন প্রশ্নপত্রর: প্রতিবাদে পরীক্ষায় বসেন শিক্ষকমশাইও. Retrieved from https://www.anandabazar.com/patrika/write-up-on-harinath-dey-by-arghya-bandyopadhyay-1.301977

Bandhopadhyay, S. (1960). ভাষাপথিক হরিনাথ দে. Retrieved from https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.298546/mode/2up

Bandhopadhyay, S. (1979). Harinath de - a profile of the man and his work. Retrieved from https://archive.org/details/dli.calcutta.11170

Bandhopadhyay, S. (1983). হরিনাথ দে. Retrieved from https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.291144

Chakraborty, S. B., Ghosh, S., & Pal, M. (২০২৪). ভাষাপথিক আচার্য্য হরিনাথ দে তথ্যাধার. Google Sites. https://sites.google.com/brainwareuniversity.ac.in/harinathde/home

Ghosh, A. (1931). বাংলার মনীষী. ঢাকা : প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি. Retrieved from https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.512383

Ghosh, A. (n.d.). আচার্য হরিনাথ

Imperial Library, Metcalfe Hall, Calcutta, c1905. (2015). Retrieved from https://puronokolkata.com/2014/04/08/imperial-library-metcalfe-hall-calcutta-c1905/

IMPORTANT DOCS. (2021, December 12). বিখ্যাত ভাষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক হরিনাথ দে'র জীবনী | Biography of Harinath Dey in Bengali [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fV6hQB2NNnw

Mukhopadhyay, P. (1980). আমার পিতৃদেব ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরিনাথ দে এবং... . Presidency Alumni Association Calcutta. Retrieved from http://ndl.iitkgp.ac.in/document/NjJsRlZoZC9aWHZDUzF1emhBNDlsRUJwTnBMbDVvOFUwcGdLMmQwM2pkWT0

Nagaraj, M. N. (1977). Harinath de. Retrieved from https://archive.org/details/dli.ministry.02516/page/n5/mode/2up

Partha, K. (2018). Let us know about Harinath dey- the exceptionally gifted linguist. Retrieved from https://www.indiastudychannel.com/resources/173511-Let-us-know-about-Harinath-Dey-the-exceptionally-gifted-linguist.aspx

HARINATH DE: A SELECTIVE BIBLIOGRAPHY ON A TIMELESS LEGEND

Dr. Partha Sarathi Das
Assistant Library & Information Officer
National Library of India, Belvedere, Kolkata-700027

HARINATH DE

Hari Nath De (1877-1911)

Harinath was born at Ariadaha, not far from the Dakshineswar Temple, north of Kolkata, on August 12, 1877. Harinath was an outstanding student gifted with a prodigious memory, has a phenomenal passion for learning languages and an amazing zest for scholarship, which won unsurpassed academic honours. Harinath has achieved a fabulous reputation as a linguist of the very first order, becoming something of a legend in the contemporary world of letters. Harinath mastered some thirty-four or more languages, Oriental, viz, Bengali, Hindi, Odia, Marathi, Gujarati, Sanskrit, Sanskritic languages, Pali, Hebrew, Arabic & Persian, Urdu and European, like English, French, Latin, Italian, Dutch, Spanish, Portuguese, Old and Middle High German, Armenian. He is a linguist of the calibre of George Abraham Grierson and stands as a supreme symbol and a linguist icon in this country comparable to Giuseppe

Casper Mezzofanti in Europe, who was appointed Chief Keeper of the Vatican Library in 1833.

Harinath joined as the Librarian of Imperial Library on February 23, 1907. He mobilised the resources of the Library and acquire new titles in all subjects in a systematic manner. He published an updated second part of the Subject Index Catalogue (1908). He also compiled and brought up to date Part IV of the Indian Official publications. Due to his intellectual work in office hours, there arose some irregularities in the administration of the Imperial Library. Sir Asutosh Mukhopadhyay, influential member of the Governing Council of the Imperial Library brought 14 point charges against him. The end result of the bitter and acrimonious episode was that Harinath De was served with an official order on January 20, 1911 suspending him from his position in order to "*facilitate thorough official enquiry*" into some irregularities which were reported in the working and management of the affairs of the Imperial Library. Based on the enquiry report, Harinath was terminated from the post of Librarian of the Imperial Library on 10 July, 1911. On August 30, 1911, he expired after suffering from virulent typhoid fever.

A CHRONOLOGY

1877 August 12: Born at Ariadaha, 24 Parganas. Father: Rai Bahadur Bhutnath De, Mother: Elokeshi Devi.

1887: Upper Primary Examination, Normal School, Raipur.1890 Middle School, Govt.High School, Raipur, 1st Division.Awarded scholarship.

1891 May 1: Admitted to St. Xavier's School, Calcutta.

1892: Entrance Examination, Calcutta University, from St. Xavier's School, Calcutta, 1st Division.

Admitted to St. Xavier's College, Calcutta.

1894: F.A. Examination, Calcutta University, from St.Xavier's College, Calcutta, 1st Division. Awarded a general scholarship and the Duff scholarship in languages.

1895: Married to Smt. Sharatshova Devi, daughter of Shri Nandalal Basu of Garanhata , Calcutta.

1896: B.A., Calcutta University, Hons.in Latin (1st class 1st) and in English , (1st class 4th), from Presidency College , Calcutta. Awarded a monthly Scholarship of Rs.40 /- .M.A., as a private student, Calcutta University , in Latin (1st Class 1st). Awarded a gold-medal.

1897 January 23: Read a paper on Dante Alighieri at the Presidency College Union.

April: Proceeded for England.

July: Admitted to the Christ's College, Cambridge. Matriculation, Christ's College, Cambridge.

1897 October 1: Pensioner under Prof. James William Cart Mell.

November: M.A., Calcutta University on special permission, in Greek (1st class).Awarded a gold-medal.

1898: Awarded State scholarship by the Govt. of India at the rate of £ 200 a year for three years. Scholar, Christ's College, Cambridge.

Awarded prizes for Latin and Greek verse composition, Christ's College.

Studied under the guidance of the eminent Assyrian scholar, J. Menant, at Sorbonne University, Paris.

Higher studies in Arabic in Egypt.

Attended lectures on Sanskrit and Comparative Philo logy & Modern Methods of Teaching Languages in the University of Murburg.

1899 Senior Scholar, Christ's College, Cambridge.1900 A.B., Christ's College, Cambridge.

Classical Tripos, Cambridge, 1st Part, 1st Class.

1901 Tripos in Mediaeval & Modern Languages, Cambridge, 2nd Class.

Awarded Skeat Prize for knowledge of Shakespeare and Chaucher.

Member, Royal Asiatic Society of Great Britain &Ireland.

December 1: Recruited to the Indian Education Service.

December 7: Joined Dacca College as a Professor of English Literature.

1903 June 3: Elected a member of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

1905 February 8: Joined Presidency College, Calcutta as a Professor of English Literature.

1905 High Proficiency Examination in Sanskrit, Arabic and Oriya and awarded Rs.2,000 /-, Rs.2,000 /-and Rs.1,000 /- respectively.

Elected Fellow, Calcutta University.

Elected a member of the Moslem Institute.

1906 Proceeded for Europe for second time.

M.A., Calcutta University as a private student, in Pali (1st Class 1st).

November 6: Joined Hooghly College as Principal.

Ordentliche Mitglieder, Deutsche Morgenlandische Gesellschaft.

1907 February 23: Joined the Imperial Library (Now the National Library), Calcutta, as the Librarian.

April: Elected to the Council of the Calcutta Historical Society. Degree of Honour in Arabic.

1908: M.A., Calcutta University as a private student, in Sanskrit ' A ' and ' E ' Groups (1st Class 1st).

1911 August 30: Died in Calcutta.

BIBLIOGRAPHY OF WRITINGS OF HARINATH DE

Works by Harinath De

1. An account of the construction of: (1) the Taj, (2) the Moti Masjid, (3) the Agra Fort, and (4) Fatepur Sikri.

A paper read at the Monthly General Meeting of the Asiatic Society of Bengal, April 1, 1908. Notice appeared in JPASB,N.S.,1908, v.4, p. lxxxiii.

2.An appeal in a High Court against the Judgement of Daniel; being the stenographic report of an address originally intended to be delivered after a moot-court to the law students of an unmentioned university, by a member of Honourable Society of-'sInn, London satire based on the story of Susannah; translation from the original Hebrew by Rabbi Meher-shalel-hash-baz of Tiretti Bazar, Calcutta [*pseud*].The Herald, Mar.1911.

3.An Arabic translation of controversial pamphlets in Urdu and Persian by Rafi Al Khuli.

A paper read at the Monthly General Meeting of the Asiatic Society of Bengal, Nov.6, 1907.Notice appeared in JPASB, N.S., 1907, v.3, p. xcii.

4.The builders of Taj.

A paper read at the Monthly General Meeting of the Asiatic Society of Bengal, Feb.5, 1908.Notice appeared in JPASB,N.S., 1908, v.4.

5.Burke's Letter to the Sheriffs of Bristol; an analysis.16 p.17 cm.

6.[Chandrashekhar-review].Journal of the Moslem Institute , Oct.-Dec.1905, v.1, no.2.

Review of Bankimchandra Chattopadhyay's Chandra Shekhar translated into English by (1)Manmathanath Roy Chaudhury, and (2) Debendra Chandra Mullick.

7. *Chandrashekhar* — Mr.Debendra Chandra Mullick's translation once more.Journal of the Moslem Institute, Jan-Mar. 1906, vol.1, no.3, p.375-394.

Review of Bankimchandra Chattopadhyay's *Chandrashekar* translated into English by Debendra Chandra Mullick.

8. A commentary on A tale of Two Cities.Calcutta, 1911.2 v.

9. The date of Subandhu.

Contributed to the Xvème Congrès International des Orientalistes, Session de Copenhague, 1908.Unpublished.

10.Introduction. (*In* Haldar, Rakhal Das.The English diary of an Indian student. Dacca, 1903.p.i-xxvii).

11.Introduction [Kalidasa].(In Vidyabhusana, Rajendranath Kalidasa. Calcutta, 1909.p.1-8).

Introduction in English.

12. Lecture notes on Palgrave's Golden treasury, Book IV. Thoroughly revised,6th ed.Calcutta, S.S.De, 1925.v, xlvi, 466 p.

First published in 1903 from Dacca.

13. Lecture notes on Typical selections.Dacca, 1904.

Notes [1. ‘Panini and Buddhaghosa’; 2.A note on the word Lankaro; and 3.A note on a passage in Prajna Karamati's Commentary on Santideva'sBodhicaryavatara].Journal of the Pali Text Society, 1906-07; p.172 175.

14. Notes on Webb's selections from Wordsworth.Pt.1.Calcutta, 1906.

[Obituary notice of Dr.Ernst Theodor Bloch].

15. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New series,1909,v.5,p.cxvii-cxxi.

Read at the Asiatic Society of Bengal,Nov.3, 1909.

16. On systematic Buddhism, by Harinath De and YamakamiSogen.*The Herald,* 1911.

17. Preface: Imperial Library Catalogue, pt.IV; Catalogue of Indian Official Publications, vol.1, A-L.Calcutta, Supdt.Govt.Printing, 1909.

18. Select papers: mainly Indological.Comp & ed. by Sunil Bandyopadhyay.Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1972.xxvi, 205 p.

Biography of Harinath De by Sunil Bandyopadhyay, p.xiii-xxiv; Notes &references, p.xxiv-xxvi; A bibliography of Harinath De's writings, p.200-205.

19. A translation of Subandhu's Vasavadatta.

A paper read at the Monthly General Meeting of the Asiatic Society of Bengal, July 7, 1909.Notice appeared in JPASB, N.S., 1909, v.5, p.ciii.

20. An unpublished Tibetan-Latin vocabulary (with pronunciations marked) by an Italian Capuchin named Da Fano written in 1714 (from the collection of the Imperial Library.)

A paper read at the Monthly General Meeting of the Asiatic Society of Bengal, Jan.5, 1910.Notice appeared in JPASB, N.S., 1910, v.6, p.iii.

Texts edited by Harinath De

21. Lankavatarasutra. Ed. by Harinath De.Calcutta, 1909. Sanskrit.

22. Macaulay, Thomas Babington Macaulay.

Macaulay's Essay on Milton. Ed. with an introduction, notes, synopsis and appendices, by Harinath De.Dacca, BaikuntanathPress, 1902.ii, xxvi, 112, 76, xp.

-Macaulay'sLife of Goldsmith.Calcutta, 1906.

23.Nirvanavyakhyanasastram.Ed.by Harinath De. Calcutta, Satya Press, 1909. Sanskrit.

23.Nusratjung, Nawab of Dacca.

Tarikh-i-Nusratjangi.Ed.by Harinath De.Calcutta, Asiatic Society of Bengal,1908, vi., 121-153p.(Memoirs of Asiatic Society of Bengal, v.2, 1908).Persian, with English

preface.A paper read at the Monthly General Meeting of the Asiatic Society of Bengal, Apr. 13, 1907.

24. Scott, Walter.

Readings from the Waverly novels.Selected and annotated by Harinath De.Calcutta, Sircar, [1909 1911].2 v.

25.Shah' Alam Nama.Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1912.(Bibliotheca Indica, New series , No.1324).

26.Suttapitaka.*Khuddakanikaya*.

Khuddaka-Patha.Ed.with notes, etc.by S.Kumar.Revised by Harinath De.Calcutta, G.Kumar, 1909.x, iv, 27, 4, 15 p.

English translations by Harinath De

27. Basu, Amritalal

The babu. *The Herald*, Apr. 1911.

Original Bengali: Babu.

28. Basu , Pankajini.

Sunflower. Tr. with introduction.Journal of the Moslem Institute, Jan.-March 1906, v.1, no.3, Original Bengali: ' Suryamukhi '.p.279-288.

(In her Smritikana.Chittagong, 1916.p.141-144).Contains facsimile of Harinath De's signature as translator.)

29. Buddhagosha

A metrical version of the Dhaniya-Sutta; a dialogue between the Buddha and the cow-herd Dhaniya

given in the Suttanipata.Calcutta University Magazine, Mar. Apr. 1908, v.15, p.161-164.

Original Pali.

30. Chattopadhyaya, Bankimchandra

Bande mataram.[A poem].The Indian Mirror, Saturday , Nov.11, 1905, p.2, col.2-

Original Bengali, Sanskrit.Contains translation of the first portion of the Chapter 10 of *Anandamath.*

-Life of Muchiram Gur.The Herald,Jan.1911, Feb.1911.

Original Bengali: *Muchiram Gurer Jivani.*

-Willof Krishnakanta.*The Herald*,Jan.1911, Feb.1911.Original Bengali:*Krishnakanter will.*

31. Datta, Michael Madhusudan

A lament.[A poem].The Indian Mirror, Wednesday, Nov.29, 1905, p.3, col.1.

Original Bengali: *Ashar ChhalaneBhuli.*

32.Ghil, René

When late I come back home at night.[A poem].*The Herald*, Jan.1911.

Original French:*En m'envenant au trade de nuit.*In the measure of the original.

33.Ghosh, Girishchandra

Farewell humanity. [A metrical version].*The Herald*, Apr.1911.

Original Bengali:*Sagara-kulebasiyabiraleheriba lahar-mala.*

34. Hafiz

Ode to Sultan Ghiyasuddin.(In De,Harinath, tr.Miscellanea.Dacca, 1904.p.1-15).

Original Persian.Contains prose translation of the Ode by Col.Wilberforce, German translation by Ritter von Rosenzweig-Schwannau along with metrical translation of the German version in English by Harinath De.

35. Hope. [A metrical version].The Herald , Feb.1911.

Original Bengali:*Jai bhesebheseamaradujane*.

36. Ibn Batuta.

Description of Bengal.(In De, Harinath, tr.Miscellanea.Dacca, 1904.p.1-16, 1-14).

Original Arabic.Contains original Arabic text.

37. K'ab, son of Zuhair

A metrical version of Banat Su'ad.Tr., with introduction and notes.*Journal of the Moslem Institute*,Jul.-Sep.1905, v.1, no.1.

Original Arabic.

38. Kalidasa

Shakuntala; ametrical version of the Act I and II. Tr.,with introduction and notes.Calcutta, 1907.

Original Sanskrit.

39. Leopardi, Giacomo

The song of the night. [A poem].*The Herald*, Apr. 1911.

Original Italian: Canto notturno di un pastoreerrante dell Asia.

40. Lermonotoff, Mikhail Yurevich

The Prophet.*The Herald*, Feb.1911.

Original Russian.

41. Love is a flower-like.[A poem].*The Herald*, April 1911.

Original Bengali: *Bhalobasaduti katha prantomare bale rakhi.*

42. Love's lament.[A poem].*The Herald*, March 1911.

Original Bengali: *Yadi paranenajageakulapiyasa*

43.Miscellanea; 1-Ibn Batuta, Description of Bengal; 2-Hafiz, Ode toSultan Ghiyasuddin. Dacca, Baikuntha Nath Press, 1904.iv, 16, 14, 15 p.

Contains original Arabic of IbnBatuta; Ritter Von Rosenzweig-Schwannau's German translation of Hafiz's Ode along with metrical translation of the German version in English by Harinath De and Col.Wilber force's prose translation of the Ode.Dedicated to Lord Curzon in Latin.

44.Mrinalini, Rani

Why did I call? [Apoem].Tr., with introduction.*Journal of the Moslem Institute*, Jan.-March 1906,vol.1,no.3, p. 282-285.

Original Bengali:*Dekechikena*.

45.Nagarjuna's view as to Characteristics of the Being and non-Being; in the 5th Chapter of the Madhyamika Karika with the commentary of Aryadeva.Tr.from the Chinese version of Kumarajiva by Harinath De, in collaboration with YamakamiSogen.*The Herald*, Feb.1911.

46.Nagarjuna's view of Nirvana; being Chapter the 26th of the Madhyamika Karik with the commentary of Arya deva.Tr.from the Chinese version of Kumarajiva by Harinath De, in collaboration with YamakamiSogen.*The Herald*, Jan.1911.

47. Nagarjuna's view of the Soul or the Atman; being the 27th Chapter of the Madhyamika Karika with commentary of Aryadeva.Tr.from the Chinese version of Kumarajiva by Harinath De, in collaboration with YamakamiSogen.*The Herald*, Mar. 1911.

48. Priyambada Devi

Oubliez-Moi.[A poem].*The Herald*, Apr. 1911.

Original Bengali: *Smritilop*.

49.Pushkin, Alexander Sergeyevich

The Coffin maker.*The Herald*, Mar. 1911.

Original Russian.

50.Raza Ali Wahshat

A metrical version of the Persian Ode H.R.H.the Prince of Wales.*Journal of the Moslem Institute*, Oct.-Dec.1905,v.1, no.2.

In the measure of the original.

51. The Riddle.[A metrical version].*The Herald*, Feb. 1911.

Original Bengali:*Rahasya*.

52. Sphere about the Wassail-cup.[A metrical version].The Herald, Feb.1911.

Original Bengali:*Madira puritapeyalasatvare*.

53. Suttapitaka.*Khuddanikaya.Therigatha*. The Temptation of Subha.*The Herald*, March 1911.Original Pali:*Therigatha*.

54. Taranath

Taranath's History of Buddhism in India. Tr.[Part] from the original Tibetan.*The Herald*, Jan.1911.

55. -Ed.with notes by Sunil Bandyopadhyay.*Journal of Ancient Indian History*, 1969-70, v.3 , pts.1-2.

56. Translations from Arabic poetry.*Journal of the Moslem Institute,* Oct.-Dec.1905, vol.1, no.2.

From Kulthum ibn Omar al-Atabi, Mutanabbi, Ibn Rumi, Al-Nabighah, Imra-ul-Qais, Ibn Alqami, Al Walid ibn

Abd-ul-Malik, Yazid ibn Mu'awiyeh and six other anonymous writers.

57. Translations from the poetesses of Bengal. With introduction.*Journal of the Moslem Institute*, Jan.-Mar. 1906, v.1, no.3, p.279-285.

Original Bengali: '*Suryamukhi*' by Pankajini Basu, and *'Dekechikena*' by Rani Mrinalini.

58. Vidyapati

A Passing beauty.[A metrical translation].*The Herald*, Feb.1911.

Original Bengali: *Geli kamani gajahugamini.*

59.Vidyapati

A Peerless beauty saw mineeyes.[A metrical translation].*The Herald*, Feb.1911.

Original Bengali: *Aparupa pekhalurama.*

60. ---To a beauty.[A metrical translation].*The Herald*, Mar. 1911.

Original Bengali: *Kavari bhayechamarigirikandara.*

61. ---What! Madhab will return? [A metrical translation].*The Herald*, Feb.1911.

Original Bengali:*Sajani ka kahuaovamadhai.*

62. --- Why ask of me sweet friend.[A metrical translation].*The Herald,* Feb.1911.

Original Bengali: *Sakhi ki puchasianubhavamoy.*

63. When the day shall be.[A metrical version]. *The Herald*, Feb.1911.

Original Bengali: *Ar ki sedinasibephiriya*.

WRITINGS ON HARINATH DE

1. Bandyopadhyay, Rakhaldas

Banglaritihas, pt.I, 2nd ed.Calcutta, Gurudas Bandyopadhyaya,1330 B.S.20,358, 51 p.,plates.Ref.: p.304.*Bengali*

2. Bandyopadhyay , Sunil

Acharya Harinath De.DainikVasumati, Sunday, Agrahayan 2, 1374 B.S., p.4, col.6.

Letter to the editor.*Bengali*

3. ------ Acharya Harinath De.Jugantar,Monday, Kartik 15, 1372 B.S., p.4, col.4-5.

Letter to the editor.*Bengali*

4. ------ Acharya Harinath De.Jugantar, Saturday, Agrahayan, 1374 B.S., p.4 , col 4.

Letter to the editor.*Bengali*

5. ------ Acharya Harinath De.Uttarsuri, 1371 B.S., v.12, p.61-73.

Bengali

6. ------ A Bengali polyglot of rare distinction: the amazing achievements of Harinath

De.The Statesman, Monday, Sept.7, 1964, p.9.

7. ------ Bhashapathik Acharya Harinath De. Darpan, 1965, v.8; Feb.2, p.7-8; Mar. 12, p.9-11; Mar. 26, p.9-10; Apr. 9, p.8-9; Apr. 23, p.6, 10; May7, p.7, 9; May 28, p.6-7; Jun. 11, p.5, 7; Jun. 25, p.5, 8; Jul. 9, p.9-10; Jul. 23, p.7-8; Aug.6, p.9; Aug.20, p.6-7.*Bengali*

8. ------ Bhasha-pathik Acharya Harinath De.*Kranti*; Jan.Mar., 1968, v.1, p.81-101.

Bibl.footnotes.Part of the author's book published in 1972.Bengali

9. ------ Bhashapathik Harinath De.Calcutta, Abhi Prakashan, 1379 B.S.xvi, 293 p.front.(port.), photo,facsim, bibl.22 cm.

10.------Bibliography of writings of Harinath De, p.256-265; writings on Harinath De,
p.266-273.Bengali

11.------Biography of Harinath De. Hindusthan Standard, Monday, November 20, 1967, p.4,col.7.

Letter to the editor.

12.------Harinath De. Amrita Bazar Patrika,Monday,Nov.20,1967, p.6, col.8.
Letter to the editor.

13.------Harinath De. *Bharatkosh.* Calcutta, 1973.v.5, p.616.Bengali

14.------Harinath De: Aupakhyaniknayak o tar saririastitva.*Pashimbanga*,Aug.25, 1972.

Bengali

15.------Harinath De o kolkatar Imperial Library.Granthagar, Agrahayan, 1382 B.S.

Bengali

16. Banerji, Hari Dass

The late Mr.H.N.De.The Bengalee, Wednesday, Sep.6, 1911, p.3, col.2.

Letter to the editor.

17. Banerji, Nripendra Chandra

At the cross-roads, 1885-1946; the autobiography of Nripendra Chandra Banerji

(Mastarmahasaya).2nd ed.Calcutta, Jijnasa, 1974, viii, 282 p.port.Ref.p.31-33.

18. Banerji, Satish Kumar

The educational guide. Calcutta, "The teacher and the taught' Mitra Institution, 1908.Ii, 66 p.(The Indian Teacher's Hand-Book Series-I).

Dedicated to Harinath De by the author.

19. Basu, Girija K.

Harinath De. *Indian Daily News*, Wednesday, Sep.13, 1911, p.6, col.2.

Letter to the editor.

20. *Bauddha Dharmankur Sabharunabinshabarsikakaryavivarani*, 1910-1911.Calcutta.

Bengali

21. Bengal Past and Present.Calcutta.1907, v.1; 1909, v.3; 1910, v.4; 1914, v.8; 1915, v.9.

22. By the way. *The Englishman*, Thursday, Sep.7, 1911, p.4, col.4.

About Harinath De's collection of books.

23.Calcutta, University

Calendar, 1893,1895, 1897, 1899, 1901-1911.

-Minutes, 1892-1911.

24. *The Calcutta gazette*. Calcutta, Supdt., Govt.Printing.Part 1A.Wednesday, Feb. 20, 1907, p.270; Wednesday, Feb. 27, 1907, p.39; Wednesday, May 15, 1907, p.832; Saturday, Jul. 27, 1907, p.131; Wednesday, Jan. 29, 1908, p.19; Wednesday, Feb. 10, 1911; Wednesday, Mar. 15, 1911, Wednesday, Oct. 18, 1911.

25.*The Calcutta University magazine*

1894, V.1, no.6, p.86; 1897, v.4, no.2, p.196;1897, v.4, no.3, p.210; 1898, v.5, no.6, p.52.

26. Cambridge, University

The book of matriculations and degrees.Cambridge, 1902.

27. Cambridge, University

Calendar, 1901-1902.

The historical register of the University of Cambridge.Cambridge, 1917.

28. Chakrabarti, Phani Bhusan

Manomohan Ghosh.Presidency College Magazine, 1924, v.11, no.3, p.206-224.Ref.: p.207.

29. Chandra, Pramathanath

Bahubhashabit pandit Sj.Harinath De mahashayerakalmaraneshokochchvas.Samaj, 1318 B.S., v.2, p.172-173.*Bengali*

30. Chapman, John Alexander

The character of India, (areply to Mother India).2nd ed. rev. &enlg. Oxford, Basil Blackwell, 1928.vi, v, 149 p.

Ref.: p.110-113.

31.Chatterji, Suniti Kumar

Linguistics in India.(In Dandekar,R.N.,ed. Progress of Indic studies, 1917-1942.Poona,1942).

32.*Christ's College magazine*, Cambridge. *Michaelmas term*.1897, v.12, no.35; 1898,v.13, no.38; 1900, v.15, no.44;1901, v.15, no.47.

33. Das,Jnanendra Mohan, *ed.& comp.*

Bangla bhasharabhidhan.Allahabad, Indian Press, Calcutta, Indian Publishing House , [n.d.] 1577, Ref.: p.20.*Bengali*

34. Datta, Fakirchandra

Unmad o prativa.*Bharatbarsha*, 1321 B.S., v.1, no.1, p.324-333.

Ref.: p.329.*Bengali*

35. Death of Mr.Harinath De.*Times of India*, Friday, Sep.1, 1911, p.4, col.7.

36. Dev, Ashutosh
Nutan bangalaabhidhan; rev.2nd ed.Calcutta, the author, 1954.xvi, 1633, 2 P.
Ref.: Harinath De, p.1308.*Bengali*
37.*The Gazette of India.* Calcutta, Supt., Govt.Printing. Part 1.Saturday, Jul. 27, 1907, p. 62; Saturday, January 25, 1908; Saturday, Mar. 11, 1911; Oct. 14, 1911.
38. Ghosh, Aghorenath
The late Mr.HarinathDe.Calcutta University Magazine, 1911, v.22, p.135-137.

39. Ghosh, Anil Chandra
Banglarmanishi. Dacca, Presidency Library,1931.4 p.l., 112 p.ports.
Ref.: Acharya Harinath De, p.34-43.Bengali
40. Ghosh, Saurindra Kumar
Shaityasebak-manjusha.*MasikBasumati*, 1361 B.S., v.33, P.277.
Ref.: p.277.Bengali
41.Guha, Rajanikanta
Atmacharit.Calcutta, Jatindra Nath Roy, [1949].11,
706 p.port.
Ref.: p.291.Bengali
42.Guha Chaudhuri, Dvijendranath

Harinath De: a savant.*Barishal Hitaishi*, Wednesday, Aug.1, 1945, p.2, 5.

43.Harinath.*The Bengalee*; Saturday, Jan.18, 1913, p.2, col.5.Review of Nrisinhaprasad Mitra's Harinath (A Bengali drama).

44.[Mr.Hari Nath De].*Amrita Bazar Patrika*; Thursday, Aug.31, 1911, p.6, col.5.

Editorial comment.

45.[Harinath De].*The Englishman*, Thursday, Aug.31, 1911.Kolkata, West Bengal, Jun 20

46.[Harinath De: shok-prastab]-Sabhapatirabhibhashan.*Sahitya Parishad Patrika*, 1319 B.S., v.2, p.67. Bengali

47.Harinath De: tribute to his scholarship, Dr.Suhrawardy's speech.*Indian DailyNews*, Friday, Sep.8, 1911, p.5 , col.3.

48. Harinath De: a tribute by R.D.*Indian Daily News*, Tuesday, Sep.5, 1911, p.1, col.4-5.

Letter to the editor.

49.Harinather lokantar.Sahitya-sambad, 1318 B.S., v.1, no.2, p.56.Bengali.

Hooghly College

50. Register, 1836-1936.Calcutta, 1936.

In memorium.*Indian Daily News*, Monday, Sep.4, 1911, p.6, col.6.

51.India

----------History of services of gazetted and other officers serving under the Government of Bengal; corrected up to 1st July 1907.Calcutta, Supdt., Govt.Printing, 1907.Ref.: Pt.2 , p.269.

----------History of services of officers holding gazetted appointments in the Home, Education, Foreign, Revenue and Agricultural, Legislative and Commerce and Industry Departments ; corrected up to 1st July 1911.Calcutta, Supdt., Govt.Printing, 1911.

Ref.: p.158.

52.India. National Library, Calcutta.

India's National Library, by B.S.Kesavan. Calcutta, the Library, 1961.xii, 300 p.front., plates, ports., facsims., tables.

Ref.: p.15, 195, 255.

53. ----------The National Library of India; Golden jubilee souvenir, Sunday, 1st February, 1953. Calcutta, the Library, 1953.vi.54 p.photos, plates, ports.

Ref.: In memoriam: Harinath De, by B.S.Kesavan, p.52.

54. India's premier linguist.The Bengalee; Thursday, Aug.31, 1911, p.4, col.4.

55. India's premier linguist: death of Mr.Harinath De; a short career.Amrita Bazar Patrika; Thursday, Aug.31, 1911, p.7, col.1.

56. Journal.Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London, 1902-1904.
57. Journal and Proceedings.Asiatic Society of Bengal.Calcutta, 1905-1913.
58. Kosambi, Dharmananda
59. Nibedan.Bombay, Manoranjaka Granthaprasarak Man dali, 1924.204 p.plate.
Marathi. Autobiography.
60.The Late Babu Hari Nath De.Amrita Bazar Patrika, Friday, Sep.8, 1911, p.7, col.2-3.
61. Obituary notice read by Dr.Suhrawardy at the monthly general meeting of the Asiatic Society, on the 6th Sep., 1911.
62. The late Mr.Harinath De.The Bengalee; Thursday, Aug.31, 1911, p.4, col.4.
63. Late Mr.Harinath De.The Bengalee; Saturday, Sep.2, 1911, p.4, col.5.
64. The late Mr.Harinath De: Dr.Suhrawardy's appreciation.The Bengalee; Friday, Sep.8, 1911, p.3, col.5-6.
65.The late Mr.Harinath De.The Bengalee; Saturday, Sep.9, 1911, p.4, col.2.Editorial comment.
66. The late Mr.Harinath De, (by one who knew him).The Englishman, Friday, Sep.1, 1911,p.7, col.2.

67. Late Mr.Harinath De.Indian Daily News, Thursday, Aug.31, 1911, p.6, col.4.
68. The late Mr.Harinath De.The Mussalman, Friday, Sep.1, 1911, p.7, col.1.
69. Local and provincial: Bengal Buddhist Association.Indian Daily News, Thursday, Sep.7, 1911, p.6, col.5.
Notice of a meeting in memory of Harinath De.
70. Local and provincial: late Mr.Harinath De.Indian Daily News, Friday, Sep.1, 1911, p.6, col.5.
71. Mahtab, Bijoychand
Amar Europe bhraman (Rom).Bharatbarsha, 1320 B.S., v.1, p.410-418.
Ref.: p.416-418.port.Bengali
72. Impressions; the diary of a European tour.London, St.Catharine Press, 1908.xvi , 273 p.front., plate.Ref.: p.47, 83.
73. Majumdar, Ramesh Chandra, ed.British paramountcy and Indian renaissance; pt.2.Bombay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1965.xxviii, 668p.bibl.(History and culture of the Indian people.)
Ref.: p.386.Letter from Lord Curzon to Hamilton.
74. Mitra, Krishna Kumar
Atmacharit. Calcutta, Sadharan Brahmasamaj, 1381 B.S.351 p.port.
Ref.: p.178-179.Bengali

75. Mitra, Nrisinhaprasad
Harinath.Calcutta, 1319 B.S.
A drama based on the life of Harinath De.Bengali
76. Mudrarakshas, pseud.
Praptapustakersankhiptaparichaya: Kalidasa-RajendranathVidyabhusanapranita.Prabasi, 1316 B.S., v.9, p.358-359.
Ref.: Harinath De.Bengali
77. Mukharji, Ashutosh
Addresses: literary and academic.Calcutta, R.Cambray & co., 1915.iv, 567 P.Scattered references.
78. Mukharji, Dilipkumar
Bhashacharya Harinath De (1877-1911).Prabasi, 1371 B.S., v.64, p.391-400.Bengali
79. Notes, Modern Review, Oct.1911, v.10, p.404-418.
Ref.: p.417.
80. Obituary.The Pioneer, Friday, Sep.1, 1911, p.5, col.3.
[Obituary: Harinath De].Amrita Bazar Patrika, Friday, Sep.8, 1911, p.7, col.1.
81. Occasional notes. The Statesman, Thursday, Oct.19, 1905, p.4, col.4.
82. Pearson, J.D., comp.
Index islamicus 1906-1955: a catalogue of articles on Islamic subjects in periodicals and other collective

publications.Cambridge, W.Heffer & Sons, 1958.xxxvi, 895 p.Ref.: p.625.

83. Peile, John

Biographical Register of Christ College, Cambridge.1913.pt.2.

84. Presidency College, Calcutta.

Centenary volume 1955.Calcutta, Supdt., Govt.Printing, West Bengal, 1956.iv, viii, iii, 372 p.photos, plates, ports.

85. Register, comp.& ed.by Sureshchandra Majumdar &Gokulnath Dhar.Calcutta, 1927.

Proceedings.Asiatic Society of Bengal.Calcutta, 1903.

86. Ross, E.Denison

Both ends of the candle; the autobiography. London, Kolkata, Faber & Faber, 1943.345 p.front., photos, plates, ports.Ref.: p.104-105.

87. Ross, E.Denison, ed.

The Persian and Turki divans of Bayram Khan, Khan Khanan.Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1910.v, 91 p.(Bibliotheca Indica, New series, No.1241).Ref.: Introduction.

88.Samsad bangali charitabhidhan. Chief Ed: Subodh Chandra Sengupta.Ed:Anjali Basu.Calcutta, Sahitya Samsad, 1976.viii, 638 p.

Ref.: Harinath De, p.590-591.Bengali

89. Sastri, Haraprasad

The Northern Buddhism.Indian Historical Quarterly, June 1925, v.1, P.201-213.
Ref.: p.209.
90. Sen, Dineshchandra
Ashutosh-smriti katha.Calcutta, Indian publishing house, 1936.9,5,288p.ports., plates.
Ref.: p.189-190.Bengali
91. Sen, Nikhil
Acharya Harinath De.Amrita, Friday, Asvin 9, 1371 B.S.Bengali
92. Sengupta, Sureshchandra
Old memories in a new age (memories of a teacher).Calcutta, Rabindra Nath Choudhury, 1957.viii, 260 p.ports.photos.Ref.: p.18-19, 34-37.
93. Shok-sambad: Harinath De.Bharati, 1318 B.S., v.35, p.625-626.
Bengali
94. Sinha, Narendra Krishna
Ashutosh Mookerjee: a biographical study.Calcutta, Ashutosh Mookerjee Centenary Committee, 1966.viii, 192 p.ports.Ref.: p.183-184.
95. Sogen, Yamakami
Systems of Buddhistic thought.Calcutta, University of Calcutta, 1912.xx, 315, lvi p.
Ref.: Preface, p.v.

96. Stapleton, H.E.
Looking back over the years.Presidency College Magazine, Jun., 1955.
97. Tagore, Abanindranath, and Chanda, Rani
Jorasankordhare. Calcutta, Bisvabharati Granthalaya, 1351 B.S.[2 p.1], 151 p.
Ref.: p.81.Bengali
98. Tirodhan: [Harinath De].Nabyabharat, 1318 B.S., v.29, no.7, p.413.Bengali

Acknowledgement:

The Author is thankful to the Director General, National Library of India for giving me the opportunity for revisiting this great son of Bengal and a timeless contributor for making of the Imperial Library in its early days. The bio-bibliography is based on the bibliographic records available at the Bibliography Division of the National Library of India. I am also indebted to Dr. Swaguna Datta, Librarian, Jadavpur University for critically going through the manuscript and enriching it with her constructive suggestions.

Harinath De: A Linguistic Maestro's Enigma and the Secrets of Polyglot Language Mastery

Dr. Anamika Das
Department of Library and Information Science
Netaji Subhas Open University

Abstract:

This paper aims to explore the factors that catalyze the acquisition of languages, drawing inspiration from Harinath De's exceptional linguistic aptitude. It embarks on a descriptive exploration to unravel questions surrounding the universality of language aptitude and the possibilities of mastering multiple languages through unwavering dedication. A historical overview of polyglots and their linguistic landscape is presented. The Polyglot Enigma encapsulates the complex interplay of cognitive, cultural, and environmental factors contributing to polyglotism. Such factors are discussed in the present study.

Keywords: *Polyglot; Language aptitude; Neuroplasticity*

Introduction

Harinath De (12 August 1877—30 August 1911), an eminent Indian scholar from undivided Bengal, distinguished himself not only through his impactful contributions to linguistics, religions, and Indology but also as a remarkable polyglot. Over a span of merely thirty-four years, he astoundingly acquired proficiency in 34 languages, a feat that underscored his exceptional

linguistic aptitude. Among these, He was an M.A. in 14 languages.

He held the distinction of being the first individual from the Indian Education Services (IES) among Asians and left an indelible mark on the scholarly landscape of his time. A comprehensive understanding of his life and accomplishments is elucidated through different sources, with Sunil Bandyopadhyay's seminal work "" being particularly noteworthy. Bandyopadhyay's work sheds light on Harinath De's scholarly pursuits, emphasizing his significant contributions in linguistics, religious studies, and Indology. Notably, the narrative captures his altruistic nature, especially in his interactions with his contemporary scholars. Beyond these dimensions, the essence of his personality is exhibited in his insatiable thirst for knowledge, reflecting a scholarly and inquisitive mind.

What sets Harinath De apart is his extraordinary ability to master foreign languages swiftly, often within a matter of days or months—an exceptional characteristic that underscores his intellectual brilliance. This proficiency in numerous languages prompts intriguing questions: Can anyone, through unwavering dedication, attain mastery in multiple languages? Is language aptitude

a universal trait? What factors catalyze the acquisition of languages?

This paper embarks on a descriptive exploration to unravel the answers to such inquiries, delving into the factors that catalyze the acquisition of languages and contemplating the broader implications of Harinath De's linguistic aptitude.

Polyglots and Their Linguistic Landscape

Polyglots have the ability to speak, write, or understand several languages. Being a polyglot often involves a high level of linguistic aptitude, cultural awareness, and effective language learning strategies. Throughout history, we have seen or read from time to time the records of linguistic “geniuses” who are proficient in many different foreign languages. In academia, these multilingual-talented individuals are known as "polyglots" or "hyperpolyglots", depending on the number of languages they master. A “polyglot,” by definition is someone who knows “many languages”, precisely through the conscious study of foreign languages. Bilingualism, or trilingualism or even multilingualism may be acquired through exposure to multiple languages in a childhood environment.

Thus, in certain cases people may acquire few languages to some degree, if they are exposed to such a

multilingual environment through a period of time. They mostly acquire speaking skills. But, polyglots have a certain level of aptitude. They are the people who know their “many languages'' mostly through language learning. While multilingualism may limit the knowing perfectly or imperfectly a certain number of languages, say for, 5 or 6 or 7, etc, polyglots know dozens or even scores of languages to some degree. According to Arguelles (2018), a polyglot is defined as someone who knows at least 7 languages, or, alternatively, as someone who has studied at least 10 languages. Polyglots are sometimes accepted as synonymous to hyperpolyglots, extreme language learners, etc.

Richard Hudson, a linguist at University College London (UCL), believed that because in some European countries multilingual communities tend to use 5-6 languages for everyday communication, almost everyone was a polyglot. To avoid this confusion, he proposed the concept of "hyperpolyglot" to distinguish from 'multilingual talents'. By definition, 'hyperpolyglots' refer to those individuals who can speak or master six or more languages fluently, other than their own mother tongue (Hudson, 2012, p. 24). At present, most scholars tend to accept Hudson's point of view, that "hyperpolyglots" refer to those who are learning and mastering at least 6 new

languages after adolescence, and these foreign languages should be at an intermediate or advanced level.

Early Polyglots in History

There have always been many multilingual talented language geniuses throughout history. Determining the earliest recorded polyglot is challenging due to the limited historical documentation of individual language skills and the evolving definitions and criteria for what constitutes polyglotism. However, historical figures known for their linguistic abilities can provide some insights. Here a list of Polyglots in ancient and Middle Ages are cited from wikipedia.

- Mithridates VI (135–63 BC), King of Pontus. According to Pliny the Elder, Mithridates could speak the languages of all of the twenty-two nations that he ruled.
- Cleopatra (69–30 BC), Queen of Egypt. Cleopatra spoke many languages in addition to her native language, Greek, including Latin, Egyptian, Ethiopian, Trogodyte, and the languages of the Hebraioi, Arabes, Syrians, Medes, and Parthians.
- Al-Farabi (870–950) was an Islamic philosopher. He was reputed to know seventy languages.
- Frederick II (1194–1250), King of Sicily and Holy Roman Emperor. He knew Italian, French, Latin, Greek, German, and Arabic.

- Mehmed II (1432–1481), Sultan of the Ottoman Empire. In addition to his native language, Turkish, he learnt Arabic, Hebrew, Persian, Latin, and Greek.
- Elizabeth I (1533–1603), Queen of England and Ireland. She is thought to have known English, Welsh, French, Spanish, Italian, Latin, Greek, and German.
- Athanasius Kircher (1602–1680), German Jesuit scholar. He was said to know twelve languages.
- John Milton (1608–1674), English poet. He knew English, Italian, Latin, Greek, and Hebrew, and to a lesser extent Dutch, French, Spanish, Aramaic, and Syriac.
- Wojciech Bobowski (1610–1675), Polish musician held captive by the Ottoman Empire. He is said to have known Polish, English, German, French, Italian, Latin, Ancient Greek, Persian, Arabic, Hebrew, and Turkish.
- Dimitrie Cantemir (1673–1723), Prince of Moldavia. He spoke Moldavian/Romanian, Italian, Latin, Modern Greek, Russian, Persian, Arabic, and Ottoman Turkish, and had an understanding of French.
- Thomas Jefferson (1743–1826), third president of the United States. He spoke English, French, Italian, and Latin, and could read Spanish, Greek and German.

- William Jones (1746–1794), British philologist and jurist. He knew twenty-eight languages to varying degrees: English, Dutch, German, Swedish, Welsh, Russian, French, Spanish, Portuguese, Italian, Latin, Greek, Sanskrit, Pali, Hindi, Bengali, Persian, Middle Persian, Zoroastrian Dari, Arabic, Hebrew, Syriac, Geʿez, Coptic, Turkish, Chinese, Tibetan, and the various forms of early Germanic preserved in runic inscriptions.
- Giuseppe Caspar Mezzofanti (1774–1849), Italian cardinal. One of his contemporaries recorded that he knew seventy-two languages to varying degrees. Among these he had fully mastered in thirty languages: Italian, Spanish, Portuguese, French, Latin, English, Dutch, Flemish, German, Danish, Swedish, Russian, Polish, Czech, Illyrian, Greek, Romaic, Albanian, Ancient Armenian, Modern Armenian, Persian, Hungarian, Turkish, Hebrew, Rabbinical Hebrew, Arabic, Maltese, Aramaic, Coptic, and Chinese.
- Carl Friedrich Gauss (1777–1855), German mathematician. He wrote in Latin and could read Greek. In addition to his native language, German, he knew a number of modern European languages. At the age of sixty-two, he began studying Russian and mastered it within two years.

- Jean-François Champollion (1790–1832), French Egyptologist. He knew Latin, Greek, Sanskrit, Persian, Arabic, Hebrew, Aramaic, Syriac, Amharic, and Coptic.

While these historical figures are often cited as early examples of polyglots, it's important to recognize that the term "polyglot" itself may not have been used in the same way in earlier times. The concept and recognition of individuals skilled in multiple languages have likely evolved over time. In present time, with the increasing frequency of international communication, it is believed that there will be more and more examples of such polyglots (Erard, 2012). According to The International Association of Hyperpolyglots (HYPIA, established in 2016), around one percent (or, less than one percent) of the world's population are polyglots.

Amongst the Bengalis, beside Harinath De, we can name Syed Mujtaba Ali, Rabi Dutta. Renowned novelist and writer Syed Mujtaba Ali (1904–1974) from Bangladesh had command of Bengali, Urdu, Hindi, Gujarati, Marathi, Sanskrit, Persian, Pashto, English, German, French, Italian, and Arabic. Sri Aurobindo also had learned Greek, French, Italian German, Latin, and Spanish.

Exploring Language Aptitude

In the past, people believed that a multilingual person who was proficient in many foreign languages must be gifted/ talented, that is, have an extraordinarily high language aptitude. Otherwise, it seems impossible to explain their exceptional multilingual talents. But, is this actually the case? Experts from different subject domains are very curious about the reasons for the success of polyglots or hyperpolyglots. They want to understand whether the key to the success of these multilingual language "geniuses" is determined by language genes or intelligence level? Or, was their fluency with languages achieved through hard work and deliberate practice? At the same time, how is the language aptitude structure of these exceptional multilingual talents different from other ordinary people on the basis of an assertment, i.e. "An extreme language learner has a more-than-random chance of being a gay, left-handed male on the autism spectrum, with an autoimmune disorder, such as asthma or allergies". (Thurman 2018),

In the 1950s, John Carroll, a pioneer scholar of language aptitude, designed the Modern Language Aptitude Test (MLAT; Carroll & Sapon, 1959) through complex factor analyses and identified four important aptitude components essential for successful foreign

language learning. These four cognitive abilities include phonetic coding ability, grammatical sensitivity, inductive learning ability, and associative memory ability. Then, in 1998, Skehan combined grammatical sensitivity and inductive learning ability into language analysis ability (LAA). Skehan pointed out that these three factors (phonetic coding ability, language analytical ability, and memory ability) can be used to specifically examine and explain the overall foreign language performance of L2 learners. Among these factors, a notable feature of talented or gifted L2 learners is their exceptional (verbal) memory for lexical retention and obsession with "linguistic forms". Moreover, these talented polyglots generally "have a large number of lexicalized exemplars, their memory systems have considerable redundancy, their lexical expressions are very diverse", and they usually have "exceedingly abnormal memory, especially retention of verbal material".

In 2012, Michael Erard, studied 172 polyglots and concluded that these multilingual "geniuses" seemed to learn grammatical structures and phonological rules very quickly and were especially good at sentence pattern recognition and oral expression. some of the hyperpolyglots who mastered more than 10 foreign languages were influenced by meta-linguistic knowledge

and learner self-awareness. He also explored (2019) that hyper-polyglottism has other qualities that have not been adequately addressed in the previous literature. For example, these multilinguals can reactivate previously learned vocabulary and language structures very quickly and efficiently. Moreover, they can switch between various languages proficiently and freely in their daily language repertoires. These polyglots seem able to learn languages anytime, anywhere, and keep changing their learning methods as they age for better results. Of course, not all hyper-polyglots have the same set of talents. For example, some can imitate the pronunciation of native speakers, but not all of them can perform this task. Some seem to be more focused on learning multiple foreign languages within the same typologies. This finding raises another question that needs to be further explored by the academic community, that is, whether there is a group of learners who are particularly suitable for learning certain types of foreign languages (Dediu, 2015).

Research suggests that polyglots may have enhanced cognitive flexibility, enabling them to quickly switch between different linguistic systems. Neuroplasticity, the brain's ability to reorganize itself, plays a crucial role in this process. The effectiveness of language learning methods can vary among individuals

based on their unique combination of aptitude factors. A descriptive study of literature shows that researchers have identified several components and factors that may influence language aptitude. Some of these are pointed out here.

- Phonetic Coding Ability

This refers to the capacity to perceive and reproduce sounds accurately. Individuals with high phonetic coding ability can distinguish between subtle differences in pronunciation, making it easier for them to learn new phonetic systems.

- Grammatical Sensitivity

Some people have an innate sensitivity to grammatical structures and patterns in language. They can intuitively grasp the rules and structures of a language, making it easier for them to learn and apply grammar rules.

- Working Memory

Working memory involves the ability to temporarily hold and manipulate information in one's mind. Language learners with a strong working memory can process and remember new vocabulary, grammar rules, and other language elements more effectively.

- Analytical Ability

Individuals with strong analytical skills can identify patterns and relationships within a language. This helps in understanding the underlying structure of the language and facilitates the learning process.

- Motivation and Attitude

Positive attitudes and high motivation towards language learning contribute significantly to language aptitude. A motivated learner is more likely to invest time and effort in the learning process, leading to better outcomes.

These factors may result from various causes. Drawing insights from diverse literature, the subsequent section examines some of these causative factors.

The Polyglot Enigma

The Polyglot Enigma encompasses a myriad of causes rooted in the complex interplay of cognitive, cultural, and environmental factors.

- Cognitive Factors

Polyglots often exhibit exceptional cognitive abilities that contribute to their proficiency in language acquisition. Studies suggest that individuals with a high degree of working memory, the ability to temporarily hold and manipulate information, may be more adept at learning multiple languages. The cognitive flexibility to

switch between languages, a skill known as code-switching, is another cognitive trait commonly observed in polyglots. The brain's plasticity, or its ability to adapt and reorganize itself, also plays a crucial role in accommodating the linguistic demands of mastering numerous languages.

- Early Exposure and Environmental Influences

The age at which individuals are exposed to multiple languages significantly influences their language aptitude. Many polyglots attribute their linguistic prowess to early exposure to diverse linguistic environments. Children raised in multilingual households or those who grow up in regions with linguistic diversity may naturally develop the ability to navigate and absorb different languages. Environmental influences, such as immersion in a foreign culture or spending extended periods in linguistically diverse regions, can enhance language acquisition skills and contribute to the development of a polyglot's linguistic repertoire.

- Motivation and Passion

The motivation to learn and use multiple languages is a key factor that distinguishes polyglots from conventional language learners. Polyglots often express a deep passion for languages, a genuine curiosity about different cultures, and a desire to connect with people on

a profound level. This intrinsic motivation serves as a powerful driving force, enabling polyglots to overcome the challenges associated with learning and maintaining proficiency in numerous languages. The love for languages goes beyond utilitarian purposes, transcending into a form of self-expression and intellectual fulfilment.

- Learning Strategies and Techniques

Polyglots often employ unique learning strategies and techniques that set them apart from conventional language learners. They may utilize mnemonic devices, create personalized mnemonic associations, or engage in intensive language immersion experiences. The ability to draw connections between languages, recognizing patterns and similarities, is a skill that polyglots cultivate over time. Moreover, they tend to adopt a holistic approach to language learning, incorporating listening, speaking, reading, and writing into their daily routines, ensuring a well-rounded and comprehensive mastery of each language.

- The Role of Exposure and Immersion

One key aspect of Harinath De's linguistic brilliance was his exposure to a rich linguistic environment. Growing up in a multilingual setting provided him with the opportunity to absorb languages organically, much like a child learning their first

language. Exposure to diverse languages from an early age might enhance the brain's ability to process linguistic information.

- Immersion in different cultural contexts

This could be a contributing factor. Polyglots often spend significant time living in regions where their target languages are spoken, exposing them to the nuances of language in real-life situations. This immersive experience deepens their understanding and fluency, allowing them to grasp not just the words but also the cultural nuances embedded in each language.

- The Art of Language Learning

Harinath De's approach to language learning went beyond the traditional methods. He understood the importance of not just memorizing vocabulary and grammar rules but immersing himself in the cultural and historical contexts of each language. This holistic approach not only facilitated language acquisition but also enriched his overall understanding of human communication.

- Practice

Polyglots often emphasize the importance of regular practice and a genuine interest in the cultures associated with the languages they learn. The passion for understanding different ways of expressing ideas and

emotions serves as a driving force, propelling polyglots to explore new linguistic horizons continually.

Understanding these causes provides valuable insights into the intricate web of factors contributing to the mastery of multiple languages by polyglots.

Conclusion: Deciphering the Linguistic Legacy

As the present study unravels the linguistic legacy of polyglots, it has been reminded that the pursuit of language mastery goes beyond the confines of syntax and grammar. It is a journey that encompasses cultural understanding, cognitive adaptability, and an unwavering passion for the beauty inherent in the diversity of human expression.

Harinath De's linguistic brilliance remains a beacon for aspiring language enthusiasts and scholars. His ability to decode the enigma of polyglot language aptitudes sheds light on the intricate interplay between cognitive flexibility, exposure, immersion, and a genuine passion for languages.

References

Anderson, R. W. (2022). Garfield, SLA gold medalist: Examining the investments of an exceptional US language learner/hyperpolyglot. Foreign Language Annals, 55.

Anderson, R. W. (2022). Garfield, SLA gold medalist: Examining the investments of an exceptional US language learner/hyperpolyglot. Foreign Language Annals, 55, 1043– 1062. https://doi.org/10.1111/flan.12652

Biedroń, A. (2023). 4 Foreign Language Aptitude. In Cognitive Individual Differences in Second Language Acquisition: Theories, Assessment and Pedagogy (pp. 53-72). Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9781614514749-004

Carroll, J. B., & Sapon, S. M. (1959). Modern Language Aptitude Test (MLAT). New York: Psychology Corporation.

Erard, M. (2012). Babel no more: The search for the world's most extraordinary language learners. New York: Free Press.

Erard, M. (2019). Language aptitude: Insights from hyperpolyglotts. In Z. Wen, P. Skehan, A. Biedroń, S. Li & R. Sparks (eds.), Language aptitude: Advancing theory, testing, research and practice (pp. 153-167). New York: Routledge. http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-6D81-0

Hudson, R. (2019). The Five-Minute Linguist: Bite-sized Essays on Language and Languages: Third Edition.

Hyltenstam, K. (2016). The exceptional ability of polyglots to achieve high-level proficiency in numerous languages. In K. Hyltenstam (Ed.), Advanced proficiency and exceptional ability in second languages (pp. 241–272). De Gruyter.

Hyltenstam, K. (2018). Polyglotism: A synergy of abilities and predispositions. In K. Hyltenstam, I. Bartning, & L. Fant (Eds.), High-level language proficiency in second language and multilingual contexts (1st ed., pp. 170–195). Cambridge University Press.

Steinmetz, K. (2012, Jan 30). Are You a Hyperpolyglot? The Secrets of Language Superlearners: The author of Babel No More explains what it takes to become super-multilingual. Time. <https://time.com/>

Thurman, J. (2018, Aug 27). The Mystery of People Who Speak Dozens of Languages: What can hyperpolyglots teach the rest of us? The New Yorker. <https://www.newyorker.com/>

Wen, Zhisheng & Yang, Jing & Han, Lili. (2022). Do Polyglots Have Exceptional Language Aptitudes? Language Teaching Research Quarterly. 31. 10.32038/ltrq.2022.31.05.

The Neglected Linguist: Uncovering the Multilingual Legacy of Harinath De

Sayan Sarkar
Library Assistant, School of Law, Brainware University, Barasat, Kolkata-700124
E-mail: sarkarsayan68@gmail.com

ABSTRACT

This journal article seeks to revive the memory and celebrate the contributions of Harinath De, an exceptional Indian historian, scholar, and polyglot, whose legacy has been overshadowed by the passage of time. Despite his remarkable achievements, De remains relatively unknown in contemporary discourse. This article explores the life, education, career, literary endeavors, and the lasting impact of Harinath De on linguistics and literature. It emphasizes the need to acknowledge and preserve the rich intellectual heritage he left behind, particularly his extensive linguistic repertoire and the significant role he played in to shape the linguistic tapestry of this Nation.

Keywords- *Harinath De, linguistics, multilingualism, language documentation, polyglot, National Library of India*

Introduction

Indian historian, scholar, and polyglot Harinath De (12 August 1877 – 30 August 1911) was the first Indian librarian of the National Library of India (formerly Imperial Library) from 1907 to 1911. Over the course of his thirty-four-year existence, he mastered 34 languages. He is considered one of the greatest linguists of all time. In his 34 years, he learned 34 languages, including 14 Indian and 20 European languages. Despite his remarkable

achievements in linguistics, his legacy has been overshadowed by time. This article aims to resurrect the neglected linguist's contributions, shedding light on his pivotal role in the preservation and understanding of diverse languages.[1]

Literature Review

The literature surrounding the neglected linguist, Harinath De, is characterized by a notable insufficiency of dedicated studies, underscoring the urgency of this article's exploration. A seminal work in this domain is Sunil Bandyopadhyay's "Harinath De, Philanthropist and Linguist" (1988), which serves as a foundational biography providing essential insights into De's life and linguistic accomplishments. Beyond this primary source, the broader literature on polyglots and language enthusiasts offers a theoretical framework for understanding De's significance within the field of linguistics. Some of the Bengali works include the following- *ভাষাপথিক হরিনাথ দে", কলিকাতা, 1379 বঙ্গাব্দ ।"হবিনাথ দে", "ভারতকোষ", পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, 1973 । হরিনাথ দে ও কলকাতার ইম্পিরিআল লাইব্র্যারি" গ্রন্থাগার (কলিকাতা।), অগ্রহায়ণ 1382 বঙ্গাব্দ |*

And in English some of the works include-*M. N. Nagaraj (1977). Harinath De: centenary volume. National Library & Harinath De, a Profile of the Man and His Work By Sunil Bandyopadhyay · 1979.*

While all the literature is thin and scattered, this article seeks to synthesise and contribute to the current body of knowledge by putting light on the life and diverse contributions of a neglected linguist.

Research Methodology

There is not too many information available on De. The author performed in-depth review of the book which is also considered as his biography, available on the market and it has been reviewed to gain an in-depth look into the life of this forgotten genius and his linguist capabilities. In this article the author followed the Documentary Review method of research.

- Harinath De, philanthropist and linguist (National biography).Sunil Bandyopadhyay (1988). National Book Trust.

Findings & Discussion

A different language is a different vision of life."

-Federico Fellini. Famous Italian Film- Maker[9]

In an era dominated by global connectivity and cultural exchange, polyglots play a crucial role in bridging linguistic gaps and fostering cross-cultural understanding. While the world acknowledges some well-known polyglots, the name Harinath De often remains in obscurity.

Early Exposure and Educational Foundation

He was born close to Kolkata, West Bengal, in Ariadaha of Kamarhati, which is now in the North 24 Parganas district. In Raipur, Central Provinces (now Chhattisgarh), his father Roy Bahadur Bhutnath De worked for the government. From his childhood, De displayed an innate ability to grasp and assimilate languages with ease. Growing up in a multilingual household, he was exposed to a diverse linguistic tapestry, laying the foundation for his future linguistic prowess. His early exposure to languages such as Bengali, Hindi, Marathi, English and Latin (Acquired the primary Linguistic Education from his mother- *Elokeshi Devi*) provided a solid linguistic base that would later blossom into full fluency. De's educational trajectory, from Raipur High School to Presidency College and Christ's College, Cambridge, further nurtured his linguistic talents.[2]

Career and Academic Contributions

De's academic journey further fueled his passion for languages. Pursuing higher education in linguistics and philology, he delved deep into the intricacies of syntax, morphology, and semantics across multiple languages. His academic pursuits were not limited to a specific language family, showcasing his dedication to mastering languages from different linguistic backgrounds. As the first Indian librarian of the National

Library of India (then Imperial Library) and a professor at Dhaka University and Presidency College, De's multilingual abilities found practical application. His role in the development of the Linguistics department at Calcutta University underscored his commitment to linguistic studies. De's academic contributions included translations of significant works, such as Ibn Battuta's Rihla, demonstrating his versatility across cultures and languages. He released a revised version of Macaulay's Essay on Milton in 1902. He revised and republished Palgrave's Golden Treasury in 1903. Next, he translated Al-fakhri, a book written by Jalaluddin Abu Zafar Muhammad, into English. He studied Arabic grammar as well and also published a volume of Arabic Grammar by the request of the University of Calcutta in 1910. He also took on and completed a Textual Syllabi for Sanskrit for the University of Calcutta in the same year.[2][3]

Regarding Sanskrit, Professor De edited Nirbanbyakhya Shastram, translated a portion of the Rigveda into English using the original slokas, and he also edited Lankabatar Sutra, In addition, he translated Vasavdatta and Abhigyan Sakuntalam. He also successfully translated the great Sanskrit poem Naishadha Charita by Sriharsha in English as well as Valmiki Ramayana and Mudrarakshasa-a Sanskrit-language play by Vishakhadatta. However, a lot of academics believe that

Professor De's English-Persian lexicon was his most notable contribution. Eighty-eight volumes containing his complete works are currently housed at the National Library in Kolkata.[2][4]

He was consistently associated with various research works such as editing the memoirs of French writer Gene Law, the History of Dhaka written in Persian language -Tarikh-i-Nusrat Jungi, editing Shah Alamnama, the biography of Badshah Alam, and so on. His detailed work list is amazing. How can a person be engaged in such deep knowledge-penance work in one lifetime.

The list of awards, medals, scholarships received by Harinath De during his academic career is quite long. But he did not confine his life to mere philology. His achievements in teaching are also undeniable. He was a fellow of Calcutta University. Almost all university language examination papers were authored and examined by him. He was in charge of the Department of Linguistics , University of Calcutta. He was the first Indian to be appointed by the British Government as an Education Officer at the top of the Education Department. During the British period, he was the second acting librarian of the National Library, then known as the Imperial Library. The first librarian was John Macfarlane. He was given the honorary title of first Indian librarian by the British for his wealth of knowledge.

On the strength of talent, Harinath de graduated with first class honours in both Latin and English in the same year as a Presidency student. In the same year, he got a government scholarship from the University of Calcutta in Latin as the first in the first class. After going abroad for higher education, Harinath De got multiple degrees from one university after another in different languages with incredible success. Greek, Latin, Hebrew from England's Cambridge University, Arabic from Sorbonne University in Paris, Sanskrit from Germany's Marburg University, Comparative Grammar, Modern Language Teaching - Harinath's language repertoire kept getting filled. degree in 1900 from Cambridge University in the TRIPS exam. He received his MA degree in eighteen languages. "*I just couldn't brush my teeth in Chinese.*"- This was his only regret. Of course, not only did he get a degree, but he had a deep grasp of every language. The golden harvest of his expertise in languages has resulted in his career. Although that career was not more than ten-twelve years. [5][6]

The Enigmatic Collector

Harinath De had a strange passion for collecting manuscript. He ran to remote Bangladesh to collect the oldest manuscripts of Abhiganyam Shakuntalam and rescued it. Letters in Warren Hastings' own handwriting ,Bairam Khan's manuscripts in Persian and Turkish,

Persian translations of the Vedas by Dara Shikoh – were all in the Harinath's collection. He didn't just collect rare books/ manuscripts for himself, they were also useful for other's research. Once the historian Jadunath Sarkar was collecting research material about the reign of Aurangzeb. Sir Jadunath Sarkar could not make out the meaning of a few words of a Parsi manuscript. At last taking refuge with Harinath De he explained the meaning of the word. When the historian Rakhaldas Banerjee was writing the history of Bangladesh, Harinath brought to Rakhaldas the copper plate of Haribarmadev from his own collection. He made no difference on this matter. While teaching at the Presidency, he helped his colleague Henry Ernest Stapleton with a rare book from his collection. Harinath De was such a generous personality. Throughout his life, he not only saved but also gave away a lot. At the time of his death, Harinath De had over 1000 manuscripts and books in his collection. The National Library has the Harinath Details Collection in eighty volumes. But sadly Harinath's collection could not be completely preserved.[5]

Mastering 34 Languages

Harinath De's linguistic repertoire spanned a remarkable array of languages, encompassing both Eastern and Western tongues. His proficiency extended from classical languages like *Sanskrit*, *Pali*, and *Persian* to

modern languages such as *English*, *Chinese*, and *Arabic*. The breadth and depth of his linguistic expertise were unparalleled, with a total of 34 languages under his command. He achieved mastery in thirty-four ancient and modern languages which included *Bengali, English, Hindi, Tamil, Pali, Chinese, Tibetan, Sanskrit, Arabic, Persian, Greek, Latin, German, French* and *Spanish*. Harinath De, a legendary polyglot, acquired proficiency in 34 languages, comprising 20 European languages and 14 Indian languages. He obtained Masters Degree in fourteen of these languages.[7][10]

The Neglected Linguist

This seems to be an example of government negligence. Bengalis are a self-forgetful nation. Otherwise, when the language day is celebrated with great fanfare, why is the name of this polyglot Harinath De not remembered? Can we not give due respect to the man who kept various languages alive throughout his life, on Language Day? Not a single monument in the name of Harinath De is visible in the City of Joy. There is only one road named after him in Gorpar area of North Kolkata.

Harinath De was a Human library. This ephemeral prodigy died of typhoid at the age of thirty-four. He remained unconscious for three to four days. Despite the continuous efforts of renowned doctors like Nilratan Sarkar, Harinath Ghosh, and Pranadhan Basu throughout

the time, De could not be saved. Seeing the mortal body of Harinath De burning in the cremation pyre, poet Satyendranath Dutta felt like a huge library was going up in flames. There is, however, another history behind such thinking. Alexandria had the richest library in the ancient world. The Library of Alexandria in Baghdad was destroyed by the attack of the tyrant Genghis Khan. It was during the final rites of Harinath De that the sad part of history emerged. So Satyendranath wrote -

... যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব,/শ্মশান শুধুই হচ্ছে আলা।/যাচ্ছে পুড়ে নতুন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।...–[5][6]

Conclusion

Commemorating individuals like Harinath De through monuments and public recognition could be a meaningful way to honor their legacy and ensure that their contributions are not forgotten. The one road named after him in North Kolkata is a step in that direction, but it also prompts reflection on the broader cultural consciousness and the ways in which we remember and celebrate our intellectual and linguistic heritage.

Harinath De's multilingual journey stands as a testament to the limitless potential of the human mind. His ability to seamlessly navigate and contribute to a myriad of languages remains an inspiration for scholars and language enthusiasts alike. As we reflect on the life

of this linguistic maestro, we are reminded of the power of language to transcend boundaries, fostering a deeper understanding of the world's cultural tapestry. Harinath De's legacy, imprinted in the pages of linguistic exploration and cultural appreciation, continues to resonate and inspire in the ever-evolving landscape of language studies.

References

Sengupta, Subodh Chandra and Bose, Anjali (editors), (1976), *Samsad Bangali Charitabhidhan* (Biographical dictionary), (in Bengali), Kolkata, Sahitya Samsad Pvt Ltd.

Bandyopadhyay, Sunil(1988). *Harinath De, philanthropist and linguist* (National biography).Kolkata National Book Trust.

পরীক্ষায় বসেন শিক্ষকমশাইও. (2016, February 5). Anandabazar.com; Anandabazar. https://www.anandabazar.com/patrika/write-up-on-harinath-De-by-arghya-bandyopadhyay-1.301977

History of the National Library, India. (2023). Archive.org. https://web.archive.org/web/20160617023911/http://www.nationallibrary.gov.in/nat_lib_stat/history.html

মধুছন্দা চক্রবর্তী . (2023, February 13). Harinath De Bengali polyglot. BanglaLive. https://banglalive.com/harinath-de-bengali-polyglot/

Bandyopadhyay, Sunil (1960). *Bhashapathik Harindranath De,* Kolkata. Abhi Ptakashan.

Partha K. (2018, March 12). Let us know about Harinath Dey- the exceptionally gifted linguist. India Study Channel. https://www.indiastudychannel.com/resources/173511-Let-us-know-about-Harinath-Dey-the-exceptionally-gifted-linguist.aspx

মাত্র চৌত্রিশটি বসন্তের পরমায়ু।... - Baidyas International B.I. (2023). Facebook.com. https://www.facebook.com/baidyasInternationalBI/posts/515634822199220/

(PDF) A different language is a different vision of life. Federico fellini. (2020). Retrieved December 8, 2023, from ResearchGate website:

https://www.researchgate.net/publication/341110196_A_different_language_is_a_different_vision_of_life_Federico_fellini

The Daily Star. (2018, February 20). Retrieved February 6, 2024, from The Daily Star website: https://www.thedailystar.net/supplements/amar-ekushey-2018/shahidullah-linguist-and-language-activist-1537948

Bust of HARINATH DE,
Situated at Harintha De Road ROAD Garpar, Machuabazar,
Kolkata, West Bengal 700009

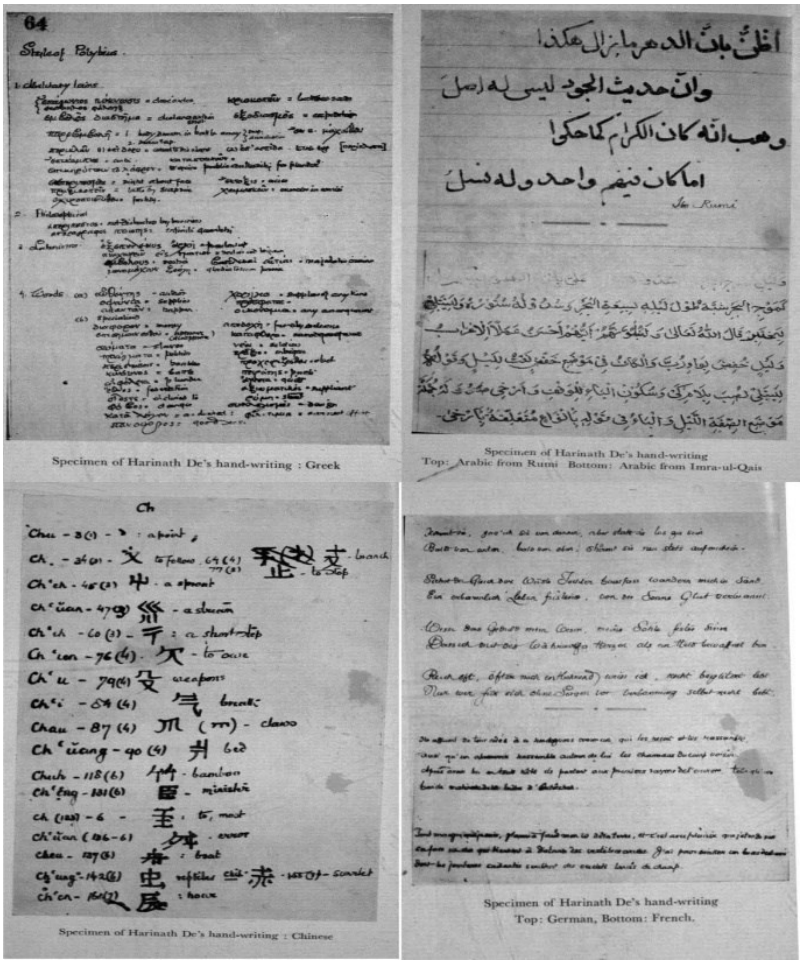

Specimen of Harinath De's Hand -Writing in various Languages
Image Source: M. N. Nagaraj (1977). Harinath De: centenary volume. National Library.

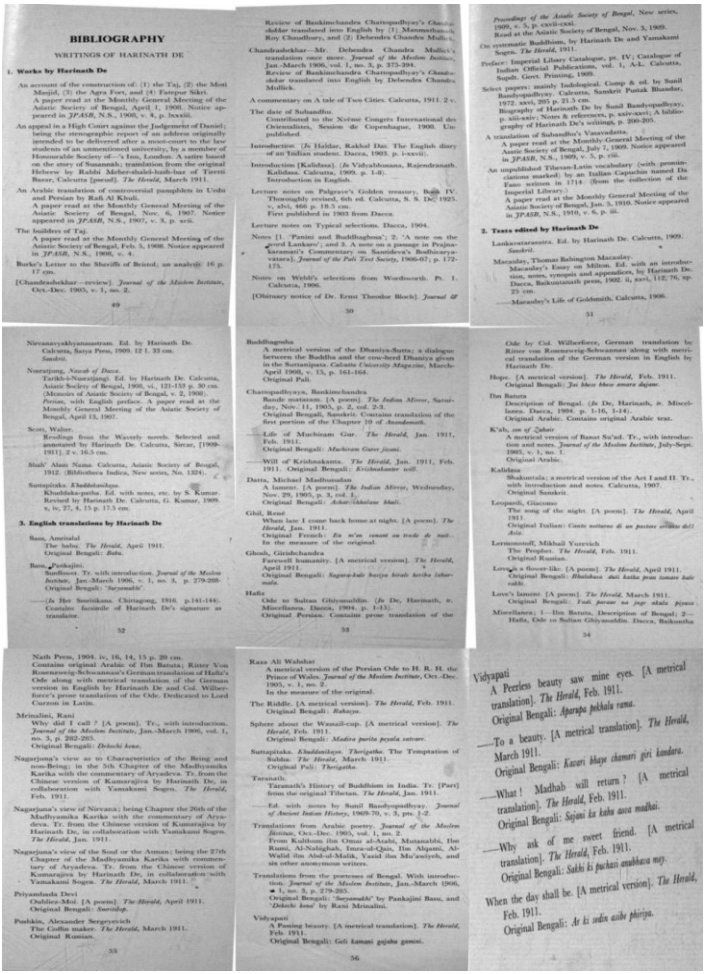

Complete Bibliography of Harinath De

Image Source: M. N. Nagaraj (1977). Harinath De: centenary volume. National Library.

A Short Memoir of Harinath De Through the Lens of Published News Clippings

Poulami Talukder
Trainee Library Assistant, Brainware University
Email - poulamitalukder11@gmail.com

From historical warriors to many writers, economists, scientists were born in our Bengal. Among the best geniuses came from this Bengal, the scholar of linguistics, an extraordinary polyglot, the first Indian Librarian of the Imperial Library (now National Library of India). Here we are discussing a great personality, Harinath De. He was born in 1877 at Ariadaha, in the North 24 Parganas district of West Bengal. His initial education was in Raipur, then he went to Calcutta (now Kolkata) and took admission to the then Presidency College. He completed his graduation at the very young age and went to Cambridge for higher studies. While studying at Cambridge Harinath De stood first class in the M.A in Greek as a private examinee, after this he went to Paris and studied Arabic at Sorbonne University.

He made us astounded by his mastery of 34 different languages. Also, he obtained Masters degrees in fourteen modern and ancient languages. Harinath De was a professor of English Literature in both Presidency and Dacca (now Dhaka) Colleges. In 1907, he joined as a

professor of linguistics in University of Calcutta. He held a prestigious position in the Imperial Library (now National Library of India), the biggest library in Asia.

After childhood, some of his stories came up during college days. In this study some of such stories from newspaper clippings have been collected. He used to help people at his young age. We know about one such incident. He helped a person who knew Arabic language and came to Bengal. Then Harinath De gave him shelter in his house. We have also a story from Italy. Pope also stunned to hear Latin language from him. Harinath's Latin proficiency surprised Lord Curzon. He translated a book form Persian and Arabic, and gifted it to him.

This brilliant linguist left an impression on the field of linguistics. He inspired all the youth with his great works. Macaulay's Essay On Milton '' was published in 1902 AD, edited by Harinath De. A noble version of the book. He published a new version of "Palgrave's Golden Treasury'' in 1903. Harinath De translated Ibn Battuta's travelogue, "Rihla", into English. He edited Lankavatara Sutra. He also translated Al-faqri written by Abu Zafar Muhammad. There is a lot of work, and Arabic grammar is also one of them. He did not stop there, he had huge knowledge in Sanskrit too. Prof. Harinath De translated Rigveda in English. He translated Abhigyan Sakuntala and Vasavdatta also. His most remarkable work was an

English-Persian Lexicon. He has also done rhymed English translations of poetry in languages like Greek, Arabic, Persian, Pali, Bengali, Italian, Russian. There is a quote "Life is short but it is wide ", and this great man proved it. His entire works contained in eighty-eight have now been kept in the National library in Kolkata. Harinath himself never thought that the debt will be extinguished in just 34 years. He died due to typhoid. A thousand attempts by the doctors could not hold him. And with that, Bengal lost one of its bright star.

While discussing the memory of this great human being, some newspaper (2018 – 2023) clippings are collected on Harinath De. Some attached clippings are given below.

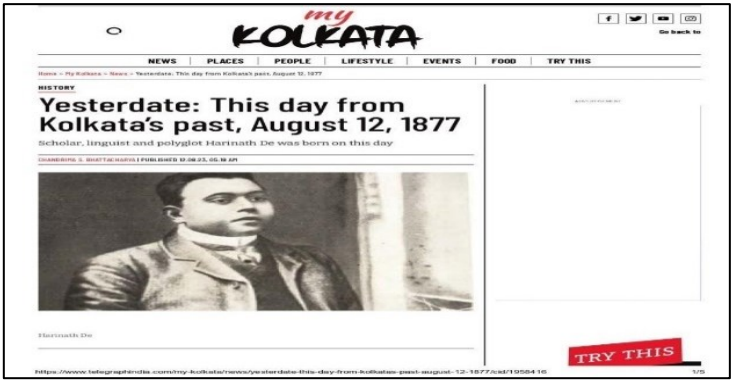

News Clippings 1. News published on Harinath De in Telegraph India E-Paper (2023, Aug. 12)

write up on Harinath Dey by Arghya Bandyopadhyay - Anandabazar

Advertisement

আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন

২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রথম পাতা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ দেশ বিদেশ সম্পাদকের পাতা খেলা বিনোদন জীবন + ধারা ভিডিয়ো

Anandabazar / Patrika / write up on Harinath Dey by Arghya Bandyopadhyay

কঠিন প্রশ্নপত্রের প্রতিবাদে

পরীক্ষায় বসেন শিক্ষকমশাইও

তিনি হরিনাথ দে। চৌত্রিশ বছরের জীবনে চৌত্রিশটি ভাষাজ্ঞান নেওয়া সেই আশ্চর্য মানুষটি! লিখছেন অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়প্রেসিডেন্সি কলে পড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে বাড়ি ফিরছেন হরিনাথ। আচমকা দেখলেন রাস্তার মোড়ে লোকজনের জটলা। দু'পা এগিয়ে যেতেই নজরে এল, যুবক তারস্বরে বক্তৃতা করছেন। তাঁকে ঘিরে যাঁরা, তাঁরা তাঁর একটি শব্দও বুঝছেন না। গুঞ্জন তাই নিয়ে। কিন্তু যুবকটির তাতে কোনও ভ্রুক্ষে নেই। তিনি উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা করেই চলেছেন। হরিনাথ কিন্তু একটু দাঁড়িয়েই বুঝে গিয়েছেন, ভাষাটি আরবি। এবং ধর্ম নিয়ে কোনও এ বিতর্কিত বক্তব্য রাখতে চাইছেন যুবক।

New Clippings 2. News published on Harinath De in Anandabazar Patrika Online (2023, Dec.26)

তরকারির খোসা দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখা, স্বল্প জীবনে ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন হরিনাথ দে

অরিত্র সোম | November 9, 2021

News clippings 3. News on Harinath De in Prohor E-Newspaper (2021, Nov. 9)

News Clippings 4. News on Harinath De in Baarta Today Online Newspaper (2021, Feb.21)

Let us know about Harinath Dey- the exceptionally gifted linguist

Posted Date: 12 Mar 2018 | Updated: 12-Mar-2018 | Category: General (/resources/category-3-general) | *Author: Partha K. (/member/SHARINGPARTHA.aspx)* | Member Level: Gold (/general/MembershipLevels.aspx) | Points: 35 (/general/ContentRating.aspx?EntityType=1&EntityId=173511) |

The genius of Harinath Dey is still well-known among the scholars of Linguistics all over the world. This genius has been famous for his astounding work in various languages, both Indian languages and other ancient and modern languages of the world. This article describes the life and works of this great scholar.

Bengal has given birth to many great people. Among them, a considerable number have excelled in different branches of academics. They have made indelible marks in the fields of Literature, History, Archaeology, Physics, Statistics, Mathematics, Chemistry, Biology and many other subjects. But even among the galaxy of stars in the universe of Bengali intellect, this star has been shining very brightly. This extraordinarily brilliant linguist and polyglot is still remembered even more than hundred years after his death. Common people are astounded by his brilliance, quality and quantity of his work which he had done in his thirty-four years of short life. Let us recall the achievements great linguist, Harinath Dey (1877-1911).

News Clippings 5. News on Harinath De in India Study Channel (2018, Mar. 18)

Reference

Bhattacharya, Chandrima S. (2023, Aug. 12). Scholar, linguist and polyglot Harinath De was born on this day, Telegraph India. Retrieved from https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/news/yesterdate-this-day-from-kolkatas-past-august-12-1877/cid/1958416

Bandyopadhyay, Arghya (2023, Dec 26). Retrieved from https://www.anandabazar.com/patrika/write-up-on-harinath-De-by-arghya-bandyopadhyay-1.301977

Mita (2021, Feb 24). বাংলার_গর্ব হরিনাথ দে, Baarta Today. Retrieved from https://ritambangla.com/state/bengal_pride-harinath-De/

Som, Aritra (2021, Nov 9) তরকারির খোসা দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখা, স্বল্প জীবনে ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন হরিনাথ দে, Prohor . Retrieved fromhttps://www.prohor.in/harinath-De-the-man-who-learned-34-languages

K., Partha (2018, Mar 12) Let us know about Harinath De- the exceptionally gifted linguist, India study channel. Retrieved from https://www.indiastudychannel.com/resources/173511-Let-us-know-about-Harinath-De-the-exceptionally-gifted-linguist.aspx

Unveiling the Essence of Harinath De: A Comprehensive Human Portrait

Partha Sarkar
Library Assistant,
Brainware University
Email:
parthasarkar881@gmail.com

Rafiqul Ali
Junior Library Assistant,
Brainware University
Email: rafikali23@gmail.com

Abstract:

Harinath De was the first Indian who was appointed as the librarian of the then Imperial Library of Calcutta (now National Library, Kolkata). He was a polyglot and learned about twenty European and 14 Indian languages in his life. De was known for his generosity. This study aims to illustrate his kind-heartedness and philanthropic nature, love for books and people and his commendable works. If he had lived longer, he would have finished his research and contributed enormously to the corpus of knowledge.

Keyword: *Harinath De, Philanthropist, Bibliophile, Polyglot, Scholar, Imperial Library, National Library.*

Introduction:

Everyone agrees that Harinath De is among the greatest linguists of all time. He was also an Indian historian, scholar, and a polyglot. In the brief thirty-four-year span of his life, he learned about twenty European and fourteen Indian languages (1877-1911). He was the first Indian to be appointed librarian of the Imperial Library of Calcutta and was recruited by the Indian

Education Service. He lived in the same era of well-known Ideologists and linguists such as Ernst Theodor Bloch, Richard von Pischel, and T.W. Rhys Davids. Harinath was awarded an annual scholarship of rupee One Lakh for his academic achievements, most of which went toward charitable endeavours. He was a compassionate and selfless scholar who dedicated his life to serving humanity. Harinath was so giving to his students that, in the words of one of his students, Aghorenath Ghosh, "Sometimes he had to borrow money from others or face other inconveniences, but he never refused to help the needy." His colleagues and students highly appreciated his advice and assistance in their academic pursuits.

Photo 1: Photograph of Harinath De

Objective of the study:

The objective of the study is to portray a comprehensive sketch of Professor De as a philanthropist, ardent bibliophile, and scholar. Although he was a

remarkable personality at his time, there is very little research work on his life and work. This paper tries to depict a short sketch on the life, career, and humanistic nature of Harinath De.

Methodology of the study:

The study has been carried out using the methodology of documentary review. In this regard some of the literatures on Harinath De were analyzed and discussed, like "Harinath De: a Profile of the Man and His Work", by S. Bandyopadhyay (1979); "Harinath De: Philanthropist and Linguist", by S. Bandyopadhyay (1988) and "Harinath De", National Library, Bibliography Division, ed. by M. N. Nagaraj (1977). This study tries to portray the humanistic nature of Professor Harinath De.

Background:

In Ariadaha, north of Calcutta, on August 12, 1877, Harinath De was born. His father, Bhutnath De, was a well-known lawyer in Raipur, Central Provinces (now Madhya Pradesh), with a substantial and successful legal practice. Elokeshi Devi, Harinath's mother, was a very successful woman in her own right. She was Umacharan Mitro's youngest daughter. In addition to her native Bengali, she was conversant in Hindi, Marathi, and English.

Harinath, after completing his studies at Raipur High School, went on to study at Christ's College in

Cambridge and Presidency College in Kolkata. He was a multilingual virtuoso who was proficient in 34 languages, including numerous Eastern and Western languages, like Pali, Sanskrit, Persian, Arabic, English, Greek, Tibetan, and Latin, of which he held an M.A. degree in fourteen.

In 1901, December 1, De joined the Indian Education Service. He was the first Indian to work as an Education Service officer. In the same year, he served as an English professor at Presidency College in Calcutta and Dacca University. In 1907, he was appointed the first lecturer in the newly formed Department of Linguistics at Calcutta University. After the demise of John Macfarlane, he was appointed the second librarian and first Indian librarian of the Imperial Library, Calcutta (now National Library, Kolkata).

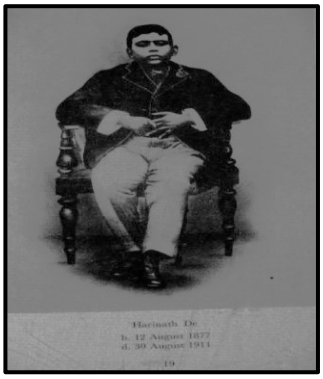

Photo 2: Harinath De. Photo Courtesy: Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath De.* (p.19). National Library, Bibliography Division

Discussion and Findings:

"A bright star of Bengal has gone out today,
Only the memories and tears remain
Out goes the valuable life, out goes the flame,
Bengal wear the ash mark on its forehead"

-Surendra Nath Dutta

The Persona:

Professor De was well-known for his generosity and philanthropy, which had a long-lasting effect on his peers and students. He gave his entire salary to a man in need out of selfless compassion for others. Many people share stories of his acts of charity, which were both abundant and discreet. Professor De was always willing to lend a hand to those in need, even if it meant putting himself through discomfort or inconvenience. He frequently borrowed money to help others. His dedication to helping others has left a void in the lives of his students, who will forever remember his generosity.

Shortly after Professor De's death, an article in "The Indian Daily News" highlighted his kind disposition and commitment to supporting underprivileged students. The author emphasizes that true charity is not about quoting texts or assigning blame, but about giving selflessly and without a sense of superiority.

Professor De's private charities extended to various organizations and impoverished scholars. Dharmananda Kosambi, a renowned scholar, stayed with Professor De in Calcutta after returning to worldly pursuits. Auguste Fortier, author of 'Les mystères de Montreal' and editor of L'Islamisme, visited Professor De's home in 1910 and went on to write a comprehensive history of India under Professor De's guidance. Other individuals, such as Rizquallah Malati and Maulavi Abu Musa Ahmadul Haqq, also found shelter under Professor De's hospitable roof.

During his annual inspection tours, Henry Ernest Stapleton, a colleague at Presidency College in Calcutta, noted that Harinath De also insisted on giving him one of the twelve copies of Dr. James Wise's "Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal" as a parting gift. This little library proved to be the most valuable and treasured volume in the houseboat library that accompanied him.

Professor Harinath gifted a rare book to his colleague, which turned out to be the most treasured and useful volume in his small library. Mr. De also discovered a complete copy of Bayram Khan's Divan and kindly handed it over to Professor E. Denison Ross, who transcribed it. 'Divan' was written for Bayram's son Abdur

Rahim in A. H. 1014. Mr. De was aware of Ross's interest in Turki language and graciously gave the book to him.

Professor De received the following message of gratitude from Surendranath Kumar, Librarian, Asiatic Society, Bengal: 'I take this opportunity, however, to acknowledge my indebtedness to Mr. Harinath De, for having very kindly gone through my proofs: I might almost confess that, but for his kind help, the present edition of the Patha would never have been published.'

Yamakami Sogen wrote in his preface to his renowned work, 'Systems of Buddhistic thought': 'First and foremost I should mention the late Mr. Harinath De, a greater scholar than whom it has seldom been my fortune to come across....To him - alas! Now passed away - I must record my deep debt of gratitude for help and counsel in my present work.' In the 'Introduction' section of his Arabic work "Faridatual Asr" (The Wonder of the Age), Abu Musa Ahmadu'l Haqq also expressed his gratitude to Professor De. There were many other grateful young authors and literary aspirants whom Professor De took by the hand and guided through their studies.

This is an intriguing glimpse into Professor De's personality taken from Sir E Denison Ross's autobiography in the fit of things to put on accord: 'He had an interesting way of discovering both men and books, and he might suddenly turn up at my house with a Japanese

Buddhist priest, or an Arab or a rare first edition, found in the bazaar. He not only had a great command of Indian and European languages, but appeared to know everything else.'

Ardent Bibliophile:

Professor De was utterly engrossed in the world of literature. He was an avid collector of rare books and manuscripts, going to great lengths to build an amazing collection. Although his library was naturally quite small, with only about 7,000 volumes, the majority of which were in the languages, literature, history, archaeology, and Indology categories, it was one of the richest of its kind.

One of Professor De's student's records: 'He was a lover and dreamer of books. His library contained a very fine collection of books in almost all the principal living languages of the world as well as some of the important dead ones. His love of books was so great that he had caused a few hundred books to be bought in China and brought down here for him. He used to bring from time to time rare books which could not be had for money, as loans from distant places like Madras and Bombay, and return them when he had finished with them, and I have often seen him many a morning sitting in his room surrounded by several second-hand book dealers and inspecting old books.'

Professor De had the strange habit of giving away books to his friends and colleagues. In 1906, December 12, in his application for the post of the Librarian, at Imperial Library, Calcutta, he stated: 'That in the course of my researches I have discovered a large number of rare and valuable books and manuscripts in India, the most important of which is the discovery of the oldest extant manuscript of Sakuntala (Kalidasa's Abhijana Sakuntalam) found in a village in Bengal, which I have presented to the Imperial Library of Berlin; and of the only known manuscript of the poems of Bairam Khan found at Dacca, which was lent by me to Dr. E. Denison Ross, who has promised to edit the same in his own name.'

In November 1901, after being inducted into the Indian Education Service, he left England with many books. Over the next six years, he spent almost Rs.300 a month on books and manuscripts, expanding his collection. During his second trip to Europe in 1906, Professor De acquired a significant collection of priceless books.

Professor De received the Tibetan Canon and Commentaries, known as the bka'gyur (The Translated Commandments) and the bsTan'gyur (The Translated Explanations), from Mr. Satishchandra Ghosh, an admirer of Professor De, in 1910. The great majority of these extensive Tibetan translations are based on obsolete

Sanskrit texts. Sadly, Professor De's death cut short his plans to research and study these rare texts.

Professor De's library was rumored to have borrowed a significant amount of money, leading to his death. After his relatives advertised for creditors, Puranchand Nahar filed an administration suit, and Akshaya Kumar Ghosh was appointed Receiver of the court. The library was sold off, with some books being bought for three thousand rupees. Despite some enthusiastic buyers, the majority of the collection was taken by the receiver. Professor De's valuable collection of books and manuscripts, worth about Rs. 25,000, was thus scattered and lost to posterity.

During the Receiver's sale of Professor De's library, a few rare books and manuscripts were transferred, but they can still be located. In the Central Library of Calcutta University, the current author found an extremely rare manuscript from Professor De's collection. The label's description is as follows: 'Persian translation of the Vedas entitled Sirr-i-Akbar by Dara Shikoh written in a beautiful hand. The beginnings and the ends of the various chapters are highly ornamented and beautifully decorated and each line on each page is written within a golden line. The manuscript is not dated. but it appears to be a copy of the time of Dara Shikoh himself. It is not complete.

Photo 3: A group photo taken on the eve of Harinath De's departure for England in April 1897. Harinath De seated in middle row (third from the left). His father, Rai Bhutnath De Bahadur standing in the back row (third from the left).

Photo Courtesy: Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath De.* (p.43). National Library, Bibliography Division

According to the Central Library of Calcutta University's accession register, Saratshova De, Harinath's wife, sold the Persian manuscript to the university on February 4, 1939, for the sum of Rs.500. The present monograph's author discovered an outstanding German translation of Pravarasena's epic, "Ravanavaha oder Setubandha" (1880), at the residence of Professor De's pupil Dr. Radhagovinda Basak. This was written in Maharastri Prakrit and edited by Sigfried Goldschmidt. Dr. Basak wrote (April 10, 1967) "inter alia" in a private letter

to the current author stating that the book, which was part of Professor De's collection, was very helpful to him in creating his edition of Ravanaraha of Pravarasena.

Great Scholar:

Professor De had an impressive command of various languages and a knack for discovering both people and books, which made him an intriguing personality. His colleagues and students were grateful for his guidance and support. For Professor De, the final eight years of his brief life were the most creative. Several important academic works of Professor De have been emphasized in this paper.

In 1904, a pamphlet titled 'Miscellanea' was published which contained the translations of Abu Abdullah Muhammad ibn Batuta's "Account of Bengal" and Hafiz's "Ode to Sultan Ghiyasuddin" from Arabic and Persian.Dr. Rajendra Prasad, an alumnus of Presidency College, Calcutta, records that Professor De wrote and published a series of metrical translations of Kalidasa's Abhijna Sakuntalam in the college magazine. He also contributed to the Journal of the Moslem Institute with excellent reviews of English translations of Bankimchandra Chatterjee's Chandrasekhara. In 1906, Professor De translated Pankajini Basu's "Suryamukhi" and Rani Mrinalini's "Dekhechi kena" into verse with introductions. In 1907, Professor De translated the first

two Acts of Kalidasa's Abhijrana-Sakuntalam from the Bengali recession. During the annual general meeting of the Asiatic Society of Bengal in 1908, Professor De presented a paper on 'The Builders of the Taj'. In the paper, the professor referenced two Persian and one Urdu manuscripts which contained information about the workers of the Taj, and also other information related to the construction of the Taj.In 1909, Professor De made several contributions to the Asiatic Society of Bengal Calcutta. He wrote an 'Introduction' to Pandit Rajendranath Vidyabhusan's work, Kalidasa, He also read a paper on 'A Translation of Subandhu's Vasavadatta'. His work was highly praised by renowned scholars. Professor De also translated from the original Tibetan of Taranatha's History of Buddhism in India published in The Herald. Finally, the translation of 'Nagarjuna's view as to the characteristics of Being and Non-Being, 'Nagarjuna's view of Nirvana,' and 'Nagarjuna's' view of the Soul or the Atman' were translated by Professor De from the Chinese version of Kumarajiva. He even compiled an English-Persian lexicon. Professor De's unpublished works include the first English edition of Jalauddin Abu Jafar Muhammad (who is widely known as Ibn-ut-Tiqtaqa)'s Al-Fakhri, Greek verse translations, and various scholastic works.

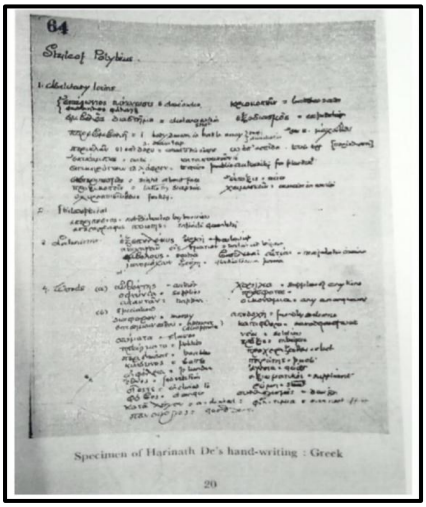

Photo 4: Specimen of Harinath De's hand-writing: Greek
Photo Courtesy: Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). Harinath De. (p.20). National Library, Bibliography Division

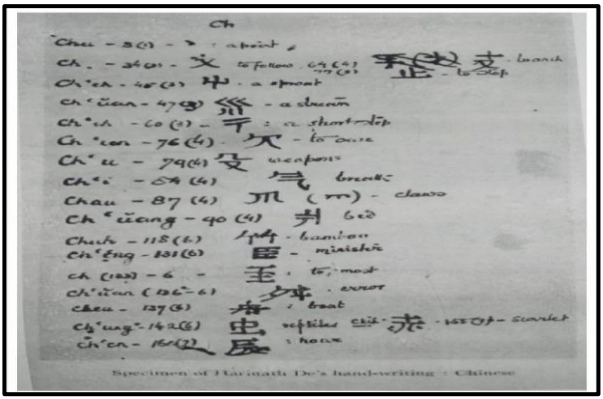

Photo 5: Specimen of Harinath De's hand-writing: Chinese
Photo Courtesy: Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath De*. (p.28). National Library, Bibliography Division

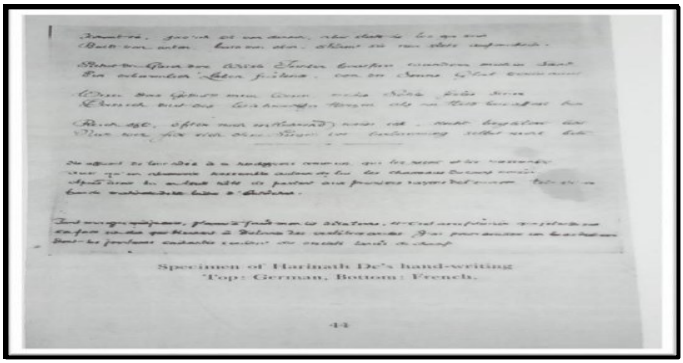

Photo 6 : Specimen of Harinath De's hand-writing
Top: German, Bottom: French Photo Courtesy: Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath de*. (p.44). National Library, Bibliography Division

Conclusion:

Professor De's passing sparked deep grief and introspection. In a letter that appeared in "The Indian Daily News" (today's 'Indian Daily News'), a correspondent who was close to him during his time as a student in India lauded his extraordinary and adaptable scholarship as well as his status as the greatest linguist of our time. His passing is a great loss to global scholarship, and no other Indian can fill his shoes. If he had lived longer, he would have finished his research and added to the body of knowledge.

After his death, Harinath De, a gifted scholar with extraordinary linguistic abilities, left behind a dream of producing a new translation of the venerable Upanishads. Inspired by the idea that a Hindu, Muslim, and Christian

united in their efforts could make a significant contribution to the world of culture and thought, he and two friends discussed collaborating in 1909 to accomplish this goal. In mourning for De's death, Colonel G. F. A. Harris said that the world had lost a remarkable scholar in addition to India. He helped people in need regardless of their background because he had a kind heart. Despite all of his accomplishments, his generosity and compassion are frequently disregarded by his fellow citizens.

References:

Bandyopadhyay, S. (1988). *Harinath De, Philanthropist and Linguist*. National Book Trust, India.

Bandyopadhyay, S. (1979). *Harinath De, a Profile of the Man and His Work*. University of Calcutta.

Greenspan, E., & Rose, J. (1998). *Book History*. Penn State Press.

Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath de*. National Library, Bibliography Division.

ঘোষ, অনিলচন্দ্র, (ঢাকা. (১৩৩৮ ব.). *বাংলার মনীষী.* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (১৩৬৭ ব.). *ভাষাপথিক হরিনাথ দে.* অভী প্রকাশন

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল. (1983). *হরিনাথ দে.* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ঘ্য. (2016, February 5). *কঠিন প্রশ্নপত্রর প্রতিবাদে পরীক্ষায় বসেন শিক্ষকমশাইও.* Anandabazar.com; Anandabazar. https://www.anandabazar.com/patrika/write-up-on-harinath-dey-by-arghya-bandyopadhyay-1.301977

Prohor. (2021, Novenmber 9). *তরকারির খোসা দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখা, স্বল্প জীবনে ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন হরিনাথ দে - Prohor.* তরকারির খোসা দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখা, স্বল্প জীবনে ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন হরিনাথ দে - Prohor. https://www.prohor.in/harinath-dey-the-man-who-learned-34-languages

Bharat, E. (2022, April 22). *बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे रायपुर के हरिनाथ डे, 36 भाषाओं का था ज्ञान.* ETV Bharat News; ETV Bharat. https://www.etvbharat.com/hindi/chhattisgarh/state/raipur/harinath-dey-

of-raipur-linguist-harinath-dey-in-chhattisgarh-harinath-dey-of-raipur-was-a-great-linguist/ct20220422235043260260571

Jaffe, R. (2020). *Japanese-South Asian Buddhist Interactions: Yamakami Sōgen, Kimura Nichiki, and Masuda Jiryō at the University of Calcutta*. Komazawa University, Research Institute. http://repo.komazawa-u.ac.jp/opac/repository/all/MD40140276/kzk032-2-14-jaffe1.pdf

Exotic India Art Store. (2017). Retrieved from Exotic India website: https://www.exoticindiaart.com/

Harinath De: Historian, scholar and linguist (1877 - 1911). (n.d.). Retrieved from peoplepill.com website: https://peoplepill.com/i/harinath-de

Image Sources:

https://www.facebook.com/JourneyofSwamiVivekanandaIncludingRaipur/posts/about-de-bhawanon-the-birth-centenary-1977-of-linguist-harinath-de-1877-1911-son/2348609858590575/

Nagaraj, M. N., & National Library (India. (1977). *Harinath de*. National Library, Bibliography Division.

HARINATH DE: a short bio-sketch of a forgotten Librarian

Bandana Basu
Librarian, Central Library Brainware University
librarian@brainwareuniversity.ac.in

Introduction

The name of the linguist Harinath De is widely known. Language and Harinath. Harinath and language. There are many stories about the genius polyglot – Harinath De. But the Librarian Harinath De is not very well known. As we know Dr. S. R. Ranganathan as the father of Library Science in India and hence Library Day is observed on 12th August to pay homage to Dr. Ranganathan, but we forget that another proverbial idol, Harinath De's birthday is also on 12th August.

John Macfarlane, Assistant Librarian of the British Museum, London, was appointed the first Librarian of the Imperial Library. After his death, this period and subsequently for about three months (until February 21, 1907) J, S D'Silva, the head clerk of the library, had been acting for the librarian. It is not known who or what motivated Professor Harinath De to do this however, sources say that on December 12, 1906, he sent an application for the vacant post of librarian to the Secretary, Government of India, Home Department through the Director of Public Instructions, Bengal.

Professor De's application for the post of Librarian, Imperial Library, Calcutta, dated December 12, 1906 sited inter alia: "I have lectured on English, Latin, Greek, French, Pali, Comparative Philology, Anglo-Saxon and History to my classes with excellent results...'.

At that time there was no applicant equal to Prof. Harinath De. Ultimately on February 22, 1907, Harinath De was appointed officiating Librarian of the then Imperial Library (now National Library of Kolkata). Initially, in 1891, the Imperial Library was formed by amalgamation of several departmental libraries while its use was restricted mainly to high-ranking government officials, the polyglot scholar Harinath De took over the charge of the library. He was the second librarian of the Imperial Library, but first Indian librarian of the library (1907-1911). At that time many luminaries congratulated to Prof. Harinath De for being appointed as a Librarian. Lord Curzon wrote from England "You are the right man in the right place".

In the presence of a large gathering, on January 30, 1903, George Nathaniel Curzon, then Viceroy and Governor-General of India, opened it to the public. The two names Imperial Library and Professor Harinath De are still as inseparably linked to each other due to his work as a librarian.

Contributions of Harinath De as a Librarian

Consolidating the library's limited resources and new titles on all subjects systematically put in one place was Harinath's first job as a Librarian of the Imperial Library. That he did with great skill and soon published the two-volume Authors' Catalogue.

The first of two volumes contain a subject index to all books in the Imperial Library up to 1906 and arranged the books according to the British Museum subject-index cataloguing system i.e., in chronological order under General Subject Headings.

We have seen time and again how suitable Professor Harinath De was for that post. He updated and published Volume 1 of the Catalogue of Indian Official Publications. Professor Harinath De made a large collection of rare books for the Imperial Library and among his rarest books was a copy of the Viaggi Orientati (Voyage to the East), which was published in Venice in 1667. Professor Harinath De was a soul completely immersed in books. He had to take great pains to collect rare books and manuscripts.

In four years, he was able to prove his competence in various ways in addition to normal official works as librarian of the Imperial Library. In the Imperial Library that Professor Harinath De found the identity of his outstanding linguistic and literary being. He wrote a

large number of scholarly notes and edited Important text.

At the Imperial Library, Professor Harinath De thought he had found his true passion, freed from the daily tedium of classroom teaching. But then many problems started. Prof. Harinath De's own staff took advantage of his kindness and good nature to oppose him with the help of some invisible powerful man. The matter continued to turn bitter and eventually a government notice was issued releasing Professor Harinath De from his responsibilities as Librarian of the Library, though the matter was subject to investigation.

Later, Prof. Harinath De was accused of purchasing inappropriate books for the library. Hence Prof. De was dismissed from his post with effect from March 21, 1911.

Conclusion

Professor Harinath De had a private library of seven thousand volumes and a rich collection of language and literature. Here it is proved that he was not only an excellent librarian but also a lover of books. He had immense love for books. He brought books from abroad for himself. Those rare books that he could not buy, he used to read them on loan. Rare book dealers frequented his neighbourhood. Although he is better known as a polyglot, his talent as a librarian is undeniable.

According to sources, he was a victim of infamy, which has caused a lot of controversy. But putting an end to all controversy, this great genius died on 30th August 1911, aged just 34 years.

Reference

Bandyopadhyay, Sunil (1979), *Harinath De a profile of the man and his work, University of Calcutta, Retrieved from* https://ia902204.us.archive.org/13/items/dli.calcutta.11170/cu_pub275.pdf

***

মাত্র ৩৪ বছরের আয়ুকালে, নিজ কর্ম প্রতিভার যে পরিচয়ের সাক্ষ্য আচার্য হরিনাথ দে রেখে গেছেন, তা আজও আমাদের অবাক করে। শুধুমাত্র ভাষাবিদ নয়, একজন শিক্ষক, গবেষক, গ্রন্থাগারিক, সমাজসেবকসহ বহু ক্ষেত্রেই তিনি, নিজ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই শুধু বাঙালী নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই, তিনি এক গর্বের অধ্যায়। ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হরিনাথ দে মহাশয়কে শ্রদ্ধা জানায়। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই একাধিক লেখকের রচনাকে গ্রন্থনা করে, এই গ্রন্থটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। যার দু'ই মলাটের মধ্যে – প্রচলিত, স্বল্প প্রচলিত বা নতুন পরিচয়ের মাধ্যমে, হরিনাথ দে-কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার বিভাগ, ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

In just 34 years of his lifetime, Prof. Harinath De has left an indelible mark on us with his multifaceted identity. Not only a linguist, but also a teacher, researcher, librarian, and social worker, he has excelled in various fields which still astonishes us today. Not just for the Bengalis', Harinath De is a chapter of pride for all the Indians.
With the publication of this book, Brainware University Library pays tribute to this legendary figure, Prof. Harinath De. Works of several authors on Harinath De have been compiled in this book. Harinath De has been presented here through various lenses – conventional, less conventional, and through new introductions.

Library, Brainware University

BRAINWARE UNIVERSITY

398, Ramkrishnapur Road, Near Jagadighata Market
Kazipara, Barasat, Kolkata - 700125

ISBN: 978-81-963514-8-9